সুহৃদ্বর

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

ভাগ্যচক্র

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য এক টাকা

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কান্তিক প্রেস ২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

প্রসিদ্ধ ডচ্ উপন্যাসকার Louis Couperus প্রণীত "Noodlot" গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে "ভাগ্যচক্র" লিখিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই ভাগ্যচক্র উপন্যাসখানি তাঁহার বিখ্যাত মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩১৮

ভাগ্যচক্র

পকেটের মধ্যে হাত দুইটা পুরিয়া এবং শীতের কোর্তার কলারটা দাড়ি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দিয়া ফ্রাঙ্ক পথ চলিতেছিলেন। যেমন তিনি নিজের বাড়ী—হোয়াইট-রোজ্ কটেজের কাছাকাছি হইয়াছেন, অমনি দেখিলেন আর একজন লোক সম্মুখ হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তখন অনেক রাত্রি। পথ জনশূন্য। ভয়ঙ্কর শীত—অবিরাম তুষারপাত হইতেছে; হোয়াইট-রোজ কটেজটি দুধের মতো সাদা বরফে আগাগোড়া ঢাকিয়া গিয়াছে;—দেখিলে মনে হয় যেন তুলাপুঞ্জের মধ্যে পাখীর একটি ছোট্ট নীড়!

লোকটা ক্রমে ক্রমে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! মনে হইল যেন তাঁহারই সহিত কথা কহিতে চাহে। ফ্রাঙ্ক আশ্চর্য্য বোধ করিলেন;—এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে কীসের প্রয়োজন!

লোকটা বলিয়া উঠিল—"মাপ্ করবেন মশায়! আপনিই কি মিঃ ফ্র্যাঙ্ক?"

অপরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ফ্র্যাঙ্ক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—"হাঁ—আমারই নাম ফ্র্যাঙ্ক। তুমি কে? কি চাও?"

"আমার নাম—রবার্ট ভ্যান্‌মায়রেন;—তোমার মনে আছে কি না জানি না—"

—"কে? বার্টি? তুমি? আরে তুমি এখানে কবে এলে?'

বলিতে বলিতে সেই তুষারপুঞ্জের মধ্য হইতে, বহু-পুরাণে-দিনের সুখস্মৃতি-বিজড়িত একখানি ছবি বিস্ময়াভিভূত ফ্র্যাঙ্কের সামনে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল!

বাল্যবন্ধুর মুখে সেই পুরানো আদরের নাম 'বার্টি!' শুনিয়া রবার্টের মনে যেন একটু সাহস হইল। সে বলিল —"এখানে যে হঠাৎ এসে পড়েচি তা নয়। আমি জানতুম—তুমি এখন এখানে আছ—তাই এসেচি। আজ তোমার বাড়ীতে তিনবার খোঁজ করে গেছি—তুমি ছিলে না; শুনলুম রাত্রে আসবে তাই এতক্ষণ অপেক্ষা করচি!"

বার্টি এ কথাগুলো তেমন সহজভাবে বলিতে পারিল না —ভিক্ষুকের আবেদনের মধ্যে যেমন একটা সঙ্কোচ থাকে, তাহার বাক্যের মধ্যেও তেমনি একটা সঙ্কোচ রহিয়া গেল।

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তবে খুব জরুরি দরকার নাকি?"

বার্টি আমতা আমতা করিয়া বলিল—"জরুরি বই কি!

জানো—তোমার কাছ থেকে আমি কিছু সাহায্য চাই ;—এখানে আর কারো সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।"

—"তুমি আছ কোথায় ?"

—"কোথাও নয় ! আজ সকালে নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছেচি।"

বার্টি কথা শেষ করিয়া শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে যেন ক্রমেই কচ্ছপের মতো নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিল !

এমন সময় ফ্র্যাঙ্ক স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"এস বাড়ীর মধ্যে। আজ রাত্রিটা তাহলে এখানেই কাটিয়ে যাও।"

কথাটা শুনিয়া বার্টি উৎসাহ পাইল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"বেশ ত !" তাহার ভয় হইতেছিল, সময় দিলে পাছে ফ্র্যাঙ্ক আবার কথাটা উল্টাইয়া লন !

তাঁহারা দুইজনে তখন বাড়ীর দিকে গেলেন। ফ্র্যাঙ্ক পকেট হইতে চাবি লইয়া দরজা খুলিলেন। কড়িকাঠে একটা লণ্ঠন মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহারই ক্ষীণ আলো হলের মধ্যে পড়িয়াছে ! বার্টি সঙ্কুচিতভাবে অন্ধকার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল !

—"যাও ভিতরে যাও !" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহিরের দরজা চাবি-বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন অনেক রাত্রি !

বাড়ির দাসি তখনো শুইতে যায় নাই। সে ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ; বার্টির দিকে সন্দেহসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া চুপি চুপি বলিল—"ও লোকটা আজ তিনবার আপনার খোঁজে এসেছে। সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা বাড়ীর কাছে

ঘুপ্টি মেরে বসেছিল। আমার বাপু বড় ভয় ভয় করে—এ দিকটা যে নির্জ্জন!"

ফ্র্যাঙ্ক কোনো কথা কহিলেন না, শুধু একবার ঘাড় নাড়িলেন, —অর্থাৎ, ও কিছু নয়!

তারপর বলিলেন—"অ্যানি! আগুন কর।"

"আগুন জ্বালবো?"

—"হাঁ!"

—"বার্টি! তুমি কিছু খাবে?"

—"দাও! যদি অসুবিধা না হয়!"

কথা শুনিয়া দাসী তাহার দিকে আর একবার কেমন-এক সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টিপাত করিল। বার্টি তাহাতে একটু রাগ দেখাইয়া কটমট্ করিয়া চাহিয়া উঠিল—যেন তাহার সেই প্রখর দৃষ্টিদ্বারাই দাসীর সন্দিগ্ধ ভাবটাকে সে দমন করিয়া দিবে!

বার্টি দাসীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল বটে কিন্তু ভিতর হইতে সে তেমন জোর পাইতেছিল না; ক্রমেই সে যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। কণ্ঠস্বর তেমন উঠে না—তাহাতে যেন কোনো তেজ নাই, কেমন একটা কাতরতায় তাহা ভরিয়া উঠিতেছে।

ফ্র্যাঙ্ক বার্টিকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎদিকের একটা ঘরে গেলেন। ঘরটি অন্ধকার এবং কন্‌কনে ঠাণ্ডা! কিন্তু আলো ও আগুনে তাহা শীঘ্রই বেশ আরামপ্রদ হইয়া উঠিল।

অ্যানি টেবিল পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খাবার কি এক জনের মতো আনব?"

একেলা খাইতে বার্টি কিন্তু বোধ করিতে পারে বলিয়া

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"না দুজনের মতো আনো ;—আমিও কিছু খাবো।"

বার্ট আসিয়া আগুনের ধারে পা ছড়াইয়া আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। মুখে কথা ছিল না। দাসী জিনিসপত্র আনিতে বার বার যাতায়াত করিতেছিল, তাহাকে যতবার সে ঘরের উজ্জ্বল আলোকে দেখিতেছিল, ততবারই সে নিজেকে কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতেছিল! অন্ধকারে যতক্ষণ ছিল, একরকম ছিল ভালো ; নিজেকে সবটা প্রকাশ করা হইতেছিল না—বেশ একটু আব্রু ছিল, এখন যেন তাহার সমস্তটা একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে!

ফ্র্যাঙ্ক এতক্ষণ ভালো করিয়া বার্টকে দেখিতে পান নাই, এখন আলোয় স্পষ্ট দেখিলেন। তাহার সমস্ত দেহটা দারিদ্র্যের পীড়নে জর্জ্জরিত! কী পরিচ্ছদের শ্রী! ময়লা, ছেঁড়া জামা,—গায়ে খাটো হইয়া গেছে, তাহাতে একটাও বোতাম নাই, সমস্তটা দাগী! পায়জামা ছেঁড়া— জ্যাল্ জ্যাল্ করিতেছে। অপরিচ্ছন্ন গলাবন্ধ ; —ভিতরে যে কোনো কামিজ নাই তাহা গোপন রাখিবার জন্য অতি সাবধানে বাঁধা! জুতাও তথৈবচ—হাঁ হাঁ করিতেছে, কোনো রকমে পা দুইটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। টুপিটাও ভাঙাচোরা দোমড়ানো!

বার্টের চেহারার সঙ্গে তাহার এই পরিচ্ছদ মোটেই খাপ খাইতেছিল না। মুখে যদিও ক্ষৌরাভাবে দাড়ি গোঁফ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, চুলগুলি এলোমেলো, তবুও তাহার সেই একহারা দেহগঠনের মধ্যে একটা বড়বংশের পরিচয় ছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন একজন ধনী লোক ছেঁড়া কাঁথা ও কম্বল

হইয়া ভিখারীর ভেক্ ধরিয়াছে। ফ্র্যাঙ্কের মূল্যবান আসবাব পত্রে সজ্জিত ঘরে সে নিতান্ত অশোভন হইয়া উঠে নাই।

দানবের মতো লোল জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, বার্টি স্থির হইয়া আগুনের সেই খেলা দেখিতেছিল। কোনো কথা কহিবার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। হঠাৎ যখন দেখিল ফ্র্যাঙ্ক তাহার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া আছেন, তখন সে একটা কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য ভিক্ষুক যেমন করিয়া কথা কহে সেই রকম স্বরে বলিল—"ধন্যবাদ! সত্যই তুমি আমার বড় উপকার—"

অ্যানি খাবার আনিয়া হাজির করিল। বেশি কিছু আনিতে পারিল না, ঘরে যাহা সামান্য ছিল তাহাই আনিল। ফ্র্যাঙ্ক প্রায়ই বাড়ী থাকিতেন না বলিয়া সব সময় ঘরে আহার্য্যের তেমন উপকরণ থাকিত না। এক টুকরা মাংস, কিছু শাকসবজি, খানকতক বিস্কুট ও খানিকটা জ্যাম। বার্টি তাহাই পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। সম্মুখে যাহা পাইল গোগ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল;—চোঁ চোঁ করিয়া এক দমে এক গ্লাস মদ পান করিয়া ফেলিল। ক্ষুধার তাড়নাটা কিরূপ তাহা আহার করিবার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝা গেল।

আহার শেষ হইলে ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলেন। পেটে কিছু পড়িতেই যেন বার্টির মুখ খুলিয়া গেল। কেমন করিয়া তাহার এমন দুরবস্থা হইয়াছে একথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আমতা আমতা করিয়া ছাড়া ছাড়া কথায় নিজের কাহিনী বলিতে লাগিল। সে বর্ণনার প্রত্যেক কথাটি যেন এক একটা করুণ আবেদন!

"মায়ের কিছু টাকাকড়ি ছিল। তিনি মারা যাবার পর তাই নিয়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া। যা কিছু হাতে ছিল খরচ হয়ে গেল। তারপর আমেরিকায় পলায়ন। সেখানে কখনো হোটেলের চাকর, কখনো থিয়েটারের দরোয়ান, কখনো অন্য কিছু কাজ করে দিন গুজরান। তারপর জাহাজে চাকরি নিয়ে ইউরোপে পদার্পণ। আজ সকালে লণ্ডনে—কপর্দ্দকহীন!" মোটামুটি বার্টির কাহিনী এই।

অনেক দিনের পুরানো চিঠি হইতে ফ্র্যাঙ্কের ঠিকানা বাহির করিয়া বরাবর সে হোয়াইট-রোজ কটেজে আসিয়াছে। তাহার মনে মনে ভয় ছিল হয় ত ফ্র্যাঙ্ক এ বাড়ী বদলাইয়া আর কোথাও চলিয়া গেছেন, তাঁহার কোনো কিনারা হইবে না! কিন্তু যখন দাসীর মুখে শুনিল ফ্র্যাঙ্ক এখানেই আছেন তখন সে নিশ্চিন্ত হইল;—তাঁহারই অপেক্ষায় সে সমস্ত দিন ও অর্দ্ধেক রাত্র পর্য্যন্ত বাহিরে শীতে দাঁড়াইয়া ছিল।

সে সময়টা কী দারুণ দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে! ক্রমেই অন্ধকার বাড়িতেছে। কন্‌কনে বাতাস। চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল বরফের পিণ্ড! কোনো সাড়া নাই, শব্দ নাই, মৃত্যুর মতো সব স্থির! গায়ে মোটা কাপড় নাই—উদর শূন্য! নাড়িগুলা সুদ্ধ যেন হজম হইয়া যাইতেছে! দেহটা জমিয়া আসিতেছে। কী ভয়ঙ্কর!

তাহার পর, এই আশ্রয়! এই আহার! এই অগ্নি-উত্তাপ! কী আরামের!

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বন্ধুকে আবার ধন্যবাদ জানাইল। নিজের ছেঁড়া পোষাকের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"

এত রাত্রে, কোথাকার কে তাহার জন্য এতটা পরিশ্রম করিতে হইল বলিয়া অ্যানি মনে মনে ভারি চটিতেছিল! কিন্তু কি করিবে মনিবের হুকুম। সে শয্যা পাতিয়া দিলে ফ্র্যাঙ্ক বার্টিকে উপরের শয়ন-কক্ষে লইয়া গেলেন। বন্ধুর সেই অবসন্ন শরীর, নিস্তেজ মুখশ্রী—সেই অসহায়তার ভাব দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি আদরের সহিত বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"যাও বার্টি, এখন ঘুমোও গে। তোমার কোনো ভাবনা নেই—আমি আছি।"

বার্টি যখন ঘরে একেলা রহিল তখন সে নিজের চারিদিকটা একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরটি বেশ মনোরম! বিছানাটি শুভ্র, কোমল। শীত নিবারণের যথেষ্ট আয়োজন রহিয়াছে। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! এই পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দাঁড়াইয়া বার্টি নিজেকে অত্যন্ত অপরিষ্কার মনে করিতে লাগিল। পরিচ্ছন্ন থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছাটা তখন তাহার মনের মধ্যে ব্যাকুলভাবে জাগিয়া উঠিল। শীতে দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল, তবুও সে আগাগোড়া সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিল—সাবান ঘসিয়া ঘসিয়া গায়ের ময়লা উঠাইতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে দেহের স্বাভাবিক রক্তাভা বাহির হইয়া পড়িল এবং দুর্গন্ধ দূর হইয়া সাবানের গন্ধে গা ভরিয়া উঠিল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া তখন সে তৃপ্তি বোধ করিল; কেবল ক্ষৌর-কর্মটা হইল না বলিয়া মনে একটু আপশোস রহিয়া গেল।

অবশেষে বিছানার মধ্যে সে প্রবেশ করিয়া কোমল স্নিগ্ধ কম্বলখানি মুড়ি দিল। চোখে ঘুম আসিতেছিল, কিন্তু ঘুমাইল

না। অনেক দিনের পর আজিকার পাওয়া আরামটা সে ভালো করিয়া উপভোগ করিতে চাহে—ঘুমাইয়া সেটাকে মাটি করিবে না। এই কোমল শয্যা, এই উত্তাপ, এই শীতাবরণ, বহুদিনের পর আজিকার তাহার দেহের এই পরিচ্ছন্নতা, জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের আকাশ হইতে একটু আলো, সে যেন চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিতেছিল। তাহার পর যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন তাহার অধরকোণে একটা পরিতৃপ্তির ছায়া, একটা আনন্দ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল ;—আর ভাবনা নাই—মন আজ শূন্য।

২

পর দিন সকাল হইতেই ভারি বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে : —ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য ! তাঁহারা মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া বসিয়াছিলেন। বাটি গল্প করিতেছিল—এই কয় বৎসর তাহার জীবনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে সে তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিতেছিল।

ফ্র্যাঙ্কের নাপিত তাহাকে কামাইয়া দিয়া গিয়াছে ; কেশ বিন্যাস করিয়া ফ্র্যাঙ্কের পোষাক ও জুতা পরিয়া সে বসিয়া আছে, —সে পোষাক তাহার গায়ে ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে এবং জুতা জোড়াটার মধ্যে তাহার পা দুখানি যে কোথায় আছে তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে না। শীতার্ত্ত বিড়াল যেমন করিয়া চক্ষু মুদিয়া আরামে রৌদ্র পোহায়, বাটিও তেমনি করিয়া আগুন

পোহাইতেছে। বেশ আরামে পা দুইটা সটান্ করিয়া কেদারায় হেলান দিয়া সে বসিয়া আছে, চুরুট ফুঁকিতেছে এবং ছেলেবেলায় যেমন অসঙ্কোচে ও ঘনিষ্ঠভাবে ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহিত তেমনি ভাবে বাক্যালাপ করিতেছে। কথার স্বরে এখন আর কোনো প্রচ্ছন্ন কাতরতা নাই—বরং তাহাতে বেশ একটা অখণ্ড তৃপ্তির আমেজ পাওয়া যাইতেছে।

ফ্র্যাঙ্কের কানে বার্টির কথাগুলি মন্দ শুনাইতেছিল না। তিনি তাহাকে তাহার নিজের মতো করিয়া সব কথা বলিবার উৎসাহ দিতেছিলেন। সে খুব সরল ভাবেই সব বলিতেছিল ;—তাহার দুরবস্থার কথা, দারিদ্র্যের কথা এতটুকু গোপন করে নাই। তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে কাহারো কোনো হাত ছিল না, তেমন না হইয়া অন্য রকম হওয়াই অসম্ভব। সে কি করিবে? ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি অপ্রসন্ন! সে যাহা বলিতেছিল তাহার সার মর্ম্ম এই :—তাহার জানটা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই সে এখনো টিঁকিয়া থাকিতে পারিয়াছে—অন্য কেহ হইলে পারিত না!

ফ্র্যাঙ্ক তাহার দিকে অত্যন্ত মমতার সহিত বারবার চাহিতেছিলেন। তাহার শরীরটা কী ক্ষীণ! কী রক্তহীন! কী দুর্ব্বল! জীবন্ত লোকের অন্তত যতটুকু পুষ্টি থাকা উচিত তাহাও তাহার নাই! ফ্র্যাঙ্কের পোষাকটা তাহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার নিজের উন্নত, বলিষ্ঠ, স্ফীতপেশী দেহের তুলনায় বার্টি কতটুকু। কত দিন সে অনাহারে, অনিদ্রায়, নিরাশ্রয় অবস্থায় কাটাইয়াছে তাহার ঠিক নাই! বাপরে! ফ্র্যাঙ্ককে এই কষ্ট সহিতে হইলে তিনি ত মরিয়াই যাইতেন! এ কষ্টের কথা কল্পনায় আনিতেও তাঁহার বুক দুর দুর করে। কিন্তু বার্টি কেমন স্থির

ভাবে, কেমন সহজ ভাবে তাহার সেই অসীম দুঃখকাহিনী বলিয়া যাইতেছে ;—চাঞ্চল্য নাই, বিরক্তি নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নাই!

বার্টির যেন চমক ভাঙিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"এখন করি কি? যাই কোথায়?" কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যতের অনন্ত অন্ধকার ফুটিয়া উঠিল—সেখানে কোনো সহায় নাই, কোনো আশা নাই, কোনো আত্মীয়, বন্ধু নাই ;—আছে কেবল বিভীষিকা! তাহার প্রাণ নৈরাশ্যে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ফ্র্যাঙ্ক তাহার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার মনের বেদনা—তাহার অসহায়তা, তাহার নৈরাশ্যের পীড়ন বুঝিতে পারিলেন। কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত বারবার তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন, সেরির বোতল টানিয়া লইয়া এক গ্লাস পূর্ণ করিয়া বার্টির হাতে দিলেন, বলিলেন—"ভয় কি বার্টি! আমি তোমার সব ঠিক করে দেব। এখন তুমি এখানে থেকে একটু সবল হয়ে ওঠ।"

ফ্র্যাঙ্ক এখন কিছু দিনের জন্য বার্টির সঙ্গ পাইলে যেন বাঁচিয়া যান। তিনি যে ভাবে জীবন কাটাইতেছেন, তাহা আর ভালো লাগিতেছে না। জীবনে কিছু কাজ নাই: সংসার নাই, সংসারের ভাবনা নাই, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা নাই,—নিজেরই মতো একদল নিষ্কর্মা বন্ধুদের লইয়া দিনযাপন, সেই একই ধরণের আমোদ-প্রমোদ—নাচ আর ভোজ, ও মধ্যে মধ্যে দেশ-বেড়ানো আর তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। সব দিনগুলাই প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে, কোনো বৈচিত্র্য নাই—যে অবস্থায় জন্ম, সেই

অবস্থায় স্থিতি; যেমন খুসি সেই রকমে নিজেকে অনায়াসে রাখা যায়—তাহাতে কোনো বাধা পড়েনা; এবং বাধা পড়েনা বলিয়াই বাধা অতিক্রমের কোনো চেষ্টা থাকে না! কী নিশ্চেষ্ট একঘেয়ে জীবন!

এই কারণেই বার্টির সঙ্গটা তাহার ভালো লাগিতেছিল। তাহার মধ্যে তিনি যেন একটা নূতনত্ব পাইতেছিলেন এবং সেই জন্যই তাহাকে নিজের কাছে রাখিতে এত আগ্রহ! এখন তো কিছু দিন সে তাঁহার বাড়ীতে থাকুক, তাহার পর না হয় অন্য কোনো বন্দোবস্ত করিবেন—চেষ্টা করিয়া কোথাও একটা চাকরি জুটাইয়া দিবেন;—কিন্তু আপাতত সে সব কথা চাপা থাকুক!

অতীতের স্মৃতিও ফ্র্যাঙ্কের চোখের সম্মুখে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! যদিও সে স্মৃতি অস্পষ্ট, ক্ষীণ এবং অতি দ্রুতভাবে মনের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তবুও তাহার মধ্যে কতখানি আনন্দ! সেই স্কুলের দিন, সেই ছেলেমানুষী, সেই দুষ্টামী, সেই দৌড়ঝাপ, সেই বনভোজন! বার্টির কি সে সব এখনো মনে আছে? ফ্র্যাঙ্ক এখনো যেন দেখিতে পাইতেছেন সেই বার্টি, সেই ছোট্টটি, সেই রোগা-রোগা চেহারা! অন্য ছেলেরা তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে, তাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে, মারামারি করিতেছে,. তিনি তাহার পক্ষ লইয়া লড়িতেছেন, বন্ধুকে রক্ষার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বজ্রমুষ্টি ছুঁড়িতেছেন! সে সব কথা কি বার্টির মনে আছে? এমনি করিয়া কতদিন এক সঙ্গে কাটিয়াছে! তারপর হঠাৎ একদিন কোনো খবরবার্তা না দিয়া বার্টির অন্তর্দ্ধান! তারপর অবরেসবরে চিঠিপত্র আসিত। শেষে তাও বন্ধ—বার্টির অনেক দিন আর কোনো খবর নাই! এখন

এতদিন পরে আবার সেই বন্ধুকে পাশে পাইয়া ফ্র্যাঙ্ক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে বার্টির উপর সত্যই তাঁহার একটা আন্তরিক ভালোবাসা ছিল—তাহাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বার্টির মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল যাহা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই ভাবটা তাঁহার বড় ভালো লাগিত।—যেন সে নিজের ভরে দাঁড়াইতে পারে না, সদাই একটা অবলম্বন খোঁজে, কেমন-এক করুণ দৃষ্টিতে চাহে; আদরের জন্য লালায়িত, আদর পাইলে খুসি: অবহেলা করিলে অভিমানে ফুলিয়া উঠে! কেমন-একটা যেন মায়া জানে যাহাতে সকলকে সে বশ করিয়া আনিতে পারে। ফ্র্যাঙ্ক যেমন আপনাতে-আপনি অটল, আপনাতে-আপনি বিকশিত বার্টি মোটেই তেমন নয়। সে যেন লতা—ফ্র্যাঙ্ক মহীরুহ!

সমস্ত দিন ঘরের ভিতর আগুনের পাশে বসিয়া বার্টি বেশ আরাম বোধ করিতেছিল—ফ্র্যাঙ্ক মধ্যে মধ্যে মদ ঢালিতে-ছিলেন—দুই বন্ধুতে অল্প অল্প চুমুক দিয়া মনটাকে প্রফুল্ল রাখিতেছিলেন। বার্টি গল্প করিতেছিল। আমেরিকায় কবে কি ঘটিয়াছিল, থিয়েটারের ম্যানেজার তাহাকে কোন্ দিন কি কথা বলিয়াছিল, কত দিন কত রকমের বিপদে সে পড়িয়াছিল তাহা বেশ রস দিয়া সে বর্ণনা করিতেছিল। একটার পর একটা, তাহার পর আর একটা এই রকম ভাবে গল্প চলিতেছিল। সেগুলা যেন রোমান্স!

ফ্র্যাঙ্ক সমস্ত দিন ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। একবার ক্লাব হইতে ঘুরিয়া আসিবার জন্য উঠিলেন। বার্টি যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই বসিয়া রহিল।

তাহার যে যাইবার যো নাই! নিজের ছেঁড়া পোষাক পরিয়া কি আর বাহির হওয়া যায়? ফ্র্যাঙ্কের পোষাকও যে তাহার গায়ে ঢল্ ঢল্ করিতেছে! ফ্রাঙ্ক যাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় বার্টির যেন কি-একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক! ভাই, মিনতি করচি, আমার আসল পরিচয় এখানকার কাউকে দিয়োনা। সে বড় লজ্জার কথা!"

ফ্র্যাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা!"

বার্টি আবার বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার ঋণ আমি কেমন করে শোধ করব? ইহজন্মে পারব না! জানি না, কোন্ সুকৃতির বলে তোমার মতো বন্ধু পেয়েছিলুম! তুমি যেমন সহৃদয় তেমন বুঝি এ জগতে আর কেউ নেই!—"

বার্টির কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস হইতে মুক্ত হইবার জন্য ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। বার্টি আগুনের ধারে পা দুইটা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বসিল; আর এক গ্লাস মদ ঢালিল। তখন তাহার মন হইতে সমস্ত ভাবনা দূর হইয়া গেছে;—কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তগুলা কেবল আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে!

৩

একমাস অতীত হইয়া গেছে। বার্টি এই এক মাস হোয়াইট-রোজ কটেজেই আছে। বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও টুপি পরিয়া সে যখন ফ্র্যাঙ্কের পাশে বসিয়া ভিক্টোরিয়া ফিটনে রাস্তায় বাহির হয় তখন আর তাহাকে সেই বার্টি বলিয়া চেনা যায় না। সে এখন

স্বচ্ছন্দে ফ্র্যাঙ্কের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশে—ভালো সাজগোজ করে, এবং দিব্য আমোদপ্রমোদ করিয়া বেড়ায়। ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে ক্লাবে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন; সে এখন প্রতিদিন সেখানে বসিয়া ডিনার খায়—লম্বা-চওড়া-কথায় শিকারের আলোচনা করে, মদ, চুরুট প্রভৃতির সমালোচনা করে, দুশিলিং দামের হাভেনা চুরুট ফস্ ফস্ করিয়া পুড়াইয়া ফেলে—যেন তাহা কিছুই নয়। কারুর কাছে এবং কিছুতেই সে খাটো হইয়া থাকে না। ফ্র্যাঙ্ক তাহাতে কিছুমাত্র অসন্তোষ বোধ করিতেন না; বরং একটা আমোদ পাইতেন। বার্টিকে তাঁহার এখন এমন মজার লাগে যে তিনি যেখানে যান সেইখানেই তাহার পরিচয় করাইয়া দেন।

শীত গিয়া বসন্ত আসিয়া পড়িল। তখন লণ্ডন-সহর আমোদ প্রমোদে সরগরম! বার্টি ভারি ব্যস্ত। আজ চায়ের নিমন্ত্রণ, কাল ডিনার, পরশু নাচের মজলিস, তারপর দিন থিয়েটার! দুই পাশে দুই সুন্দরীকে রাখিয়া সে যখন ভোজে বসে—পর্যায়ক্রমে দুই পাশে ফিরিয়া একবার এর সঙ্গে একবার ওর সঙ্গে আলাপ করে তখন সুন্দরীদের হীরকভূষণের ঔজ্জ্বল্যে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া যায় না, যেন সে এই সকুলে বহুদিন হইতেই অভ্যস্ত! থিয়েটারের ষ্টলে কিম্বা ড্রেস-সার্কেলে, বুকে ফুল আঁটিয়া হাতে দূরবীণ্ লইয়া, চকচকে হীরার আংটি পরিয়া লাট মহালাটের মতো গিয়া যখন সে বসে—তখন তাহার কী চাল! যেন একটা মস্ত কেউ! কী গম্ভীর ভাব! এত যে সুন্দরী ললনা তাহার পাশে বসিয়াছেন তাঁহাদের একজনও যেন তাহার দৃষ্টির যোগ্য নহে—সে এমনি ভাবে তাঁহাদের দিকে তাকায়!

ফ্র্যাঙ্ক এই সব দেখিয়া মনে মনে হাসিতেন—এবং তাহাতে বেশ একটু আমোদও উপভোগ করিতেন। বার্টি তাঁহার স্নেহের বন্ধু—সে দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে—শুধু এইজন্য যে ফ্র্যাঙ্ক তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন তাহা নহে, তাহার নিকট হইতে এই আমোদটুকু পাইতেন বলিয়া তাহাকে দিন দিন এতটা প্রশ্রয় দিতেছিলেন। বার্টি ফ্র্যাঙ্কের অনুগ্রহ দান বলিয়া গ্রহণ করিত না—ঋণ বলিয়া লইত। সে বলিত—তাহার সময় ভালো হইলে এ সমস্ত ঋণ সে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। সেই জন্য সে প্রায়ই পকেট বই বাহির করিয়া তাহার জন্য যে টাকা খরচ হইতেছে তাহার একটা হিসাব টুকিয়া রাখিত। পনেরো দিনের মধ্যে দেখা গেল সে খাতায় একশত পাউণ্ড উঠিয়াছে!

বার্টি এই কয়েকদিনে ফ্র্যাঙ্কের বাড়ীতে বেশ জমকাইয়া বসিয়াছে;—চাকরবাকরদের উপর অসঙ্কোচে হুকুম চালায়—সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করে—যেন নিজেরই সব। ফ্র্যাঙ্ক তাহাতে কোনো বাধা দেন না—মজা দেখেন! ফ্র্যাঙ্কের নিজের ঘরদুয়ার, আসবাবপত্রের উপর কোনো দৃষ্টি ছিল না—সব এলোমেলো হইয়া থাকিত—বার্টি এখন সেগুলা নিজের মনের মতন করিয়া লইয়াছে। বাজার হইতে বহুবিধ মর্ম্মর মূর্ত্তি, নানা প্রকারের ঝাউগাছ, ভালো ভালো কার্পেট, পরদা যখন যাহা খুসি কিনিয়া আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে। রাত্রে সেই সজ্জিত কক্ষে দুই বন্ধুতে বসিয়া যখন আলাপ করিতেন তখন নেশার চোখে, চুরুটের ধোঁয়ায়, অস্পষ্ট আলোকে তাঁহাদের মনে হইত যেন আকাশের মধ্যে কোন্ এক মায়া রাজ্যে তাঁহারা রহিয়াছেন। এই ঘরের মধ্যে বার্টি প্রতিদিন উৎসবের আয়োজন করিত।

বাছাই করা বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হইত এবং তাহাদের লইয়া রীতিমত মজলিস চলিত।

ফ্র্যাঙ্ক এত আমোদ জীবনে আর কখনো কিছুতে পান নাই;—লণ্ডনে এতদিন আছেন, বার্টির মতো এমন মজার আমোদ কেহ দিতে পারে নাই। ফ্র্যাঙ্ক ভাবিতেন,—জীবনটা নেহাৎ একটা প্রহসনের মতো, বছর কয়েকের সমষ্টি মাত্র;—ইহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। সেই জন্ত সংসারযাত্রাকে উচ্চভাবে না দেখিয়া তিনি হাসি-খেলার ভাবে জীবন যাপন করিতেন; যাহাতে আমোদ-প্রমোদ শুধু তাহাতেই মাতিতেন। বার্টিকে যে এত প্রশ্রয় দিতেন, তাহাও এই কারণে। মেয়ে মজলিস, মদের ফোয়ারা এইগুলার চেয়েও বার্টির এখনকার ধরণধারণ তাঁহার বেশি মজার লাগিত;—সেই বার্টি যে একমাস আগে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন অবস্থায় ছিল সে এখন মস্ত 'বাবু' হইয়া উঠিয়াছে; বড়ঘরের ছেলেদের সঙ্গে বড়মানুষী চালে মেশে, ডজন ডজন টাই, কলার কেনে, ভালো ভালো দামী দামী এসেন্স মাখে—সাজসজ্জার 'শ্রাদ্ধ' করে, অথচ তাহার একটি পয়সার সম্বল নাই! সকলকার কাছে সে তাহার নিজের অবস্থা কেমন সতর্কভাবে গোপন করিয়া চলিতেছে—কথায় বার্তায়, মুখে চোখে ধরণধারণে বুঝিবার যোটি নাই! সে যে অবস্থায় আছে যেন সেই অবস্থারই লোক! তাহার দৈন্তটাকে সে ফ্র্যাঙ্কের পয়সায় কেনা সাজসজ্জায় কেমন বেমালুম ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সে এমনি হুঁসিয়ার যে চালচলনে কোথাও তাহার ঠেকিতেছে না, ছদ্মবেশটা কোনো রকমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে না। বার্টির এই চাতুরীতে ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে ভারি আমোদ পাইতেন,

এবং সেই আমোদটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বন্ধুর ছন্নতা যাহাতে অটুট থাকে তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতেন। বার্টি যে ফ্র্যাঙ্ককে ঠকাইয়া যাইতেছিল তাহা নহে, ফ্র্যাঙ্ক বুঝিয়া সুঝিয়া ইচ্ছা করিয়াই আমোদের লোভে ঠকিতেছিলেন! বার্টি প্রথম প্রথম নিজের খরচের একটা সঠিক হিসাব রাখিত, কিন্তু যতই দিনের সহিত টাকার অঙ্ক বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার হিসাব রাখিবার উৎসাহ কমিয়া আসিল;—শেষে হিসাবের খাতা শূন্য পড়িয়া থাকিত!

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের মনে মনে যে সংকল্প ছিল যে, তাঁহার কোনো মুরুব্বি বন্ধুকে ধরিয়া বার্টির একটা চাকরি জুটাইয়া দিবেন সে কথা তাঁহার খেয়ালই রহিল না। তিনি বার্টির আমোদ লইয়া এমনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন!

এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল। বার্টি একদিন ভোরে ফ্র্যাঙ্ককে কিছু না বলিয়া একেলা কোথায় বাহির হইয়া গেল, সমস্ত দিন আর ফিরিল না। ফ্র্যাঙ্ক বিমর্ষভাবে রহিলেন। দুদিন কাটিয়া গেল তবুও বার্টি ফেরে না। তখন চিন্তিত হইয়া তিনি পুলিশে খবর দিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন ভোরে বার্টি ফ্র্যাঙ্কের বিছানার পাশে আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইল। বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক, রাগ করনি তো ভাই! আমার জন্যে কি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলে?" সে যেন একটু অপ্রতিভ হইয়াছে মুখে এমন ভাব দেখাইল। এবং ফ্র্যাঙ্কের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অছিলাস্বরূপ এই কথা বলিল যে এই একঘেয়ে জীবন তাহার বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—রোজ রোজ সেই

সাজগোজ, সেই মেয়েদের মজলিস, লাটমহাশয়ের সঙ্গে ক্লাবে মেশা, বুকে ফুল গুঁজিয়া থিয়েটারে যাওয়া তাহার আর ভালো লাগে না!

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"কোথায় ছিলে লুকিয়ে?"

"কোথাও না! এই এখানেই—পুরানো বন্ধুদের আড্ডায়!"

"সে কী! এখানে তো তোমার সঙ্গে কারু জানা-শুনা নেই!"

"কোনো বড় লোকের সঙ্গে নেই, কিন্তু দু একজন গরীব বন্ধু আছে বই কি! ভাই, আমার উপর রাগ করনি ত?"

ফ্র্যাঙ্ক দেখিলেন বার্টির মুখ অত্যন্ত পাংশু; শরীর ক্লান্ত, অপরিষ্কার,—পাজামা কাদায় ভরা, টুপি দোমড়ানো, কোটের মধ্যে তিনটে কাদা পড়িয়াছে। দোষী যেমন বিচারকের সম্মুখে দাঁড়ায়, সেও তেমনি ভীত ত্রস্ত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

"ভাই আমার উপর রাগ কোরোনা—এবারকার মতো মাপ কর।"

অসহ্য! ফ্র্যাঙ্ক চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ কি অভদ্রের মতো চেহারা! কোথায় গিয়েছিলে?"

"এই—কাছাকাছিই!"

বার্টির নিকট হইতে আর কোন কথা ফ্র্যাঙ্ক বাহির করিতে পারিলেন না। বার্টি বার বার শুধু এই টুকু বলিল যে তাহার ভালো লাগিতে ছিলনা বলিয়া সে একটু ঘুরিয়া আসিয়াছে। এখন সে ক্লান্ত—একটু বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করিবে।

বৈকাল পর্যন্ত সে বিছানায় শুইয়া রহিল। তার পর উঠিয়া যখন শুনিল যে পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে তখন চটিয়া আগুন

হইল! সেদিন ক্লাবে ডিনারের সময় সকলে তাহাকে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ছিলে হে?" সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া বলিল যে তাহার এক আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য তাহাকে লণ্ডন ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল—চিঠির কি গোলমালে ক্র্যাঙ্ক সে খবর পান নাই!

ক্র্যাঙ্ক সে কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; বার্টির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমার আত্মীয়? কোথায় গিয়েছিলে?"

বার্টি নিতান্ত ভালো মানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল—"বিশেষ কোথাও নয়!" বলিয়া একটা অয়েষ্টার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল; আর কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়া দিব্য আরামের সহিত একটার পর একটা করিয়া বারোটা অয়েষ্টার সে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। ক্র্যাঙ্ক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

৪

সময় বহিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু বার্টি যেখানে ছিল সেই খানেই থাকিয়া গেল। দুই একবার সে অন্যত্র যাইবার কথা তুলিয়াছিল;—হলাণ্ডে কে তাহার ধনী আত্মীয় আছে, সে বলিত সেখানে গিয়া সে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে; কিন্তু ক্র্যাঙ্ক সে সব কথা কানেই তুলিতেন না। যাইবার কথা উঠিলেই তিনি বার্টির

মুখ চাপা দিতেন। এক এক সময় বার্টির মনে ঘৃণার উদয় হইত —ছিঃ! এমনি করিয়া পরের গলগ্রহ হইয়া আছি! সেই ঘৃণার ভাবটা সে যখন ফ্র্যাঙ্কের কাছে প্রকাশ করিত তখন ফ্র্যাঙ্ক তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। বলিতেন এ আবার একটা কথা! বন্ধুর জন্য বন্ধুমাত্রেই এটুকু করিয়া থাকে—এ আর বেশি কি! ধর আমার অবস্থা যদি তোমার মতো হইত এবং তুমি যদি আমার মতো স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিতে তাহা হইলে তুমি কি আমাকে এ সাহায্যটুকু করিতে না!—এটুকু কি তোমার ভার বোধ হইত?

মুখে ফ্র্যাঙ্ক যাহাই বলুন মনে মনে কিন্তু এক এক সময় তাঁহার ভাবনা হইত যে বার্টি যেমন জলের মতো টাকা খরচ করিতেছে তাহাতে এমন করিয়া স্বচ্ছন্দে আর কত দিন চলিবে! কিন্তু বর্ত্তমানের অমোদের প্রলোভনে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ফ্র্যাঙ্ক মনের মধ্যে বেশিক্ষণ টিঁকিতে দিতে পারিতেন না। আপিমের নেশার মতো বার্টির উপর তাঁহার একটা নেশা জন্মিয়া গিয়াছিল। অর্থের ভাবনায় কি আর তাহাকে এখন ত্যাগ করা যায়! বার্টি না থাকিলে তাঁহার চলা অসম্ভব। সে পরামর্শ না দিলে কোনো কাজই হয় না। বার্টি বলিলে তিনি উঠেন, বার্টি বলিলে বসেন, এখন এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে—বার্টি যেন তাঁহাকে মন্ত্রে বশ করিয়াছে!

বার্টির সে স্বভাবটা এখনো যায় নাই। এখনও সে মধ্যে মধ্যে চুপি চুপি বাড়ী ছাড়িয়া পালায়, চার পাঁচ দিন যে কোথায় থাকে কোনো খবর পাওয়া যায়না;—তার পর হঠাৎ একদিন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে শ্রান্তক্লান্তভাবে বিমর্ষবদনে আসিয়া হাজির হয়। খুব

সম্ভবত এই সময়টা সে লণ্ডনের নীচলোকের সংস্বর্গে বদমাইসি করিয়া কাটাইত,—ফ্র্যাঙ্ক তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিতেন না।

ফ্র্যাঙ্ককে এ দলে টানিতে বার্টি চেষ্টা করিত না। সে জানিত ফ্র্যাঙ্ককে লইয়া আর যাহাই করিতে পারি অসৎ সংসর্গে কিম্বা নীচ আমোদে কখনোই ভিড়াইতে পারিবনা, সেই জন্য সে সেই মন্দ সংসর্গ ও আমোদ, মধ্যে মধ্যে মুখ বদলাইবার জন্য, নিজের উপভোগের জন্যই রাখিয়াছিল।

বার্টি যে কয়েকটা দিন কাছে থাকিতনা ফ্র্যাঙ্কের সে দিনগুলা অত্যন্ত কষ্টে কাটিত। মনে হইত যেন তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি চলিয়া গেছে। এমনি বিমর্ষতা আসিত যে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না, কোনো কাজে তাঁহার উৎসাহ থাকিত না! বার্টির নিজের হাতে সাজানো বৈঠকখানায় যখন তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেন তখন সে ঘরের প্রত্যেক জিনিসগুলা তাঁহাকে বার্টির কথাই স্মরণ করাইয়া দিত—এবং বুকের মধ্য হইতে আপনা-আপনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিতে থাকিত!

আর কোনো সময়ে নয়, কেবল এই সময়টায়—বার্টির অনুপস্থিত কালে—তাঁহার মনের মধ্যে কেমন একটা অনুশোচনা গুমরাইতে থাকিত;—তাঁহার জীবনটা তিনি কী তুচ্ছভাবেই কাটাইতেছেন;—কোনো লক্ষ্য নাই, কোনো কর্ত্তব্য নাই, কোনো বন্ধন নাই—কেবল অসারতা, অলসতা আর মলিনতা!

তাঁহার চোখের সামনে তখন ছেলেবেলাকার স্মৃতি ফুটিয়া উঠিত। সেই শান্তিময় স্নিগ্ধ গৃহ—সেই কোমলহৃদয়া স্নেহশীল জনকজননী, কত অপরিমেয় তাঁহাদের ভালোবাসা, কত পবিত্র

তাঁহাদের জীবন। আর তিনি কী! কোথায় তাঁহার অধঃপতন! তিনি কি তাঁহাদেরই মতো হইতে পারেন না—তেমনি নির্মল, তেমনি পুণ্যাত্মা, তেমনি পবিত্র? সম্মুখে একটা উচ্চ লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-পথে চলিবার ক্ষমতা কি তাঁহার নাই? এইবার তিনি আলস্য ত্যাগ করিবেন—বিলাসিতার মোহ কাটাইয়া তুলিবেন;—বার্টিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

কিন্তু বার্টি ফিরিয়া আসিবামাত্রই সব গোলমাল হইয়া যাইত,—আবার একটা মোহ আসিয়া যেন তাঁহাকে অধিকার করিত; —বার্টিও তাঁহার উপর মায়াপ্রভাব বিস্তার করিয়া বসিত। তখন তাঁহার মনে হইত বার্টিকে ছাড়িয়া তিনি কিছুতেই থাকিতে পারেন না। সে অসম্ভব—তাহাকে ছাড়িলে একদণ্ড চলে না!

যখন এমনই অবস্থা তখন একদিন বার্টি কথায় কথায় বলিল —"চলনা নরওয়ে বেড়াতে যাওয়া যাক!"

বার্টির কাছে লণ্ডনের আমোদ বিশেষত্বহীন হইয়া উঠিতেছিল, তাই সে এ কথা বলিল। ফ্র্যাঙ্ক ভাবিলেন কথাটা মন্দ নয়; বিদেশে গেলে এই একঘেয়ে দৈনিক জীবনের পরিবর্তন হয়—নূতন আমোদও পাওয়া যায়—তা ছাড়া খরচও অনেক বাঁচিয়া যাইবে—লণ্ডনের বাবুয়ানিতে যে ব্যয়! তিনি বার্টির কথায় রাজি হইয়া গেলেন। ঠিক হইল, বার্টিও তাঁহার সঙ্গে যাইবে।

৫

ড্রনৎজেম্ নগরের হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া সে দিন দুই বন্ধু রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন ;—পথ প্রশস্ত কিন্তু নির্জ্জন ; আশেপাশে ছোটো ছোটো কাঠের বাড়ীগুলি তাসের ঘরের মতো সাজানো ! কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারা দেখিলেন এক বৃদ্ধ ও তাঁহার সঙ্গে এক তরুণী সেই পথে চলিয়াছেন। পরস্পরের সাক্ষাৎ হইতেই দুই দলের মধ্যে একটা নীরব অভিবাদন হইয়া গেল ;—পরস্পরে পরিচয় ছিল না, কেবল এক হোটেলে থাকিতেন মাত্র—বিদেশে আলাপের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট !

বৃদ্ধ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা জিট্‌জেল্‌ড্-এর রাস্তা চেনেন ?"

এই পথের বৃত্তান্ত লইয়া একটা তর্ক চলিতেছিল। যুবতীর কথার সঙ্গে বৃদ্ধের মিল হইতেছিল না—যুবতী একখানা লাল রঙের কেতাব খুলিয়া পথের বিবরণ পড়িয়া বৃদ্ধকে শুনাইতেছিলেন। তবুও তাঁহার সংশয় দূর হইতেছিল না, তাই তিনি বন্ধুদ্বয়কে প্রশ্ন করিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক মেয়েটির দিকে ফিরিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, ইহার কথাই ঠিক !" যুবতী তখন লাল কেতাবখানি মুড়িয়া ফ্র্যাঙ্কের দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"বাবা ভাবেন যেন আমি ছেলেমানুষ, কিছুই জানিনে, পথ দেখিয়ে ওঁকে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যেতে পারিনে।"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"এখানকার পথঘাট কি আপনার সব চেনা ?"

যুবতী হাসিয়া বলিলেন—"চেনা বই কি !"

বার্টি তখন প্রশ্ন করিল, পথ কতদূর এবং পথের শেষে আছেই বা কি ! কারণ ফ্র্যাঙ্কের সহিত দিনরাত চরকির মতো ঘোরা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল ! বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়া এই কয়েকমাসের মধ্যেই সে এমনি অলস হইয়া উঠিয়াছিল যে চেয়ারে ঠেস দিয়া চুরুট ফোঁকার চেয়ে এতটুকু বেশি পরিশ্রম করিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। বার্টি বলিত এ রকম করিয়া খালি দৌড়ধাপ করা নিতান্ত বোকামি। এতে আমোদই বা কি ! এর চেয়ে হোয়াইট রোজ কটেজে থাকা ছিল বেশ ! ফ্র্যাঙ্কের কিন্তু মন্দ লাগিতেছিল না,— স্বাস্থ্যপ্রদ পরিষ্কার বায়ু, খট্‌খটে রৌদ্র, তাহার মাঝে ঘোরাঘুরি তাঁহার কাছে অত্যন্ত আরামের হইয়া উঠিয়াছিল—সেগুলাকে তিনি বেশ আনন্দের সহিতই উপভোগ করিতেছিলেন—দিব্য স্ফূর্ত্তিও হইতেছিল !

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি ইংরাজ ?"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"না, আমরা ডচ্ কিন্তু লণ্ডনেই থাকি।" কথাগুলার ভিতরে বৃদ্ধের সহিত ফ্র্যাঙ্কের একটা আত্মীয়তা দেখাইবার ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল—যেন তাঁহারা একই দেশের লোক !

একসঙ্গে পথ চলিতে চলিতে পরস্পরের মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের আলোচনা ও তাহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বেশ জোরেই হাঁটিতে লাগিলেন, মেয়েটির

গতিও অনায়াস স্বচ্ছন্দ ;—তাঁহার গায়ের নীল বসন বাতাসে উদ্দাম লীলায় নাচিয়া খেলিতে লাগিল। সকলেরই প্রাণে একটা স্ফূর্ত্তির আভাস জাগিয়া উঠিতেছিল।

বার্টি কিন্তু বুঝিল না ইহার মধ্যে আমোদের কি আছে! যাহা হউক, সে কোনোরূপ আপত্তি তুলিল না। সে অতি অল্পই কথা কহিতেছিল। যাহার সহিত মাত্র ঘণ্টা কয়েকের পরিচয় এবং যে আলাপের শেষ ঘণ্টা কয়েক পরেই,—সেই পরিচিত ব্যক্তি কিম্বা সেই আলোপের উপর বেশি জোর দিবার সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিত না। সেই জন্যই সে এত অল্প কথা কহিতেছিল; এবং ফ্র্যাঙ্ক যখন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বা তাঁহার কন্যার সহিত খুব উৎসাহের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তখন সে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিল। হঠাৎ একটা জিনিস তাহার নজরে পড়িল;—ফ্র্যাঙ্কের ধরণধারণ, কথা কহিবার ভঙ্গী, শিষ্টাচার, —কী চমৎকার! কি ভদ্যতাপূর্ণ! কত অমায়িক! কেমন সহজ-সুন্দর—এতটুকু কৃত্রিমতা নাই। আর তাহার নিজের আচরণ, নিজের শিষ্টাচার সবটাই জোর করিয়া করা—আগাগোড়াই কৃত্রিমতায় ভরা। এইখানে ফ্র্যাঙ্কের সহিত তাহার কত প্রভেদ! সদ্বংশে জন্মগ্রহণ এবং সৎসঙ্গে মেলামেশার দরুণ ফ্র্যাঙ্কের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার পার্শ্বে বার্টির এই পালিশ-করা কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্য আসল হীরার পার্শ্বে নকল হীরার মতোই ম্লান, নিষ্প্রভ! এই হীনতা তাহার বুকে আজ অত্যন্ত বাজিয়া উঠিল। বহুমূল্য পোষাকপরিচ্ছদে আবৃত থাকিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল পথের ভিখারী হইতেও সে দীন! এই দীনতার ভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের দিকে

অগ্রসর হইয়া গেল—ফ্র্যাঙ্কের চেয়ে সে যে কোনো অংশেই হীন নয় তাহা দেখাইবার জন্য দেহের সমস্ত শিরা দৃঢ় করিয়া সে মধুর ভাবে শিষ্টালাপ আরম্ভ করিয়া দিল। পাহাড়ের বাঁকা-চোরা ও চড়াই পথ ভাঙিতে বৃদ্ধ ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ফ্র্যাঙ্ক ও মেয়েটি অগ্রসর হইয়া গেলেন। ক্রমে বার্টি ও বৃদ্ধ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তখন মেয়েটি সংযত আগ্রহের সহিত ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তো লণ্ডনে থাকেন শুনলুম—কিন্তু আপনার নাম কি?"

"ফ্র্যাঙ্ক ওয়েষ্টহোভ।"

"আমার নাম ইভা! স্যর আর্চিবল্ড রোডস্ আমার পিতা। আপনার বন্ধুর নামটি কি?"

"রবার্ট ভ্যান্ মায়রেন।"

"আপনার নামটিই বেশ! কি বল্লেন আপনার নাম?"

এমন সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সহিত বার্টি তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইভা বলিলেন—"বাবা, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?"

বৃদ্ধ তখন অত্যন্ত কষ্টের সহিত পাহাড়ের পথ ভাঙিয়া উঠিতে-ছিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—কোমরটা বাঁকিয়া গিয়াছিল। বার্টি চেষ্টা করিয়া মুখে হাসিতেছিল বটে কিন্তু ভিতরে ভারি চটিয়াছিল—মনে মনে বলিতেছিল—'এত কষ্ট করে এই মাটি আঁচড়ে ওঠায় কি আমোদ আছে বাপু! প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবে গেছে। আরে ছ্যাঃ!'

সকলেরই অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল;—বিশ্রামের জন্য তাঁহারা একখণ্ড পাথরের উপর গিয়া বসিলেন।

ইভা মোহিত হইয়া গেলেন। কী চমৎকার দৃশ্য! নীচে অতি দূরে খেলাঘরের বাড়ীর মতো অসংখ্য সৌধপূর্ণ ড্রন্‌থ্‌জেম সহর। তাহাকে বেড়িয়া ইস্পাতের পাতের মতো দুইটি নদী বহিয়া গেছে। জলের উপর দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড এক দুর্গ জাগিতেছে। চারিদিক হইতে নানা রকমের নীল বর্ণের পর্ব্বতমালা উঠিয়াছে। খুব নিকটের পাহাড় কচি আঙুরের মতো নীল, তারপর মখমলের মতো গাঢ় চকচকে নীল, তারপর নীলকান্ত মণির মতো ঢলঢলে নীল! জল স্থল আকাশ পর্ব্বত সমস্ত নীল;—সেই পরিব্যাপ্ত নীলিমার উপরে স্নিগ্ধ রৌদ্রের সোনালি আভা পড়িয়া চারিদিক বিচিত্র বর্ণে ঝলসিয়া উঠিয়াছে!

ইভা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কী চমৎকার! দেখেচো ঠিক ইটালির মতো! আমার ধারণা ছিল নরওয়েটা ভারি বুনো! কিন্তু এ দেখছি কী চমৎকার!—সমস্ত আকাশটা কী সুন্দর স্নিগ্ধ নীল রঙে ভরা! ইচ্ছে করছে এইখানে একখানা বাড়ী বানিয়ে বাস করি—তার নাম দি ইভাকুঞ্জ। আর কিছু চাই না—শুধু এক ঝাঁক পায়রা থাকবে। তারা কেমন দিনরাত নীল আকাশের গায়ে সাদা সাদা ডানাগুলি মেলে উড়ে উড়ে বেড়াবে!"

স্যর আর্চিবল্‌ড বলিয়া উঠিলেন—"এখন তো বেশ। কিন্তু শীতের সময়? তখন তো আর এ মূর্ত্তি থাকবেনা।"

—"নাই বা রইল। সে আমার বেশ লাগবে;—কেমন সন্ সন্ করে বাতাস বইবে, কেমন নদীর উচ্ছ্বাসের গর্জ্জন উঠবে, কেমন ধবধবে সাদা পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছাই রঙের ঘুমন্ত কুয়াসাগুলি ছড়িয়ে থাকবে। আমি যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছি!"

—"কিন্তু শীতে যে একেবারে জমে যাবি।"

—"না, না! বেশ জানলার ধারে বসে বসে কবিতার বই নিয়ে মজগুল হয়ে থাকবো!"

বলিতে বলিতে তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। চোখের সম্মুখে দিগন্ত ঘেরিয়া স্বপ্নের মতো একটা বিচিত্র দৃশ্যপট খুলিয়া গেল; —কী তার সৌন্দর্য্য, কী তার মোহিনী মূর্ত্তি! সকলেই বিভোর হইয়া পড়িলেন। উতলা বাতাসের মতো তাঁহাদের চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

পাহাড়ের চোখ-ভুলানো বাঁকা পথে পুষ্পভরা লতাকুঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ফ্র্যাঙ্কের মনে হইতে লাগিল—এ যেন স্বপ্ন-রাজ্য! যেন তাঁহারা দুইটিতে কোন্ এক অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন—ইভা যেন তাঁহার আজন্মপরিচিত। বার্টি ও আর্চিবল্ড পশ্চাতেই রহিয়াছেন, তবু মনে হইতেছে, তাঁহারা অনেক দূরে —বহুযোজন ব্যবধানে; তাঁহাদিগকে যেন চোখে দেখা যাইতেছে না, শুধু তাঁহাদের স্মৃতিটুকু মনের উপর খেলিয়া বেড়াইতেছে!

প্রকৃতির চারিদিক স্তব্ধ! কেবল তাঁহারা দুইটিতে আজ সমস্ত বিশ্বের বাণী জাগাইয়া রাখিয়াছেন। ইভার সহিত তাঁহার কণ্ঠ একেবারে মিলিয়া গেছে, দুইজনের গলা হইতে একটিমাত্র সুর উঠিতেছে! এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কাব্য শিল্প প্রভৃতির যে আলোচনা চলিতেছে তাহাও যেন দুইজনের অনেক দিন ধরিয়া এক সঙ্গে শেখা একটি গানের মতো শুনাইতেছিল। সে গানের মধ্যে কোথাও বিরাম নাই, বিরোধ নাই, অসামঞ্জস্য নাই। থাকিয়া থাকিয়া ইভার মধুর কণ্ঠস্বর আকাশে উচ্চ হইয়া উঠিয়া নিস্তব্ধ বনপথ চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল;—তাহাতে কুলায় হইতে পাখীগুলা সচকিতে পালাইতেছিল!

ফ্র্যাঙ্কের চিত্ত কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; অন্তরের মধ্যে একটা উদ্দাম স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে আজ যেন তাঁহার নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ হইল; —অতীতের সে কলুষতাপূর্ণ অবজ্ঞ জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; বিশ্বের চারিদিক প্রেমে পবিত্রতায় শুভ্রতায় ভরিয়া উঠিতেছে! কাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে ধরিবার জন্ত তাঁহার অন্তরে একটা দারুণ ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিতেছে!

৬

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া আসিয়া হোটেলে বসিয়া কাফি খাইবার সময় তাঁহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ-ভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল।

আর্চিবল্ড বলিলেন—"আমরা এবার মলডি যাবো।"

ফ্র্যাঙ্ক অমনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"আমরাও সেইখানে যাচ্ছি।"

—"বেশ তো, তবে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। আপনাদের ছাড়তে ইচ্ছে করে না।"

ফ্র্যাঙ্কেরও বৃদ্ধের সঙ্গ অত্যন্ত ভালো লাগিতেছিল। বাটিও বলিত লোকটি বেশ;—বড় অমায়িক, বড় ভদ্র। সুবিধা পাইলেই সে তাঁহার কাছে আমেরিকার গল্প আনিয়া পাড়িত। তার মধ্যে নিজের কথাই ষোলো আনা। সব কথা যে ঠিক ঠিক বলিত তাহা নহে; অনেক বাদসাদ দিত এবং অনেক কথা এমন করিয়া

বলিত যাহার অর্থ ঠিক উল্টা বুঝাইত। সে যে দোকানে কাজ করিত সেই দোকানটাকে 'আমার দোকান' বলিয়া জাহির করিত। ক্র্যাক মনে মনে হাসিতেন কিন্তু মুখে কোনো প্রতিবাদ করিতেন না।

ফ্রুন্থজেমে দুই দিন কাটাইতে না কাটাইতে তাঁহাদের সকলের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বেশ আত্মীয়ভাবে মিশিতে লাগিলেন। দেশভ্রমণে যখন বাহির হওয়া যায় তখন অপরিচিত সহযাত্রীদের সহিত যে আলাপ হয় তাহা শুধু চোখের দেখাতেই জমিয়া ওঠে, সভ্যতার আদবকায়দার কড়াক্কড় থাকে না, কোনো পক্ষই কাহারো স্বভাবচরিত্রের সন্ধান লয় না; একই পথের যাত্রী, একই অবস্থায় স্থিতি, একই দৃশ্যের দর্শক বলিয়া পরস্পরের মধ্যে কেমন একটা সহানুভূতির উদয় হয়,— তাহাতেই সকলে মন খুলিয়া মিলিয়া যায়; এবং অবসর সময়টা নবীন সঙ্গীদের লইয়া বেশ অসঙ্কোচ আমোদ ও স্ফূর্ত্তিতে কাটে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। বোটে করিয়া যে দিন ফ্লুয়েলেন যাওয়া হইল সে দিন সকলেরই বড় আনন্দে কাটিল। যদিও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল তবুও কাহারো মন দমিয়া যায় নাই। ডেকের উপর বেড়াইবার সুবিধা হইল না বলিয়া বোটের তলায় গিয়া চারিজনে তাস খেলিতে বসিলেন। তার পর বৃষ্টি ধরিয়া গেলে মেঘ-রুদ্ধ রৌদ্রে ভিজা ডেকের উপর সকলে মিলিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। বোট ধীরে ধীরে পর্ব্বতসঙ্কুল তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দূরে অসংখ্য পর্ব্বত-শ্রেণী;—কতকগুলা খুব কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া আছে, কতকগুলা খুব ফাঁক ফাঁক;—জল ঠেলিয়া যে অংশ উঠিয়াছে

তাহা পিঙ্গলবর্ণ শৈবালে আচ্ছন্ন এবং উপর দিকটা ধূসরবর্ণ; মধ্যে মধ্যে কোথাও ম্লান গোলাপী রঙের, কোথাও মলিন বেগুনি রঙের আভা পড়িয়াছে। তীর এখনো বহুদূরে। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণে রক্তিম জল কেবলই ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সূর্য্য ক্রমেই চক্রবালের দিকে অদৃশ্য হইতেছেন। প্রত্যেক ঢেউয়ের ফেনপুঞ্জ অগ্নিকিরীট মাথায় পরিয়াছে—মনে হইতেছে যেন সমস্ত সমুদ্রে আগুন ধরিয়াছে! ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক ডেকের উপর এক সঙ্গে হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন, সূর্য্যের সোনালি আভা তাঁহাদের দুইজনের মুখে বুলাইয়া যাইতেছিল!

মল্‌ডিতে যখন পৌঁছিলেন, তখন অনেক রাত্রি। সে সময় সেখানকার দৃশ্য দেখা অসম্ভব। পরদিন সকালে অন্ধকারের আবরণ চোখের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গেলে এক অপরূপ দৃশ্য নয়নপথে পড়িল। চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি উপসাগর—আপাদমস্তক তুষারে আবৃত; সে তুষারপুঞ্জ যেন পর্ব্বতের হৃদয় গলিয়া বাহির হইয়াছে, তাহারই মধ্যে তাহার প্রাণ, তাহার গান লুকানো আছে; সে গান কত সুন্দর কত পবিত্র, কত মহান্, কত গভীর! উপরের আকাশ স্তব্ধ, ধূসর;—যেন একটা অখণ্ড অবসাদ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে—এবং চতুর্দ্দিকের শান্তভাব হইতে একটি পবিত্র রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিতেছে।

৭

পরদিন আর্‌চিবল্‌ড যখন প্রস্তাব করিলেন, চল আজ মল্‌ভির উপরটা বেড়াইয়া আসা যাক্‌ তখন বার্টি বলিল—"আমি আজ আর যাচ্ছি না; শরীরটে ভালো নেই—ঘরেই থাকি।" আসল কথা এই যে, সেদিনকার আকাশের গতিক বড় ভালো ছিল না,—পাহাড়ের মাথার মাথায় জলগর্ভ কালো কালো মেঘ জমিয়াছিল,—যেন একটা বৃষ্টির আচ্ছাদনে সমস্ত আকাশটা ঢাকা, কখন আসিয়া তাহা ধরণীকে আবৃত করিয়া ফেলে! ইভা কিন্তু ইহাতে এতটুকু দমিলেন না, বরং তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"বৃষ্টির ভয় করিয়া এমন চমৎকার বেড়ানোটা কি মাটি করা যায়!" তিন জনেই বাহির হইয়া পড়িলেন;—কেবল বার্টি হোটেলের বসিবার কামরায় চটি পায়ে, পাশে মদের বোতল ও বই একখানি রাখিয়া বসিয়া রহিল।

পথ কাদায় ভরা, মাথার উপর আসন্ন বৃষ্টি; সেদিকে গ্রাহ্য নাই, তাঁহারা সমান উৎসাহে চলিতে লাগিলেন। এত দুর্যোগের মধ্যে এই যাত্রাটা তাঁহাদের কাছে বেশ ভালোই লাগিতেছিল, মনে হইতেছিল, এটাতো নেহাৎ সাদাসিদা ধরণের বেড়ানো নয়, এর মধ্যে বেশ একটু যেন সাহসিকতার কাজ, একটু যেন কাব্য-রসের অবতারণা আছে,—সম্মুখে যেন একটা প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, কোন্‌ মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহা সকলকেই গ্রাস করিয়া ফেলিবে!

চলিতে চলিতে পাকা পথ হারাইয়া গেল, সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। পথ কোথাও বাদাবনে ঢাকা, কোথাও নানা রকমের লতানে গাছে আচ্ছন্ন। এমনি করিয়া গিয়া তাঁহারা শীঘ্রই প্রকাণ্ড জলাটা পার হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আপন মনে একাই চলিয়াছেন, ইভা ফ্র্যাঙ্কের হাত ধরিয়া আছেন—পাছে শৈবালের উপর দিয়া চলিবার সময় পা পিছলাইয়া যায়! ইভা থাকিয়া থাকিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেছিলেন—ধীরে ধীরে না গিয়া সবেগে এ পাথর হইতে ও পাথরে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছিলেন। এক একবার অবসন্নভাবে ফ্র্যাঙ্কের কাঁধের উপর ভর দেন আবার নিজের আনন্দে চলেন। এই দুর্গম পথ চলিতে ইভার এতটুকু ভয় করিতেছিল না—ফ্র্যাঙ্কই যেন তাঁহার সাহস! মনে হইতেছিল,—ভয় কি! যদি কোনো বিপদ ঘটে তিনিই রক্ষা করিবেন, তাঁহাদের দুজনের মধ্যে কথার অন্ত ছিল না। এমন উৎসাহের সহিত দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে ছিলেন যে মনে হয় যেন পাহাড়-গুলার মাথা ডিঙাইয়াই চলিয়াছেন।

ইভা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"আচ্ছা, আপনার বন্ধুটির পরিচয় কি?"

এই প্রশ্নে ফ্র্যাঙ্ক মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করিলেন। তাঁহার বন্ধুর সঠিক পরিচয় দিতে গেলে যেসব কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন সে সব কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে তাঁহার অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ হইত। বার্ট্রির অতীত জীবন নয়, এই বর্তমান জীবনটা তাঁহার বিবেচনায় মোটেই লোকের কাছে বলিবার মতো নহে। সে যে বসিয়া বসিয়া তাঁহারই অন্ন ধ্বংস করিতেছে, তাঁহারই

পয়সা নিজের পয়সার মতো খরচ করিয়া বুক ফুলাইয়া বড়মানুষি করিতেছে এ কথা যে শুনিবে সেই যে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে! বাটিকে কেহ ঘৃণা করে ইহা তিনি কিছুতেই সহিতে পারেন না।

সেই জন্য, ইভার প্রশ্নের জবাব দিবেন অথচ কথাটা সমস্ত বলিবেন না এই মনে করিয়া উত্তর করিলেন—"আহা! বেচারাকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েচে। ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? ওকে বুঝি ভালো লাগেনি আপনার?"

এই কথার শেষ অংশটা শুনিয়া ইভা হাসিয়া উঠিলেন, এমন জোরে হাসিলেন যে আর একটু হইলে একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া পা মচকাইয়া যাইত; ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন।

"ইভা! ইভা! করিস্ কি! সাবধান হয়ে চল!" বলিয়া তাঁহার পিতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইভা নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল!

আলোচ্য বিষয়টাকে অসমাপ্ত না রাখিবার ইচ্ছায় ইভা বলিতে লাগিলেন—"কি বলব? সত্যি কথা যদি বলি তাহ'লে—"

—"বলুন! বলুন; বলবেন বই কি!"

—"না, না, আপনার মনে তাহ'লে কষ্ট দেওয়া হবে। বন্ধুর প্রতি আপনার যেরূপ একান্ত অনুরাগ দেখচি—"

—"তাহ'লে তাকে আপনার ভালো লাগে নি!"

—"যখন জানতে চাইচেন, মনের কথাটা বলতেই হ'ল। সত্যি বলতে কি—লোকটিকে আমার ভালো লাগেনি। তাঁকে দেখবামাত্রই মনটা কেমন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

আপনি—আপনার সঙ্গে যেমন পরিচয় অমনি কেমন নির্ব্বিরোধ মিল হয়ে গেল—ভ্রমণের একজন উপাদেয় সঙ্গী লাভ করেচি বলে মনটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আপনার বন্ধুটিকে দেখে—বোধ হয় তিনি দেশভ্রমণে অভ্যস্ত নন,—না ?"

—"খুব অভ্যস্ত। উনি অনেক দেশ দেখেচেন।"

—"তা'হলে লোকটি বোধ হয় বড় লাজুক। যাহ'ক এখন কিন্তু তাঁকে দেখে দেখে তাঁর উপর আমার সে বিরোধভাব নেই। এখন তাঁকে আমার ভালোই লাগে—তাঁকে যেন অন্য চোখে দেখি।"

ইভার এই পরিবর্ত্তন যদিও তাঁহার বন্ধুর প্রতি প্রীতিরই পরিচয় দিতেছিল তবুও ফ্র্যাঙ্কের মন মোটেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল না। তাঁহার কোথায় যেন একটা বেদনার আঘাত লাগিল।

—"আহা, লোকটিকে যে অনেক দুঃখ সইতে হয়েচে সে তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। বেচারা সদাই ম্লান হয়ে আছেন। কিন্তু সেই ম্লানতার মধ্যে থেকেও অন্তরের একটা স্নিগ্ধ কোমলতা, সরল মাধুর্য্য ফুটে উঠচে! তাঁর গলাটি কী চমৎকার মিষ্টি, চাহনিটি কেমন করুণ, মর্ম্মস্পর্শী! প্রথম তাঁকে আমার অসহ্য বোধ হয়েছিল বটে কিন্তু যতই দেখচি ততই তাঁকে বেশ লাগচে;—তাঁকে কবি বলে মনে হয়। নিরাশ প্রণয়ে বোধ হয় বুক ভেঙে গেছে, তাই এত ম্লান! আমার বিশ্বাস লোকটি সামান্য হবেন না।"

—"সামান্য ? নিশ্চয়ই না!" ফ্র্যাঙ্ক মনে করিলেন এই কথাগুলি খুব জোরের সহিত স্পষ্ট করিয়া বলিবেন ; বন্ধুর গৌরবে তিনিও গৌরব জ্ঞান করিতেছেন এমন ভাব দেখাইবেন, কিন্তু

কথাগুলা যখন বাহির হইল তখন এমনি ফাঁকা ফাঁকা শুনাইতে লাগিল যে তাহা শুনিয়া ফ্র্যাঙ্ক নিজেই লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন।

ইভার ঐ উচ্ছ্বাসবাণীর মধ্যে একটা দারুণ আঘাত লুকানো ছিল, তাহা ফ্র্যাঙ্ককে পীড়া দিতে লাগিল। বাঁটি কবি, তাহার অন্তরে কোমলতা আছে, মাধুর্য্য আছে, তাহার গলাটি চমৎকার মিষ্ট প্রভৃতি কথাগুলি ফ্র্যাঙ্কের মর্ম্মে ঠিক শেলের মতো বিঁধিতে লাগিল। বেদনায় তাঁহার চক্ষু দুটি করুণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই করুণ চোখে ইভার পানে চাহিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাংশুল মেঘের গর্ভ হইতে আকুল বেদনার উচ্ছ্বাসের মতো অজস্র বারিধারা তাঁহার গায়ে আসিয়া পড়িল। তাহাতে ফ্র্যাঙ্কের মনে হইল একটা অলঙ্ঘনীয় দৈব ভৈরব-মূর্ত্তি ধরিয়া ইভাকে ধ্বংস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মনে হইল এই বুঝি ইভাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়; তাই তিনি তাড়াতাড়ি ইভার হাত দুখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিলেন।

"পেয়েচি—পেয়েচি—পথ পেয়েছি।" বলিয়া ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ইভার পিতা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"তাই তো, ঐ যে পথ দেখা যাচ্চে।" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের হাত হইতে তাড়াতাড়ি হাতখানি সরাইয়া লইয়া এক ছুটে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার পিতা বলিতে লাগিলেন—"ঐ যে! চুড়োওয়ালা কুঁড়েটা দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। আমাদের অনেকটা ঘুর হল দেখ্‌চি। তোমরা বাপু অত কথায় মত্ত হয়ে থেকো না;

পথঘাটগুলো একটু ভালো করে দেখে শুনে চলো। আমি বুড়ো মানুষ, জান তো, চোখে ভালো দেখি না—"

"কিন্তু, বাবা, বাঁধা পথ ধরে চলার চেয়ে পাথর ডিঙিয়ে চলার কী আমোদ!" বলিয়া ইভা মনের আনন্দে হাসিতে লাগিলেন।

মাথার উপরে অনেক দূরে সেই কুঁড়ে ঘরটি দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ধীরে ধীরে সেইদিকে চলিতে লাগিলেন;—পাহাড়ের বেগুনি এবং গোলাপি রঙের ফুলগুলি গায়ে আসিয়া লাগিতে লাগিল; আঙুরের মতো ছোট ছোট ফলগুলি পায়ে পায়ে দলিত হইয়া গেল। ইভা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গোটাকতক ফল তুলিয়া লইলেন।

"কী চমৎকার! কী মিষ্টি!" বলিয়া ইভা আরো কতকগুলো ফল ছিঁড়িলেন। শিশুসুলভ বিস্ময় ও আনন্দের সহিত সেগুলি খুঁটিয়া তাহার রসে ঠোঁট ও আঙুল রঙাইয়া নীল করিয়া ফেলিলেন। তাহারপর হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! তুমিও গোটাকতক নাও—খাও।"

তাঁহার কোমল করপল্লব হইতে কয়েকটা ফল উঠাইয়া লইয়া ফ্র্যাঙ্ক মুখে পুরিলেন। সত্যই ফলগুলি ভারি উপাদেয়;—চমৎকার মিষ্ট!

আর্চিবল্ডকে সামনে রাখিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক থাকিয়া থাকিয়া কেবল দাঁড়াইয়া পড়েন। যে যে স্থানে অপর্যাপ্ত ছোট ছোট বেগুনি ফলগুলি শাখায় শাখায় অবাধে ঝুলিয়া একটা ছোটখাটো বাগানের সৃষ্টি করিয়াছে তাঁহারা সেইখানে দাঁড়াইয়া মহা উৎসাহিত হইয়া উঠেন।

"বাবা! বাবা! তুমিও কিছু নাও—খাও।" পিতা যে কোথায় আছেন তাহা খেয়াল না করিয়াই ইভা এই কথাগুলি

বলিলেন এবং অন্যমনস্কে ফলসুদ্ধ হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারপর চাহিয়া দেখেন আর্চিবল্ড অনেক দূর চলিয়া গেছেন। ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক তখন দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। তাঁহাদের আনন্দ-হাস্যে দিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইভা শিশুসুলভ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"হায় হায়, এমন মিষ্টি ফলগুলি ফেলে চলে যেতে হবে!"

ফ্র্যাঙ্ক ভুলাইবার ছলে বলিলেন—"চলুন না, দুঃখ কিসের;—কুঁড়ের ধারে ঢের পাওয়া যাবে।"

"সত্যি?" বলিয়া ইভা আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"কি ছেলেমানুষি করছি!"

পথ ক্রমেই প্রশস্ত হইতে লাগিল। এখন আর চলিবার কোন কষ্ট নাই, সকলে বেশ সহজে পাহাড়ের মাথায় উঠিতে লাগিলেন। পথ খাটো করিবার জন্য তাঁহারা দুইজনে বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়া পাথরের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ এক চীৎকারধ্বনি শুনিয়া চাহিয়া দেখেন কুঁড়ের সামনে দাঁড়াইয়া আর্চিবল্ড টুপি নাড়িতেছেন। দুজনে দ্রুতপাদক্ষেপে গিয়া শীঘ্রই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন।

ইভা আসিয়াই কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন—"আঃ! মিছে ঠেল্‌চিস কেন?—দুয়ার বন্ধ।"

—"অ্যাঁ বন্ধ! কি আপদ! বন্ধই যদি রইল তবে এমন জায়গায় কুঁড়ে থাকবার দরকার! কেউ থাকে না বুঝি!"

—"আরে না, না! এখানে কে থাকবে!"

সকলে মিলিয়া তখন কিছু দূরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

নীচের দিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন—মনে হইতে লাগিল যেন দৃশ্যটি চিত্রপটে আঁকা!

নীচে নদী—অতি অপ্রশস্ত! জল স্থির, ঘোলা। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতবেষ্টিত। ধূসর বর্ণ বাষ্পজালে পাহাড়গুলি আচ্ছন্ন; তাহার মধ্য হইতে দেখিয়া সেগুলিকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনেই হইতেছে না,—বোধ হইতেছে যেন সেগুলি পর্ব্বতের প্রেতমূর্ত্তি! অন্ধকারের অন্তরালে লুকাইয়া আছে—কখন্ বাহির হইয়া আসে। বর্ষার মেঘে স্ফীত কুণ্ডলীকৃত কুয়াসা ভেদ করিয়া আকাশস্পর্শী পাহাড়ের চূড়া উঠিয়াছে, তাহার মাথায় মাথায় কালো কালো মেঘ—স্থির জলে তাহার বিষাদপূর্ণ ছায়া! অচল অটল ছায়াময় পাথরের স্তূপগুলির গায়ে গায়ে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে—যেন কি-এক গুরুভার শোকে তাহারা ব্যথিত; নীচের সহর—বাড়ী, ঘর-দুয়ার আকাশ বাতাস সবাই যেন আজ নীরবে কাঁদিতেছে। বিষাদ-ভারাক্রান্ত আকাশের তলে সবাই যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জলের উপর হইতে কনকনে বাতাস কুয়াসার সহিত জড়াইয়া উঠিয়া চোখে লাগিতেছে—মনে হইতেছে যেন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ! বৃষ্টি ছিল না বটে কিন্তু ছিন্ন মেঘ হইতে আর্দ্রতা আসিয়া গায়ের বসন সিক্ত করিয়া দিতেছিল। দুইটা পাহাড়ের বিচ্ছেদ-স্থানের মধ্য দিয়া পিছনের সমুদ্রের একটু অংশ দেখা যাইতেছিল। তাহারই উপর অস্তগামী সূর্য্যের সোনালি আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সকলেই নির্ব্বাক! সমস্ত প্রকৃতি আজ কিসের বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই বিষাদের ছায়া তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকেও অভিভূত করিয়া তুলিল। পিতা যখন একবার

কথা কহিয়া উঠিলেন তখন মনে হইল যেন সে স্বর কত দূর হইতে আসিতেছে—ইভা যেন সামনে নাই, মধ্যে যেন কিসের ব্যবধান!

ইভা বলিলেন—"দেখ, দেখ, সমুদ্রের ঐখানে কেমন রৌদ্র; —আর এখানে এতটুকু নেই! উঃ! এখানকার চারিদিক কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো!"

ইভা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটা ডবডবে হইয়া উঠিল এবং তাহাতে দারুণ উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল এই দুর্গমস্থানে এক ভয়ঙ্কর অবস্থায় তিনি একলা, অসহায়, পরিত্যক্ত! আকুল হইয়া তিনি পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন।

পিতা বলিলেন—"শীত লেগেছে বুঝি? চল, বাড়ী যাবি?"

ইভা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন। তখন দুইজনে মিলিয়া তাঁহাকে পাহাড়ের পথে নামাইতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় কি-জানি-কেন হঠাৎ তাঁহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল—মা, কত দিন হইল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন। মনে হইল, পিতার অপরিমেয় ভালোবাসা সত্বেও মা আমার আজকের মতো এইরূপ অসহায় ও পরিত্যক্ত অবস্থার ভাব কখনো অনুভব করিয়াছেন কিনা কে জানে! সেই কুটিরটির সামনে আসিয়া তিনি যেন নিজেকে একটু সামলাইয়া লইলেন; তখন বলিলেন—"বাবা, কুটীরের দুয়ারে কত লোক নাম লিখে রেখেছে—আমরাও লিখি এস।"

—"কিন্তু তোর যে বড় শীত লেগেছে!"

—"তা হক বাবা, লিখি এস।" বলিয়া ইভা আবদার করিতে লাগিলেন।

পিতা বলিলেন—"না, ইভা! কি ছেলেমানুষি করচিস্! চল!"

—"না বাবা, আমি না লিখে যাবো না।"

পিতা রাজি হন না, মেয়েও ছাড়েন না—এমনি করিয়া খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি হইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্ক ফস্ করিয়া পকেট হইতে ছুরিখানা বাহির করিয়া ফেলিলেন।

"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! লক্ষীটি, আমার নামটি ঐ দরজায় লিখে দাও। বেশি লিখতে হবে না—শুধু 'ইভা' এই দুটি অক্ষর লেখ। লিখে দেবে?"

ফ্র্যাঙ্কের ঠোঁটে এই কথাটা আসিয়াছিল যে আমার নিজের নামটাও পাশে লিখিয়া দিই না, কিন্তু তাহা আর বাহির হইল না। কারণ তাঁহার মনে হইল এই চারিদিককার বিষণ্ণতার মাঝখানে কথাটা নিতান্ত অশোভন হইয়া উঠিবে। তাই তিনি নীরবে ইভার নামটি কুটীরের দরজার গায়ে খুদিতে লাগিলেন। ইভা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিকে যে-একটু সূর্য্যের আভা ছিল তাহাও তখনি মিলাইয়া গেল।

"ঐ সূর্য্য ডুবে গেল, ঐ গেল!" কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট কণ্ঠে ইভা এই কথাগুলি বলিলেন। এবং তাঁহার সাদা ঠোঁটের কোণে বিষাদের একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল!

তখনই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল। আর্চিবল্ড বাড়ী ফিরিবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইভাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার যাইতে ইচ্ছা আছে কি না। তিনি অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ফ্র্যাঙ্কের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক লেখা শেষ হল?"

তাড়াতাড়ি শেষের অক্ষরটি সমাপ্ত করিয়া ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"হ্যাঁ!"

ইভা চাহিয়া দেখেন বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কার ছাঁদে লেখা রহিয়াছে "ইভা রোড্‌স" এবং তাহারই নীচে তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা "ফ্র্যাঙ্ক।"

ইভা প্রশ্ন করিলেন—"রোড্‌স" টা লিখলেন কেন? কথাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট শুনাইল—মনে হইল যেন কতদূর হইতে কে বলিতেছে!

ফ্র্যাঙ্ক ইভার পানে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিলেন, কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না।

৮

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, এক হাঁটু কাদা ভাঙিয়া তাঁহারা হোটেলে ফিরিলেন। আহারাদি শেষ করাইয়া ইভাকে তাঁহার পিতা শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। আর্চিবল্ড, ফ্র্যাঙ্ক ও বার্টি বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন। সকলেই এই দুর্যোগে কেমন বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছেন—ছবির বই এবং খবরের কাগজ নাড়িয়া কোনো রকমে সময়টা কাটাইতেছেন; বৃদ্ধ আর্চিবল্ড আরাম কেদারায় ঢুলিতে লাগিলেন, ফ্র্যাঙ্ক বিষণ্ণ-ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া বৃষ্টির খেলা দেখিতেছিলেন;—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি অবিচ্ছিন্নভাবে তীরের ফলার মত আসিয়া

পড়িতেছে ;—নদীর বুক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে ! বার্টি এক চুমুক মদ খাইয়া চোখ নত করিয়া বসিয়াছিল।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটু হাসিতে হাসিতে সে ফ্র্যাঙ্ককে বলিল—"আজকের বেড়াবার সময় আমাকে তোমাদের মনে পড়ে নি ?"

ফ্র্যাঙ্ক অন্যমনস্ক ভাবে স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া উত্তর করিলেন—"না !"

বার্টি তাঁহার মুখের পানে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল ; দেখিল ফ্র্যাঙ্ক অন্যদিকে চাহিয়া ভাবে বিভোর হইয়া আছেন,- বার্টির পানে কোনো দৃষ্টি নাই ! বার্টি আহত হইয়া ধীরে ধীরে মুখ নামাইয়া লইল ; আর কোন কথা না কহিয়া বইখানি উঠাইয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কেতাবের অক্ষরগুলি তাঁহার চোখের সামনে নৃত্য করিতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের ঐ একটুখানি 'না' কথাটি তাহার সমস্ত শরীরে বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা দিতেছিল। তাহার মন অভিমানে ফুলিয়া উঠিল ;— ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে এমনি করিয়া অবজ্ঞা করিল !

অদূরে মেঘে ঢাকা অস্পষ্ট পাহাড়গুলির পানে চাহিয়া ফ্র্যাঙ্ক অবিচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মনে কেবলই আজকের সেই বেড়ানোর কথা উঠিতেছে। সেই বাঁকা-চোরা পাথরের রাস্তা বাহিয়া উঠা ; সেই অজস্র বৃষ্টিপাত ; ইভার সেই কথা, হাসি, চাহনি, কাতরভাবে হাত ধরা, গায়ে ভর দেওয়া—এই সকল দৃশ্য তাঁহার মানস-নয়নে বার বার জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ইভাকে দারুণ শীতে কাঁপিতে দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক নিজের গরম কোর্তাটা খুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইভা তাহা লইতে কিছুতেই রাজি হন

নাই—নিজেকে শীত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া পাছে ঠাণ্ডা লাগিয়া ফ্র্যাঙ্কের অসুখ করে এই জন্ত! তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—আমার জন্য তোমাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে—এ আমি কখনই সহিতে পারিব না।—এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বার বার তাঁহার মনে আসিতেছিল।

বার্টি হঠাৎ ডাকিল—"ফ্র্যাঙ্ক!"

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়াতে চমকিয়া উঠিয়া ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"কি?"

—"আচ্ছা, আমরা তো কাল এখান থেকে যাচ্ছি—না?"

—"হ্যাঁ—এখন তাই মতলব বটে।"

—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

—"তার ঠিক নেই!"

—"ইভা ওঁরা কোথায় যাচ্ছেন?"

—"বার্গেন্!"

—"কাল যাচ্ছেন বুঝি?"

—"ঠিক জানিনে।"

উত্তর দিতে গিয়া ফ্র্যাঙ্কের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল; তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন।

বাহিরের আকাশে বাতাসে একটা তীক্ষ্ণ বিষণ্ণতা বিরাজ করিতেছিল, তাহারই ছায়া আসিয়া তাঁহার অন্তর আচ্ছন্ন করিতে লাগিল,—সমস্ত প্রাণটা অবসাদে ভরিয়া উঠিল কোথাও এতটুকু প্রফুল্লতা রহিল না।

ফ্র্যাঙ্কের মনে হইতে লাগিল—একি! অন্তরের মধ্যে এত প্রেম এত ভালোবাসা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহার সার্থকতা

কোথায়?—তাহার সঙ্গে তো সম্বন্ধ মাত্র দুইদিনের;—বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে! হায় এ কী ব্যর্থতা!

৯

লণ্ডনে ডিসেম্বর মাস—যেমন শীত তেমনি কুয়াসা। হোয়াইট রোজ কটেজ বরফে ঢাকা—ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে।

আজকের এই আরাম, এই বিলাসিতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার মতো মনের অবস্থা বার্টির নাই। একদিন গিয়াছে যখন সে এতটুকু অগ্নির উত্তাপের জন্য লালায়িত ছিল—একটু সামান্য আরাম পাইলে হাতে স্বর্গলাভ করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন তাহার সমস্ত অভাব ঘুচিয়া গেছে—যখন যাহা প্রয়োজন তাহাই পায়। কাজেই কষ্টের ভিতর দিয়া যে লাভ তাহার আনন্দ অনুভব করিবার অবসর কোথায়? একবৎসর পূর্ব্বে সে যেটুকু পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত এখন তাহার শতগুণ পাইয়াও কোনো সুখবোধ করে না—বিলাসিতায় সে এমনি অভ্যস্ত হইয়া গেছে। এখন সে মনে একবারও সঙ্কোচ বোধ করে না যে, পরের অর্থে পালিত হইতেছি। এবং যাহা-কিছু সে উপভোগ করিতেছে, মনে করে, তাহাতে তাহার একটা দাবী আছে। সে কাহারো দান গ্রহণ করিতেছে না—তাহাতে নিজের অধিকার আছে। এখন সে মনেই আনিতে পারে না যে, এককালে তাহার জীবনের উপর দিয়া অসীম কষ্ট চলিয়া গেছে—মনে হয় যেন এমনি করিয়াই তাহার চিরদিন কাটিতেছে! এখন সে যাহাই মনে করুক, সে যে

দারিদ্র্যে পীড়িত হইয়াছিল, পরের দাস্যবৃত্তি করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছে, অশেষ লাঞ্ছনা সহিয়া ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছে—এ সত্যটাকে তো অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু সে যে অনেক দিনের কথা বলিয়া বোধ হয়—সে সব এখন স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট, পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির মতো অনিশ্চিত!

বার্টি সে দুর্দ্দিনের কথা ভুলিয়াছে; কিন্তু সহজে ভুলিতে পারে নাই—জোর করিয়া চেষ্টা করিয়া সে কথা মন হইতে তাড়াইয়াছে। সে সব কথা মুহূর্ত্তের জন্য কখনো মনের ত্রিসীমানায় আসিতে দেয় না। অতীত জীবনটাকে সে এখন অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে—বলে, সেটা তাহার উপর একটা মস্ত অবিচার—এই বর্ত্তমান জীবনের পারিপাট্যের উপর সেটা একটা কলঙ্কের মতো জাগিয়া আছে। তাহার নিজের সম্বন্ধে যে-সব ঘটনা সে এখন সকলকার কাছে গোপন করিয়া চলে সে-সব ঘটনা যে তাহার জীবনে কখনো ঘটিয়াছে তাহা সে স্বীকারই করিতে চায় না—এমনি করিয়া সে তাহার আমেরিকার দিনগুলা মন হইতে একেবারে চাঁচিয়া ফেলিয়াছে—স্মৃতি হইতে উপড়াইয়া দিয়াছে।

তবে এখন—এতদিন পরে—আবার কেন সেই সব কথা বিস্মৃতির গর্ভ হইতে ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে? কি আছে তাহাদের বলিবার? পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে মিলিয়া তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া গেল! সে কী ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য! কী তাহাদের কঙ্কাল-কোটর হইতে ভ্রুকুটি—মুখ-বিবর হইতে কী অট্টহাস্য! ছিন্নবিচ্ছিন্ন মলিন সাজে সম্মুখে আসিয়া তাহারা তাহাকে হাতনাড়া দিয়া ডাকিতে লাগিল—বলিল—"এস,

এস আমাদের বন্ধু, এস—এই নিরন্নতার মাঝে এস, এই ছিন্ন-বসনের মাঝে এস, এই শীতের মাঝে—এই আশ্রয়-হীনতার মাঝে এই ভিক্ষাবৃত্তির মাঝে এস—তোমার কি ঐ বিলাসিতার মধ্যে বসিয়া থাকা সাজে!"

বার্টির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে হইল সে যেন আবার তাহাদেরই মাঝে গিয়া পড়িয়াছে—সেই শীত, সেই ক্ষুধা—সেই সব! আগুনের ধারে বসিয়া সে সত্যই শীতে কাঁপিতে লাগিল;—একটু আগে সে ভোজন শেষ করিয়াছে তবুও তাহার জঠর দারুণ ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিল।

তাহার বোধ হইতে লাগিল—এ যেন মনের ভ্রম নয়—এ নিদারুণ সত্য! সে তো বারেকের তরেও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না,—ভবিষ্যতে যাহা আছে তাহা সে মন হইতে অনেক দূরে ঠেলিয়াছে তবে কেন আজ সেই ভবিষ্যৎ ভয়াল মূর্ত্তি ধরিয়া বিনা আহ্বানে আসিয়া তাহাকে পীড়িত করিতেছে! সে আসিল—ঐ আসিল—সত্যই আসিল—কেহ রোধ করিতে পারিবে না—কিছুতেই ঠেকানো যাইবে না, যতই সময় যাইতেছে ততই সে নিকট হইতেছে—অতীতের সেই দুঃখ দৈন্য লজ্জা লইয়া সে অগ্রসর হইতেছে!

তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল সত্যই, কি-যেন-একটা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ভয়বিহ্বল হইয়া বার্টি সেইখানে বসিয়া রহিল। ভয়ঙ্কর কি-যেন-একটা এখনই ঘটিবে! তাহা যেন ক্রমেই তাহার কাছে আসিতেছে—মুহূর্ত্তে তাহাকে রসাতলে ডুবাইয়া দিবে! তাহাকে না ঠেকাইলে চলে না—তাহার সহিত না যুঝিলে নিস্তার নাই—সে সংগ্রাম জীবনমরণের! বার্টির বুক কাঁপিতে লাগিল,—দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল,—মনে হইল, বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত

সুখস্বচ্ছন্দতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে কে যেন পথের মাঝে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে—সেখানে আহার নাই, আশ্রয় নাই;—কিছু নাই!

আপনার বলিবার তাহার কি আছে? যে পোষাক গায়ে আঁটিয়াছে, যে জুতা পায়ে পরিয়াছে, যে আংটি হাতে শোভিতেছে—সে সব কাহার?—সে তো তাহার নিজের নয়, ফ্র্যাঙ্কের! খাবার ঘরে তাহার জন্য যে আহার সজ্জিত আছে—উপরে যে শয্যা রচনা করা আছে—সেও ফ্র্যাঙ্কের! একটি বছর এমনি করিয়া পরের জিনিস ব্যবহার করিয়া কাটিয়াছে! এখন যদি তাহাকে কেহ বলে তোমার নিজের জিনিসপত্র বাঁধিয়া উঠিয়া যাও—তবে সে কি লইয়া রাস্তায় দাঁড়ায়? কি তাহার সম্বল আছে? কিছু না! এই দারুণ শীতে উলঙ্গ হইয়া তাহাকে বাহির হইয়া পড়িতে হয়! অন্নবস্ত্রের জন্য এখন কি আর সে তেমনি করিয়া পূর্ব্বের মতো চাকরির সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে পারে? তাহার দেহ, মন বিলাসের কোলে থাকিয়া এখন যে একেবারে অকম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে! এতটুকু পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য নাই। শীতের লতা যেমন গ্রীষ্ম সহিতে পারে না—গরম বাতাসে ঝরিয়া যায়, তাহারো অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়াছে;—দারিদ্র্যের নিপীড়ন সহিবার শক্তি তাহার আর কিছুতেই নাই। তবুও সেই দারিদ্র্য তাহাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিতে আসিতেছে;—এই ভয় সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিল না—মনের উৎকণ্ঠায় হাতের আঙুল কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিল—হতাশের তপ্ত-অশ্রু চক্ষু ফাটিয়া ঝরিতে লাগিল!

জীবন-সংগ্রাম! এ সংগ্রামে সে একেবারেই অপারক! উৎসাহ

কোথায়? শক্তি কই? সে সমস্ত শিথিল হইয়া গেছে। এ শৈথিল্য এতদিন ধরিয়া সে কত আনন্দের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে—দুঃখময় জীবনের পর যখন ফ্র্যাঙ্কের ঘরে সে আরাম লাভ করিল, তখন হইতে সমস্ত দেহের ও সমস্ত মনের এই শৈথিল্যকে সে অবাধে নিজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দিয়াছে—তাহাতেই সে পরম শান্তিলাভ করিয়াছে, এখন সেই শৈথিল্য তাহাকে শক্তিহীন, নির্জীব ও সকল কর্ম্মের বাহির করিয়া দিয়া ভবিষ্যতের দরিদ্রতা, আশ্রয়হীনতা ও ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে!

তাহার চোখের সামনে দিয়া নিদারুণ নিয়তিসূত্রে গ্রথিত ঘটনামালা একটির পর একটি করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট, সকলেই যেন একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরের ঘটনা পূর্ব্ব ঘটনারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম;—ভবিষ্যৎ অতীতপ্রসূত! কোনোটাই খাপছাড়া নহে, কোনোটারই উপর বার্টির কোনো হাত ছিল না। যদি না লেডেনে কেবল আলস্যের জন্য সে অকৃতকার্য্য হইত তাহা হইলে তাহার পিতা কখনই তাহাকে ম্যান্‌চেষ্টারের সদাগরি আপিসে কাজ করিতে দিতেন না। সদাগরি আপিসে না ঢুকিলে সেখানকার সেই বদমায়েস ছোকরাদের সংস্পর্শে সে কখনই আসিত না;—তাহারাই তো তাহার মাথা খাইয়াছে, তাহাকে অসৎ পথে লইয়া গেছে! মন্দের দিকে তাহার যে একটু স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তাহা তো তাহারাই উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিয়াছে। না হইলে আপিসের টাকা ভাঙিতে সে কি কখনো সাহস করে? ভাগ্যে তাহার মনিব পিতার বন্ধু তাই তো সে যাত্রা

সে রক্ষা পাইয়া গেল; জেলে না পাঠাইয়া খরচপত্র দিয়া তিনি তাহাকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিলেন। এই আমেরিকায় জনকতক ভবঘুরে অর্থ-শিকারীর পাল্লায় পড়িয়া কি না অধোগতি তাহার হইল! সেখানে যদি সে সামলাইয়া উঠিতে পারিত,—ভাগ্যলক্ষী যদি প্রসন্ন হইতেন, তাহা হইলে একেবারে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় লণ্ডনের রাস্তায় আসিয়া সে কি দাঁড়াইত? না, ফ্র্যাঙ্কের কাছে হাত পাতিত?

সে নিজে সাধিয়া যদি নরওয়ে যাইবার কথা না পাড়িত তাহা হইলে ফ্র্যাঙ্ক কখনোই দেশভ্রমণে বাহির হইতেন না এবং ইভার সহিত তাঁহার আলাপও হইত না। নরওয়ে যাত্রার কথা! হায়, হায়, সে কথা কেন সে-পাড়িল—কেন মরিতে সেখানে যাইবার ইচ্ছা তাহার হইল! তাহা না হইলে কি ফ্র্যাঙ্কের সহিত ইভার কখনো আলাপ হয়? না, বিবাহের সম্ভাবনা ছিল? কাল তাঁহারা দুই বন্ধুতে ইভাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন—নরওয়ে ভ্রমণের সময় সেইটুকু পরিচয়, তাহাতেই কী আত্মীয়তার সহিত তাঁহারা অভ্যর্থনা করিলেন। সেই দিনই বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে ইভার সহিত ফ্র্যাঙ্কের বিবাহ-কথা পাকা হইয়া গেল! ফ্র্যাঙ্ক তো বিবাহ করিবেন;—এখন বার্টি? সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? তাহার অবস্থা কি হইবে?

তাহার জীবনের উপর দিয়া ভাগ্যচক্র কি নির্ম্মমভাবে পেষণ করিয়া চলিয়াছে! ভাগ্যলক্ষী তাহার প্রতি কী বিমুখ! এ কী অবিচার! একটি মাত্র কথায় সব উলটপালট হইয়া গেল। নরওয়ে! এই একটি কথা! এই কথাটির মাহাত্ম্যেই ইভার সহিত ফ্র্যাঙ্কের প্রণয়ঘটনা—তাঁহাদের বিবাহ-সম্ভাবনা এবং তাহার নিজের অকূল

পাথারে পতন! "নরওয়ে"—শুধু এই একটি কথা কখন্ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে তাহার ফলে তাহারই নিজের জীবনের সমস্ত সুখের বিনিময়ে দুইটি প্রাণীর পরম সৌভাগ্য লাভ! কী অবিচার! এ কী অবিচার!

যে হৃদয়ের আবেগে কিম্বা যে একটা রহস্যময় অন্তরতর শক্তির উত্তেজনায় মানুষ প্রত্যেক কথাটি কহে—তাহাকে সে বার বার অভিসম্পাত দিল। হায়, এ কী আপশোষ! মুখ দিয়া একবার যে কথা বাহির হইয়া পড়ে তাহা আর সংহরণ করা যায় না। সেই রহস্যময় শক্তি—সেই হৃদয়ের আবেগ, যাহা মানুষের বুদ্ধি বিচারের অপেক্ষা না করিয়া মুখ হইতে কথা ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়—তাহা কি? তাহা কি মঙ্গলেরই একটা অস্পষ্ট ছায়া—তাহা কি মানুষের প্রচ্ছন্ন সুবুদ্ধি? সে কোথায় গুপ্ত হইয়া থাকে তাহা তো কেহ জানে না;—হঠাৎ একদিন সবেগে বাহির হইয়া সে মানুষের বুদ্ধি, বিচার ও কৌশলে গড়া জিনিস একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, এবং মঙ্গলকে, শুভকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করে।

হায়, হায় কেন সে চুপ করিয়া রহিল না? এত জায়গা থাকিতে কেনইবা সে নরওয়ের নাম উচ্চারণ করিতে গেল? আর ঐ জায়গাটাতেই বা তাহার অদৃষ্টের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে কেন?—উহার সহিত তাহার কিসের সম্বন্ধ? স্পেন, রুষ, জাপান এত দেশ থাকিতে নরওয়েই বা কেন? আর সেই অলক্ষণে নামটাই বা কেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল? কি বলিব? এ অদৃষ্টের অত্যাচার নয় তো কি? ভাগ্যচক্রের লীলা নয় তো কি?

উৎসাহ, আগ্রহ, ইচ্ছা-শক্তি—এ সমস্ত দৈবের বিরুদ্ধে কি করিবে? সব ফাঁকা কথা। দৈবই সর্ব্বত্র জয়ী। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক—দিনের পর দিন চলিয়া যাক—কিছুর জন্য ভাবিয়ো না, চিন্তা করিয়ো না;—চিন্তার পশ্চাতে সেই রহস্যময় শক্তি আছে সে তোমায় গোলে ফেলিবে। সংগ্রাম? দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম? কে কবে সে সংগ্রামে জিতিয়াছে? তাহার বন্ধন যে বড় ভয়ঙ্কর;—কাহার সাধ্য সে বন্ধন কাটিয়া স্বাধীন ইচ্ছামত কিছু করে!

বার্টি হতাশ হইয়া চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল—তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে দেখিল তাহার নিজের কাপুরুষতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার চক্ষু দুইটা ভয়ে চিন্তায় উদ্বেগে করুণ! বার্টি তাহাতে কোনো দোষ দেখিল না। সে কি করিবে? অদৃষ্ট তাহাকে যেমন করিয়াছে সে তেমনই হইয়াছে। সে যে দৈবের দাস—স্বেচ্ছায় কিছু করিবার শক্তি কি তাহার আছে? লোকে তাহাকে বলিবে কাপুরুষ! বলিলই বা! তাহাতে কী আসে যায়। কাপুরুষতা একটা কথার কথা;—শৌর্য্য, বীর্য্য, পবিত্রতা, মহত্ব এসবও যেমন কথা উহাও তেমনি। উহার অর্থ যাহা, তাহা তো মনগড়া—লোকের তৈরি করা—বরাবর ঐ অর্থ চলিয়া আসিতেছে তাই লোকে তাহাকেই স্বীকার করে—আসলে উহার কোনো অর্থ নাই। কথার আবার মানে কি? লোকে তাহার যে অর্থ করে তাহার সেই অর্থ! জগতসংসারও তো তাই—মানুষের একটা মনগড়া জিনিস—উহা শুধু একটা সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত—মানুষের ভ্রমপূর্ণ বুদ্ধিবিচার দ্বারা

ব্যাখ্যাত। আসল বলিয়া কিছু নাই—সত্য কিছু নাই—সবই মায়া।

কিন্তু কতকগুলা জিনিসকে তো মায়া বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিবার যো নাই। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, এসব তো আর মিথ্যা নয়—এ যে অত্যন্ত সত্য। ইহারা যে হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দেয় যে ইহাদের মধ্যে এতটুকু মিথ্যা নাই। সে যে তাহাদের ভোগ করিয়াছে, তাহাদের সহিত যুঝিয়াছে—সে যে জানে তাহারা কী। আবার তাহাদের সহিত সংগ্রাম? সে শক্তি আর নাই—সে কাঠিন্য কোথায়?—মন এখন নিশ্চিন্ত, অলস;—সমস্ত প্রাণের মধ্যে কেবল জড়তা! তবে সে কি করিয়া কি করিবে? বাপরে! এত সুখসম্ভোগের পর দুঃখের পানে কি আর চাওয়া যায়? কষ্টের নামে যে গা শিহরিয়া উঠে!

বার্টি ক্লান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঢুলাইয়া দিল—তাহার উজ্জ্বল কালো কালো চক্ষু দুইটি দুশ্চিন্তার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। হতাশ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত শিরার ভিতরে হঠাৎ সে একটা ক্ষীণ বৈদ্যুতিক স্পন্দন অনুভব করিল—সমস্ত জড়তা কাটাইয়া কিসের একটা প্রবাহ বহিয়া গেল; মনটা দৃঢ়, ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। বার্টি শক্ত হইয়া বসিল।—দৈবের প্রভাবে ফ্র্যাঙ্ক ও ইভা একত্র হইয়াছেন—আর সে নিজের চেষ্টায় ফ্র্যাঙ্ক ও ইভাকে কি—

হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবে।

তাহার চোখের সামনে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তখন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল;—ক্রমে ক্রমে তাহা একটা আকার ধারণ করিল—সে কী ভয়ঙ্কর, কী কঠোর, কী কুহেলিকাময় আকার!

সে মূর্ত্তি তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল। বার্টি মুহূর্ত্ত মধ্যে সব ভুলিয়া গেল—সমস্ত দুশ্চিন্তা মন হইতে মুছিয়া গেল—সেই অতীতের দৃশ্য, সেই ভবিষ্যতের দৃশ্য, কে যেন চোখের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। বার্টি দেখিল তখন আর সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে কেবল প্রেতের মতো সেই মূর্ত্তিটা ক্ষীণ আলোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে! কী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টি! সে দৃষ্টির কী প্রভাব! বার্টির অন্তরাত্মা সম্মোহিত হইয়া গেল;—বিবেকশক্তি নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

বন্ধুত্ব! কৃতজ্ঞতা! সেও তো শুধু ফাঁকা কথা।

জগতে কিছুই সত্য নাই। সত্য কেবল দারিদ্র্য—সত্য ঐ আগুনের সম্মুখে নীরব নিশ্চল প্রেতের মতো মূর্ত্তিটা, আর শুভ তাহার বাণী!

১০

পরের দিনগুলা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু বার্টির মন হইতে একটা অস্পষ্ট ভয় কিছুতেই দূর হইল না। ভয়টাকে সে কোনো মতেই প্রশ্রয় দিতে চাহিল না, কিন্তু অন্তরের ভিতর হইতে তাহা ক্রমাগতই বার্টির বাহিরের শান্ত ভাবটা দমন করিয়া মাথা তুলিতে লাগিল!

তাহার পর একদিন সে ফ্র্যাঙ্কের সহিত ইভাদের বাড়ীতে গেল। ইভা খুব আদরের সহিত তাহার হাতখানি ধরিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন—"বার্টি! এস! বস!"

কথাগুলা বার্টির কানে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝঙ্কার দিতে থাকিল। সে থতমত খাইয়া যন্ত্রচালিতের মতো ইভার চোখের পানে একবার চাহিয়া একটু মিঠা করিয়া হাসিল। কিছুক্ষণ পরে ইভার কথায় দুইজনে একটা সোফায় গিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সংসারের ঘরগুলি কেমন করিয়া সাজাইলে ভালো দেখাইবে তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

ফ্র্যাঙ্ক একটু দূরে আর্চিবল্ডের সহিত এক আসনে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; হঠাৎ তাহাদের দুইজনের দিকে নজর পড়িল;— দেখিলেন দুইটিতে ভাইবোনের মতো ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছে, গা প্রায় ঠেকে ঠেকে! এ জিনিস ও জিনিস নাড়িতে গিয়া দুইজনের হাত এক একবার ঠেকিয়াও যাইতেছে, প্যাটার্ণ বইখানার উপর দুইজনেই হুমড়ি খাইয়া পাতা উল্‌টাইতেছে! দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কের মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি সেই ভাবটা সজোরে গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে ইভাকে বলিলেন—"জিনিসপত্র পছন্দ করা বার্টিই ঠিক পারবে;— আমার ওসব আসে না—ও বেশ সৌখিন!"

কথাগুলা যখন বলা শেষ হইয়া গেল তখন ফ্র্যাঙ্কের বোধ হইল, সেগুলো যেন আর কেহ তাঁহার মুখ দিয়া বলিয়া গেল—তিনি তো এরূপ বলিতে চাহেন নাই! বার্টির প্রশংসাবাদ করা নয়, বরঞ্চ ইভার সামনে তাহাকে খাটো করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কহিতে গিয়া অন্যরূপ হইয়া পড়িল—তিনি কিছুতেই ঠেকাইতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকিল। তার পর তিনি যতক্ষণ আর্চিবল্ডের সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বার্টি ও

ইভার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলেন না—তাহাদের দুইজনের এই ঘনিষ্ঠ আলাপ ফ্র্যাঙ্ককে যেন তাহাদের দিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিয়া রাখিল।

বার্টির সহিত কথায় বার্ত্তায়, মেলায় মেশায়, চলায় ফেরায়, ইভার ভিতর হইতে কেমন একটা পবিত্র ভগ্নীসুলভ ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি প্রাণের সহিত ভালোবাসেন, বার্টি সেই ফ্র্যাঙ্কের বন্ধু, এই কথা মনে করিয়া বার্টিকে তিনি স্নেহের চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না ;—বার্টির জীবনের চারিদিকে যে একটা নিগূঢ় রহস্য বেষ্টন করিয়া আছে তাহাও ইভাকে বার্টির দিকে কেবলই আকর্ষণ করিতেছিল।

বার্টির সহিত বন্ধুত্ব ইভার নিকট বেশ কবিত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ;—ফ্র্যাঙ্কের উপর তাঁহার যে ভালোবাসা আছে এ বন্ধুত্ব তাহাকে তো আঘাত করে না, বরং পাশে পাশে থাকিয়া তাহাকে আরো মধুর ও উজ্জল করিয়া তুলিতেছে! সেই জন্য বার্টির সহিত এ সৌহার্দ্দ তাঁহার অত্যন্ত ভালো লাগিতেছিল! ইভার ভাই ছিলনা কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোথায় ভ্রাতৃস্নেহটা ফল্গু নদীর মতো প্রচ্ছন্ন ছিল—বার্টিকে পাইয়া আজ তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্র্যাঙ্কের উপর ইভার ভালোবাসাটা ক্রমেই অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। ছেলেবেলায়, নাটক, নভেল, কাব্য হইতে তিনি যে একটা উৎকট রকমের ভালোবাসার ধারণা করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! তাহার সহিত সত্যকার এ ভালোবাসা মোটেই মেলে না। এ ভালোবাসা নিতান্ত সাদাসিধে, নিতান্ত নিরীহ, অত্যন্ত ঘোরো রকমের—ইহার মধ্যে এতটুকু রোমান্সের ছাপ নাই।

প্রণয়পাত্রের দোষের দিকে এ ভালোবাসা অন্ধ হইয়া থাকে না,—দোষ দেখিলেও নিজেকে দৃঢ় করিয়া রাখে,—বিদ্রোহী না হইয়া অনুগত হইয়া থাকে। নিজে জোর করিয়া কিছু করিবার ক্ষমতা ফ্র্যাঙ্কের ছিল না, কোনো একটা গুরুতর বিষয়ে কখনো মতি স্থির করিতে পারিতেন না, সব বিষয়েই ইতস্তত করিতেন —ফ্র্যাঙ্কের এই সমস্ত দুর্ব্বলতা ইভা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন, এবং সে সত্ত্বেও তিনি ফ্র্যাঙ্ককে প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন। প্রকৃতপক্ষে ফ্র্যাঙ্কের এই সমস্ত ত্রুটিগুলিই তাঁহার মন হরণ করিয়াছিল। ছেলাবেলা হইতে তিনি কেবল পিতারই সঙ্গ পাইয়াছেন, পিতার প্রকৃতিই দেখিয়া আসিয়াছেন, ফ্র্যাঙ্কের প্রকৃতি ঠিক তাঁহার বিপরীত—এখন এই বিপরীতের নূতনত্বটা তাঁহার হৃদয়কে ফ্র্যাঙ্কের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের আর একটা অসামঞ্জস্য ইভাকে অধিকতর মোহিত করিয়াছিল। তাঁহার শরীর ও মন এ দুয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! শরীরটা কেমন সবল আর মনটা কী দুর্ব্বল! ফ্র্যাঙ্কের সেই বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বুক, সুদৃঢ় গ্রীবা, সুন্দর কেশগুচ্ছ ইভার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া মনে হইত! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যিনি বাহিরের একটা প্রকাণ্ড ভার সহজে সবলে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন. তাঁহারই মনের উপর এতটুকু একটু ভার পড়িলে তিনি ভূমিতে নত হইয়া পড়েন;—ইভা যখন একেলা থাকিতেন তখনই এই কথাটা ভাবিতেন—ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। এ দুঃখের জল নয়,—এ আনন্দ-অশ্রু! কারণ ফ্র্যাঙ্কের মধ্যে এই বৈষম্য তাঁহাকে তো পীড়া দেয় না—আনন্দ দেয়। তাঁহার মনে হইত, এ বৈষম্যটা ভারি অদ্ভুত—যেন প্রহেলিকা! এ

প্রহেলিকা ভাঙিতে ইচ্ছা হয় না, ভাবিতে আনন্দ বোধ হয়। যতই ভাবেন, যতই তাহার মীমাংসা করিতে পারেন না ততই একটা আনন্দপূর্ণ ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠে—ইচ্ছা করে যে তখনই ফ্র্যাঙ্ককে দুখানি বাহুর বেষ্টনে নিবিড়ভাবে বাঁধিয়া ফেলেন!

ইভা নিজের কল্পনায় ফ্র্যাঙ্ককে ও তাঁহাদের প্রেমকে যে খুব বড় করিয়া দেখিতেন তাহা নহে—নিতান্ত সাধারণভাবেই দেখিতেন। তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হইত না। যদিও তিনি বুঝিয়াছিলেন ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসিয়া তাঁহার ভিতরে যে একটা 'কেতাবে পড়া' ভালোবাসার উপর আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা কখনো পরিতৃপ্ত হইবে না, তবুও সেজন্য তাঁহার দুঃখ হইত না! তিনি ফ্র্যাঙ্কের প্রণয়ে সম্পূর্ণ সুখী ছিলেন।

বার্টির সহিত ইভা যখন প্যাটার্ণ বইখানা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার মনটা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিতে-ছিল। যাঁহাকে তিনি ভালোবাসেন তিনি আছেন, পিতা আছেন, বার্টি আছে, সবাই মিলিয়া তাঁহার হৃদয়কে আনন্দে ভরপূর করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহার চেয়ে বেশি আনন্দ তিনি কল্পনায় আনিতে পারেন না;—ফ্র্যাঙ্কের ভালোবাসা, বাপের স্নেহ, বার্টির বন্ধুত্ব আজ সব একসঙ্গে জুটিয়াছে, আর চাই কী!

বার্টির প্রতি ইভার স্নেহের অভাব ছিল না, কিন্তু আজ তাহাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া দেখিতে দেখিতে কেমন একটা বিসদৃশ ভাব আপনা আপনি মন হইতে উঠিতেছিল। তাহার সেই দেহ, ছেলে-মানুষী চেহারা, ছোট ছোট হাত, ছোট ছোট পা, তাহাতে হীরার আংটি, চকচকে জুতা,—এই সব দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্য হইতে কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল,

কিছুতেই তাহা দমন করিতে পারিতেছিলেন না।—মনে হইতেছিল এ তো পুরুষ নয়—এ যেন পুরুষের অপভ্রংশ! সদাই নিখুঁৎ, পোষাকে পরিচ্ছদে ফিট্‌ফাট্, মুখে চোখে পৌরুষের লেশমাত্র চিহ্ন নাই, সমস্ত দেহখানা সদাই একটা অবসাদে ভরিয়া আছে। ছিঃ!

বার্টি যেমন একবার ইভার পানে চাহিল অমনি তাঁহার এই ঘৃণার ভাবটা তাহার নজরে পড়িল। দেখিল যদিও তাঁহার মুখখানি স্নেহে উজ্জ্বল হইয়া আছে তবুও তাহার ভিতর হইতে ঘৃণা ও অবজ্ঞার একটা কঠোর হাসি থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

বার্টি ব্যথিত হইয়া উঠিয়া কাতরভাবে কহিল—"ইভা! হাসচ যে!"

"কই, না!"—ইভা এ কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধর প্রান্ত হইতে হাসির রেখা মুছিয়া গেল না। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা বার্টি! তুমি একজন আর্টিষ্ট হোলে না কেন?"

"আর্টিষ্ট!—অর্থাৎ—?"

"অর্থাৎ,—চিত্রকর কিম্বা কবি! তোমার তো সে দিকে ঝোঁক আছে।"

"আমার ঝোঁক আছে!" বার্টি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত এই কথাটা বলিয়া উঠিল, কারণ আজ পর্য্যন্ত এ কথা আর কেহ তাহাকে বলে নাই—এবং সে নিজেও জানিত না যে তাহার মধ্যে আর্ট জিনিসটা আছে! ইভার কথা শুনিয়া নিজের সম্বন্ধে তাহার ধারণা আজ বদলাইয়া গেল। মনে করিল, নিজের ভিতরে যে কি গুণ থাকে তাহা মানুষ নিজে কখনো বুঝিতে পারে না।

ইভার কথায় উৎসাহিত হইয়া সে বলিল—"আমি—আ
নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, আমার দ্বারা কিছু হবে না।" বিস্ময়ের আবে
মুহূর্ত্তের জন্য কপটতা বিস্মৃত হইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে সে আব
বলিয়া ফেলিল—"আমি কোনো কর্ম্মের নই!"

বলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল! মনে হইল যেন তাহার খোল
খুলিয়া গেছে,—আসল মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতা
সে আর্চিবল্ডের দিকে চাহিল—আর্চিবল্ড তাহার কথা শোনে
নাই তো! নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হইয়া তাহার মুখ রাঙা হই
উঠিল—ভাবটাকে গোপন করিবার জন্য বার্টি অনেক চেষ্টা করি
মুখে একটুখানি হাসি আনিল। বার্টির এই ভাব দেখিয়া ইভার
মুখে আবার একবার অবজ্ঞার সেই কঠোর হাসি ফুটি
উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘর হইতে সকলে যখন বাহির হইয়া গেল,
কেবল ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক রহিলেন তখন ইভা ফ্র্যাঙ্ককে বার্টির
পছন্দকরা জিনিসের নমুনাগুলি দেখাইতে লাগিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"ইভা—"

ইভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিলেন—ইভার মুখখানি
তখন আনন্দশ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

ফ্র্যাঙ্কের মাথার ভিতরটা ওলটপালট করিতেছিল। তাঁহার

অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল বার্টি সম্বন্ধে সকল কথা ইভার কাছে এখনই বলিয়া ফেলেন। কিন্তু মনে পড়িয়া গেল বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহার জীবনের অতীত ঘটনা কাহারো কাছে প্রকাশ করিবেন না। ক্র্যাঙ্কের স্বভাব, একবার যাহা প্রতিজ্ঞা করেন কখনো তাহা লঙ্ঘন করেন না, তাই এখন তাঁহার মনে হইল ঠোঁটের আগায় যাহা আসিয়াছে তাহা প্রাণ গেলেও তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না।

তাঁহার মনে তখন সেই মলডির উপর বেড়ানোর কথা জাগিয়া উঠিল;—ইভা সেদিন প্রথমে বার্টি সম্বন্ধে ভালো অভিমত প্রকাশ করেন নাই—তাহার পর সে মত যখন পরিবর্তন করিয়া লইয়াছিলেন; তখন তাঁহার মনের ভিতরটা কেমন-এক-রকম হইয়া উঠিয়াছিল—কি একটা অস্বভাবিক বেদনা তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল; সেদিনকার আকাশের কালো কালো মেঘগুলাকে দেখিয়াও মনে হইয়াছিল তাহারা যেন কী একটা অমঙ্গল বহন করিয়া আনিতেছে! এই একটু পূর্ব্বে বার্টি ও ইভাকে একাসনে বসিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আবার সেইরূপ ভয়ে ও বেদনায় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল;—মনে হইতেছিল যেন একটা বিপদ ইভাকে আক্রমণ করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া রহিয়াছে!

তাঁহার এই ভয়টার কোনো কারণ তো দেখা যাইতেছে না—মনের মধ্য হইতে কে যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহা জাগাইয়া তুলিতেছে, বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে দিতেছে না। তবে কি তিনি ইভার কাছে বার্টি সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া ফেলিবেন? না, তিনি যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ! আর, এই অকারণ ভয়টাকেই বা প্রশ্রয় দিবার আবশ্যক কি—সেটা তো

নিতান্ত একটা কুসংস্কারের মতো! বার্টির অবস্থা তো সাধারণ লোকের মতো নয়—সে যে তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহার বন্ধু! সে তেমন দুশ্চরিত্রও নয়, তবে তাহাকে ভয় কিসের? তাহা হইলে ইভার কাছে বিশেষ কিছু তো লুকানো হইতেছে না, বার্টি যে গরীব শুধু এই কথাটাই গোপন রাখা হইতেছে;—তাহাতে দোষ কি? তবুও মনটা বলিতেছে ইভাকে বল,—ইভাকে বল! কি একটা কথা যেন প্রকাশ করা দরকার হইয়া উঠিয়াছে। ইভাও তাঁহার পানে অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন—তাঁহার নিকট হইতে কথার অপেক্ষা করিতেছেন;—একটা কিছু বলা চাই। তিনি নিজেকে সংযত করিয়া না লইতেই ভিতর হইতে কতকগুলো কথা কে যেন ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল। তিনি বলিলেন—"আমি বলছিলুম কি—না, না, তুমি কি ভাববে—কিন্তু কি জানো আমার মন কিছুতেই ভালো বলচে না—মনে হচ্চে—এ অন্যায়, বড় অন্যায়!"

বিস্মিত হইয়া ইভা তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন,—মুখে চোখে আনন্দের হাসি খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের এই বাধো-বাধো ভাব, এই অস্থিরমতিত্ব তাঁহার কাছে অত্যন্ত মনোরম ও মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল—ফ্র্যাঙ্কের এই জিনিসটাকেই যে তিনি সব চেয়ে ভালোবাসেন—তাই তাঁহার মুখে এ আনন্দ-বিকাশ! ফ্র্যাঙ্কের কাছে সরিয়া গিয়া ইভা মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! কি? কি বলতে চাও?"

দুইজনের চক্ষু প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ইভা ধীরে ধীরে বাহু দিয়া ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আবার কহিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, বল না, কি হয়েছে?"

—"তুমি—তুমি—অমনি করে ঘেঁসে বসবে সেটা আমার ভালো লাগে না—বার্টির সঙ্গে!"

কথাগুলো ফ্র্যাঙ্কের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। যখন বলা হইয়া গেল তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সে কথাগুলো বলা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না—তিনি অন্য ভাবের কি কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন।

ইভা বলিলেন—"বার্টির সঙ্গে বসা! কি রকম করে বসেছিলুম? কিছু কি অন্যায় হয়েছে? সে রকম করে বসা কি আমার উচিত ছিল না? ফ্র্যাঙ্ক! স্পষ্ট করে বল। তাই? না, তুমি মনে করো সে আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী!"

ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে অন্তরের খুব কাছে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহার মাথার উপরে ধীরে ধীরে একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—"হাঁ, তাই মনে করি বটে!"

—"অ্যাঁ তাই! কিন্তু সে যে বার্টি! সে যে তোমার বন্ধু!—প্রিয়তম বন্ধু! তার উপর তোমার সন্দেহ!"

বলিতে বলিতে ইভা হাসিয়া উঠিলেন—হাসির বেগে তাঁহার সমস্ত শরীরটা আন্দোলিত হইতে লাগিল!

হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইভা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"বার্টিকে সন্দেহ! কি আশ্চর্য্যের কথা! বার্টি! আমার তো মনে হয় সে একটা বালকমাত্র—বালিকা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না! তার উপর তুমি সন্দিগ্ধ!"

ফ্র্যাঙ্ক একটু শক্ত হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাসির কথা নয় ইভা! সত্যই বল্‌চি সে তোমার কাছে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠচে—"

—"কিন্তু সে যে তোমারই বন্ধু—পরম বন্ধু !"

—"তা বটে ! কিন্তু কি জানো—"

কথা শেষ না হইতেই ইভা আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন। জিনিসটা তাঁহার কাছে অত্যন্ত হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সামান্য ব্যাপারটাকে ফ্র্যাঙ্ক এত গুরুতর ভাবে দেখিতেছেন একথাটা যতই মনে হইতে লাগিল ততই একটা আমোদ হইতে লাগিল ;—এবং ফ্র্যাঙ্কের চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি ফ্র্যাঙ্কের মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে গদ্‌গদ্‌ভাবে বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, কেন তুমি এমন অবুঝ হচ্ছ ? এমনই বা কি হয়েছে ?"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"আমায় ছুঁয়ে শপথ কর আর কখনো—"

"আচ্ছা তাই—তুমি যদি সন্তুষ্ট হও তাই করচি—বার্টির কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করব। কিন্তু হঠাৎ সেটা করতে গেলে বড় বিশ্রী দেখাবে ;—তার সঙ্গে এখন এত মেলামেশা, হঠাৎ ছাড়ছাড়ভাব দেখাই কি করে ? সে হয়ত একটা কিছু অনুমান করবে, তাতে তোমাদের বন্ধুত্বে ঘা লাগবে ;—সেটা হতে দেওয়া হবে না। না, না, সে হবে না, সে আমি পারব না—তার উপর এমন নির্দ্দয় ব্যবহার করতে আমি পারব না। তুমি কেন বুঝছ না যে, এটা কিছু নয়। এমন অবুঝ কেন ? আমার উপর বিশ্বাস নেই ?" বলিতে বলিতে ইভা অতি আদরের সহিত ফ্র্যাঙ্কের মাথার ঘন ঘন কেশগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন।

১২

ফ্র্যাঙ্কের কাছে বার্টি এখন দুঃসহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না যে, কেন তিনি বার্টি ও ইভাকে একসঙ্গে দেখিলে জ্বলিয়া উঠেন। তাঁহার মনে হয়, যতই দিন যায় ততই যেন তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে; ততই ফ্র্যাঙ্কের অন্তরও জ্বলিতে থাকে। ইভা বার্টির সহিত পূর্ব্বে যেমন ব্যবহার করিতেন এখনও তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বার্টির উপর ফ্র্যাঙ্কের ব্যবহার দিন দিন কঠোর হইয়া উঠিতেছে। এই সময় বার্টি যখন একদিন গোপনে পালাইল এবং তিন দিন অনুপস্থিত থাকিবার পর ফ্র্যাঙ্ককে দেখা দিল তখন ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই বার্টির উপর পূর্ব্বের মতো সে স্নেহার্দ্র ক্ষমার ভাব দেখাইতে পারিলেন না। অন্য সময় হইলে তিনি বারম্বার বার্টিকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাহার উত্তর শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এবার কোনো কথাই কহিলেন না। বার্টি ব্যাপার বুঝিল; বুঝিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'এই শেষ, আর কখনো পালাইব না।'

কিন্তু তাহার পরই সেই কথার আলোচনা উঠিল;—বার্টি যেটাকে এত দিন ভয় করিয়া আসিয়াছে সেই প্রসঙ্গ আজ উত্থাপিত হইল। ফ্র্যাঙ্ক বার্টিকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহ তো শীঘ্রই হইয়া যাইবে তখন সে কি করিবে?

কথাটা ফ্র্যাঙ্ক যে খুব নিদারুণভাবে বলিলেন তাহা নয়। তিনি বলিলেন—"তোমার ভয় নেই—তোমাকে যে অকূল পাথারে ফেলবো তা নয়, আমি যতটুকু পারি সাহায্য করব—এখানেও

ইংলাণ্ডে আমার বড় বড় আত্মীয়রা আছেন। যতদিন তুমি একটা-কিছু না জোটাতে পার তত দিন যে আশ্রয়হীন হয়ে থাকবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। তবে কি জানো আমাদের হোয়াইট রোজ কটেজে বেশি দিন থাকা হবে না—ইভা জায়গাটা তেমন পছন্দ করচে না। কিন্তু যাই বলো বার্টি, আমরা দুটিতে এ জায়গায় বড় আনন্দেই কাটিয়েছি—না?" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আদরের সহিত বন্ধুর পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। বার্টির জন্য তাঁহার কেমন একটা মায়া করিতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল—এতকাল কেমন সুখে ছিল, এখন বেচারা কি অবস্থায় পড়িবে কে জানে!

বার্টির সহিত কথা কহিতে কহিতে, একটা কৃতজ্ঞতা ও অনুশোচনায় ফ্র্যাঙ্কের চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল;—এতদিন বার্টি সদাই পাশে পাশে থাকিয়া ফ্র্যাঙ্কের যাহাতে আনন্দ হয়, যাহাতে তিনি সুখে থাকেন কেবল সেই চেষ্টাই করিয়াছে; এখন সেই বার্টিকে তিনি নির্ম্মমভাবে তাড়াইয়া দিতেছেন!

বিবাহের কথাটা বার্টিকে কতদূর আঘাত করিল তাহা ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শুধু ভাবিলেন, বার্টি তো আগে দুঃখে দিন কাটাইয়াছে, মধ্যে কয়েক দিনের জন্য কেবল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে, আবার যদি একটু দুঃখে পড়ে তবে তাহার এমনই বা কি হইবে!

কিন্তু বার্টির মনে যে কি হইতেছিল তাহা বার্টিই জানে! প্রথম আঘাতের বেদনা কাটিয়া গেলেও তাহার দেহের সমস্ত শক্তি অসাড় হইয়া রহিল। সে কিছুই করিতে পারিল না, ভবিষ্যতের ভাবনাও ভাবিল না। দিন এমনি চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ নিশ্চিন্ততার মধ্যেও তাহার মনে হইতেছিল, শেষটায় নিশ্চয় এমন একটা কিছু

ঘটিবে যাহাতে তাহার সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে—দৈবই তাহার সহায় ; এখন আর নিজে চেষ্টা করিয়া কিছু করিবার দরকার নাই, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।

১৩

নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে থাকিতে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বার্টির মনে হইল যেন বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে—সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেছে।

একদিন ফ্র্যাঙ্ক উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া কহিলেন,—"বার্টি! কাল থেকেই তুমি একটা কাজে লেগে যাও—আমার বন্ধু 'টেল' বলছিলেন যে তাঁর বাপ 'লর্ড টেল' একজন সেক্রেটারি খুঁজচেন—মাইনে আশি পাউণ্ড, খাওয়া, পরা, থাকবার জায়গা সব পাবে। এ রকম সুযোগ আর চট্ করে পাওয়া যাবে না, বুঝলে! টেলের কাছে তোমার কথাটা আমি পাড়তুম কিন্তু তোমার আসল পরিচয় দিতে—"

"অ্যাঁ! পরিচয় দাও নি তো?"

বার্টির কথায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ পাইল।

ফ্র্যাঙ্ক তাহাতে চমকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"না, বলিনি। তোমার কাছে যখন প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলি কি করে? কিন্তু, ছাখো, আর দেরি করলে চলবে না—শীঘ্র তুমি স্থির করে ফেল,

কি করবে ;—টেলের সন্ধানে আরো দুজন লোক আছে। আমার গাড়ি হাজির, তুমি বললেই আমি টেলকে গিয়ে সংবাদ দেবো।” বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সেক্রেটারির পদ! আশি পাউণ্ড মাহিনা! বার্টি যখন আমেরিকায় ছিল তখন এরূপ একটা বড় গোছের সুযোগ পাইলে সে হাতে স্বর্গলাভ করিত, কিন্তু এখন—

বার্টি অত্যন্ত নিরুৎসাহের সহিত বলিল—“ফ্র্যাঙ্ক! ধন্যবাদ! আমার ভালোর জন্যে যে তুমি এত করছ তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ! কিন্তু ভাই, আমার জন্যে তোমার কোনো কষ্ট স্বীকার করবার দরকার নেই—আমি ও চাকরি গ্রহণ করতে পারবো না—তোমার গাড়ি বিদায় কর।” •

ফ্র্যাঙ্ক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—“কী! এ চাকরী গ্রহণ করবে না। বার্টি! বার্টি! এখনও সময় আছে, একবার ভালো করে ভেবে ন্তাখো।”

—“ধন্যবাদ! যার সঙ্গে ক্লাবে সমান হয়ে মিশেছি তারই বাপের চাকর হতে হবে এর চেয়ে ভালো প্রস্তাব করবার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে—তাহ'লে কি বলব?—ধন্যবাদ! আশি পাউণ্ডের জন্যে আমি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে একজন খামখেয়ালি বুড়োর চিঠি নকল করতে রাজি নই। টেলই বা কি ভাববে? সে আজ পর্য্যন্ত জানে আমি তোমার বন্ধু—সেই ভেবে সে আমার সঙ্গে বরাবর সমপদস্থ ব্যক্তির মতো মিশে এসেছে—এখন সে দেখবে আমি তারই বাপের দাস্যবৃত্তি করচি! তার চেয়ে মরা ভালো। ফ্র্যাঙ্ক! তোমার প্রাণে কি এতটুকু দয়ামায়া নেই—তুমি আমার কাছে এ প্রস্তাব কোন মুখে আনলে!”

কথাগুলি বলিবার সময় বার্টির মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সে কখনো এমন করিয়া উদ্ধতভাবে ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহে নাই—আজ যে কহিল সে ঠিক ঔদ্ধত্য নহে, সে আহত গর্ব্ব হইতে উত্থিত হতাশার করুণ আর্ত্তনাদ!

ফ্র্যাঙ্ক নরম হইয়া কহিলেন—"কিন্তু ভাই, তাহ'লে তুমি কি করবে? আমার সকল বন্ধুর সহিতই তোমার যে পরিচয় আছে! তাদের দ্বারাই তো তোমার একটা কিনারা করে নিতে হবে—আর তো অন্য উপায় নেই।"

—"তোমার কোনো বন্ধুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য আমি নেবোনা—যাদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশেছি তাদের কাছে ভিক্ষা-গ্রহণ আমার দ্বারা হ'বে না।—সে আমি কিছুতেই পারবো না—প্রাণ গেলেও না!"

—"তাহ'লে ব্যাপার যে বড় গুরুতর হয়ে উঠল।" কথাগুলা ফ্র্যাঙ্ক একটা অত্যন্ত তীব্র হাসির সহিত বলিলেন;—মনের ভিতর তাঁহার ক্রোধ জমিয়া উঠিতেছিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তাহ'লে এ সম্বন্ধে কী বলতে চাও?"

—"কিছু না!"

ফ্র্যাঙ্ক রাগের সহিত বলিলেন—"তাহ'লে তুমি করতে চাও কি?"

"উপস্থিত কিছু না।"

"উপস্থিত কিছু না—কিন্তু ভবিষ্যতে?"

—"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাবে—"

বলিতে বলিতে বার্টি নিজের কথার স্বরে নিজে চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া পড়িল। ফ্র্যাঙ্ক বার্টির দিকে চাহিলেন, বার্টি

ফ্র্যাঙ্কের দিকে চাহিল—দুইজনে স্তব্ধ হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের যেন একটা নিগূঢ় অভিযোগ জমা হইয়া আছে—সে অভিযোগ তাহাদের দুইজনকার সৌহার্দ্দ্যের ভিতর হইতেই জন্মিয়া এত দিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন তাহা পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য উদ্যত!

বার্টি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে ফ্র্যাঙ্কের পানে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া আদরের স্বরে বলিল—"ফ্র্যাঙ্ক! ভাই, ক্ষমা করো—অপরাধ হয়েছে। তুমি আমার ভালোর চেষ্টা করছ, তা বুঝছি—তোমার ঋণ আমি ইহজন্মে শুধতে পারবো না। কিন্তু কি করব ভাই! এ চাকরি আমি কিছুতেই নিতে পারচি না; এর চেয়ে ট্রামের কণ্ডাক্টার বা হোটেলের খিদমৎগার হওয়া ঢের ভালো!"

সেদিনকার মতো দুই বন্ধুর দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। ফ্র্যাঙ্কের মনে হইতে লাগিল বার্টির এ অহঙ্কার নিতান্তই হাস্যজনক—যাহার দুইবেলা আহারের সংস্থান নাই তাহার আবার এত মান অপমান কিসের!

ফ্র্যাঙ্কের ইচ্ছা হইতেছিল এখনই তিনি সকল কথা ইভার কাছে বলিয়া ফেলেন; তাহা পারিতেছিলেন না বলিয়া মনের ভিতর একটা দারুণ অশান্তি বোধ হইতেছিল। সেই দিন সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকে বার্টি ও ইভা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া যখন ভাইবোনের মতো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা কহিতেছিলেন তখন ফ্র্যাঙ্কের মনে হইতেছিল যেন তাহার সমস্ত অন্তরটা আজ পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশি করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছিল

উঁহাদের দুজনকে এখনি সবলে পৃথক করিয়া দেন, ইভাকে এখনি জানাইয়া দেন যে বার্টি কে, তাহার পরিচয় কি! কিন্তু তিনি অতিকষ্টে সেই ইচ্ছাটা দমন করিয়া রাখিতেছিলেন।

১৪

বার্টিকে চাকরি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া ফ্র্যাঙ্ক যখন ব্যর্থপ্রয়াস হইলেন তখন তিনি সে সম্বন্ধে আর কোনো চেষ্টা করিলেন না; মনে ভাবিলেন, তাহার যখন বিশেষ আবশ্যক হইবে সে আপনি যাচিয়া আসিয়া সাহায্য চাহিবে।

বার্টি চাকরি গ্রহণে অস্বীকার করাতে ফ্র্যাঙ্কের অন্তর্দৃষ্টি যেন খুলিয়া গেল—তিনি বুঝিতে পারিলেন বন্ধুর কী সর্ব্বনাশই করিয়াছেন;—তাহাকে একবৎসর কাল বড়মানুষী চালে রাখিয়া, বড়লোকের সহিত মিশিতে দিয়া, তাহার আসল অবস্থা গোপন রাখিতে সাহায্য করিয়া, তাহার পরকাল একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছেন। দয়া ও স্নেহের বশে বন্ধুর জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন ততখানি অনিষ্ট অতি বড় শত্রুতেও করিতে পারে না! নিঃসম্বল বার্টির লম্বা-চওড়া চাল-চলন, তাহার ধারকরা বড়মানুষী ফ্র্যাঙ্ককে অত্যন্ত আমোদ দিত—সেই আমোদের জন্যই তিনি সেগুলাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন; এখন মনে হইতে লাগিল পৃথিবীর ঘৃণ্যতম আমোদের চেয়েও এ আমোদ ঘৃণ্য! তিনিই তো বার্টিকে সব চেয়ে বেশি নষ্ট করিয়াছেন;—সে যে এখন মানহানি হইবে বলিয়া

চাকরি করিতে চাহিতেছে না, সে মান তো তাহার ছিল না, তিনিই তো তাহা জাগাইয়া তুলিয়াছেন! এ অনুশোচনা মরিলেও যে যাইবে না!

দিন যাইতে লাগিল কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের মন হইতে এ ধিক্কার কিছুতেই গেলনা, বরঞ্চ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইভার সহিত তাঁহার প্রণয়ের প্রথম আনন্দ, শেষে বার্টির জন্য দুঃখমলিন হইয়া উঠিল! ইভা দেখেন, ফ্র্যাঙ্ক দিন দিন বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছেন, থাকেন থাকেন চুপ করিয়া কি ভাবেন। তিনি ইহার কোনো কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া একদিন প্রশ্ন করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, কি হয়েছে তোমার?"

—"কই! কিছু তো হয় নি!"

—"তবে অমন করে থাকো কেন? বার্টির উপর কি তোমার এখনো সন্দেহ আছে?"

—"না, না! সে সন্দেহ আমি দূর করে দিচ্ছি।"

ইভা বলিলেন—"দোষ তো তোমারই! তুমি যদি আমার কাছে বার্টির অত করে প্রশংসা না করতে তাহ'লে কি তার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পারতুম।"

ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে বুঝিলেন,—ইভার কথা মিথ্যা নহে, দোষ তাঁহার নিজেরই বটে!

ইভা তখন বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! আমার উপর তোমার আর কোনো রাগ নেই তো?"

ফ্র্যাঙ্ক উত্তর করিলেন—"সে কি কথা! রাগ কেন থাকবে?"

সত্যই ফ্র্যাঙ্ক ইভার উপর এখন মোটেই অসন্তুষ্ট নহেন। কারণ

ফ্র্যাঙ্কের কথাতে ইভা এখন বার্টির সহিত আচরণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি যে সোফায় বসিয়া থাকেন সেখানে যদি বার্টি আসিয়া বসে তিনি উঠিয়া যান ; এখন বার্টির সমস্ত কথায় সায় না দিয়া মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করেন এবং প্রায়ই তাহার বাবুয়ানির জন্য তাহাকে তিরস্কার করেন। বার্টি মনে করে এগুলা ইভার দুষ্টামি—কেবল একটা খেলা—সেই ভাবিয়া সে ইভার চোখের পানে চাহে, কিন্তু চোখের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় ;—বুঝিতে পারে না ইভার আসল উদ্দেশ্য কি !

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইভা বার্টিকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন—কথায় কথায় তাহাকে আঘাত করিতেছেন। ইভা ভাবিতেছিলেন তাহাতে ফ্র্যাঙ্কের মন বার্টি সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে নিঃসংশয় হইয়া উঠিতেছে। সেই জন্য তিনি একটু আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন। আর্চিবল্ড কথাপ্রসঙ্গে একটা ঐতিহাসিক আলোচনা আনিয়া ফেলিলেন—কয়েকটি বিখ্যাত যুদ্ধের কতকগুলি নিদর্শন দেখাইবার জন্য তিনি ফ্র্যাঙ্ক ও বার্টিকে অন্য ঘরে আসিতে আহ্বান করিলেন। বার্টির তখনকার সেই কাতরদৃষ্টি দেখিয়া ইভার মনে কেমন একটা অনুশোচনার উদয় হইতেছিল—তিনি ভাবিলেন, আহা বেচারাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছি, দুইটা মিষ্ট কথা কহিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিই—এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"বাবা ! বার্টি এইখানেই থাক্ ; ও তোমার ঐতিহাসিক ব্যাপারের কোনো ধার ধারে না !"

পাছে ফ্র্যাঙ্ক ইহাতে কিছু ভাবেন এই মনে করিয়া ইভা তাঁহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্কের বোধ হয় এতে আপত্তি হবে না।"

কথাগুলি এমন সরল এবং চাহনিটি এমন প্রেমপূর্ণ যে ফ্র্যাঙ্কের

হৃদয় বিশ্বাস ও আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু বার্টিকে বসিতে দেখিয়া তাঁহার মনটা আবার একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যখন ঘরে কেবল মাত্র তাঁহারা দুইজন রহিলেন তখন বার্টি বলিল—"আচ্ছা ইভা, কেন তুমি আমাকে এমন করে ব্যথা দাও?"

ইভা একটু হাসিলেন। তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল;—ফ্র্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বার্টির সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বার্টি গম্ভীর হইয়া বসিল—হাত জোড় করিয়া কাতর কণ্ঠে আবার বলিল—"দোহাই তোমার! আর অমন কোরোনা।"

বার্টির সেই কাতর কণ্ঠ শুনিয়া ইভা অধিকতর লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"ও কিছু নয় বার্টি! তোমাকে একটু ঠাট্টা করি মাত্র!"

—"তোমার ঠাট্টা! কিন্তু আমার বুকে শেল বেঁধে!"

ইভা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বার্টি ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার বড় বড় কুঞ্চিত কেশগুলি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গালের উপর ছড়াইয়া পড়িল। তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল তাহার প্রাণের ভিতর একটা ঝড় উঠিয়াছে।

বার্টি বুঝিতে পারিতেছিল না তাহার আজিকার এ কথার ফলে কী দাঁড়াইবে; কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, সে যাহা বলিয়াছে তাহার একটা গুরুত্ব আছে, এবং তাহার এই প্রসঙ্গটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সূত্রপাত! এই যে কয়টা মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতেছে তাহার বোধ হইল যেন তাহারাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে;—সেই জন্য অদৃষ্টবাদী যেমন অখণ্ড ধৈর্য্যের সহিত দৈবফলের অপেক্ষা করে, সেও সেইরূপ

ধৈর্য্যের সহিত মাথার ভিতর কোন্ চিন্তা এবং মুখে কোন্ কথা আপনা আপনি আসিয়া জোগায় তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল। খুব সজাগ হইয়া রহিল, এবং সেই সঙ্গে, মাকড়সা যেমন নিজের পাকস্থলী হইতে সূতা বাহির করিয়া মাছি ধরিবার জন্য জাল বুনিয়া ফেলে, বার্টি সেইরূপ করিয়া ইভার চতুর্দ্দিকে একটা জাল রচনা করিতে লাগিল।

ইভা নিঃসংশয়ে, নীরবে বার্টির দিকে চাহিয়াছিলেন। বার্টি অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিয়া উঠিল—"ইভা! তুমি এমন দুর্ব্যবহার কর—এ আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আগে আমায় যেমন ভালো ভাবে দেখতে এখন তেমন দেখ না;—কি করেছি আমি?"

বার্টির এই কাতরতা, তাহার এই আদুরে-ছেলেরমতো-কথা-কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া ইভা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বার্টি যে ইচ্ছা করিয়া একটা আব্দারের ভাব আনিতেছে তাহা তাহার কথার সুরে ইভা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন,—তিনি গম্ভীর-ভাবে বলিলেন—"বেশ! তোমায় যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য ক্ষমা চাই—আর কখনো অমন করবো না—তাহ'লেই তো হ'ল?"

কথা শেষ হইতে না হইতেই বার্টি নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়িয়া, জানালার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

ইভা উত্তরের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন—কিন্তু বার্টি কোনো জবাব দিল না।

ইভা বলিলেন—"বার্টি! আমার উপর রাগ করলে?"

কথা শুনিয়া বার্টি ফিরিয়া দাঁড়াইল—জানালার মধ্য দিয়া গোধূলির আলো আসিয়া তাহার দেহখানিকে পাণ্ডুর করিয়া তুলিল। একটু ম্লান হাসি মুখে ফুটাইয়া সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া

জানাইল—"না!" হাসির সেই ম্লানিমাটুকু ইভার কল্পনার চোখে কবিত্বমণ্ডিত হইয়া জাগিতে লাগিল।

ইভা বলিলেন—"বার্টি! তোমার হ'ল কি?"

বার্টি কোনো কথা না কহিয়া জানালার ধারে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—ইভা অন্ধকারে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিতেছে।

ইভা চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বার্টি! বল, ঠিক করে বল, সত্যই কি আমি তোমায় বিরক্ত করেচি? কথা কইচ না যে?"

বার্টি এবারেও একটু মৃদু হাসির সহিত শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।" তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না ইভা, আমি বিরক্ত হই না—আর আমায় কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু এই দুঃখ আমার বুকে বড় বাজচে ইভা, যে, তোমার সঙ্গে আমার শীঘ্রই ছাড়াছাড়ি হবে—তোমাকে আমি এত—"

—"ছাড়াছাড়ি! কেন? কোথায় যাবে?"

—"তা জানিনে কোথায় যাবো। তোমার বিয়ে পর্য্যন্ত আছি। তারপর—একলা—এখান-সেখান যেখানে দুচক্ষু যায় ঘুরে বেড়াব। ইভা! তখন একদিনের জন্যও কি আমার কথা মনে পড়বে তোমার?"

—"কিন্তু কেন তুমি লণ্ডন ছেড়ে যাবে? কি হয়েছে?"

বার্টি তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। কথা যখন আরম্ভ করিয়াছিল তখন সে ভাবে নাই কোথায় গিয়া তাহা

থামিবে ;—দৈবের উপর নির্ভর করিয়া মুখে যাহা আসিয়াছিল তাহাই বলিতেছিল। কিন্তু এখন, ইভার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিতেই তাহার চিত্ত সজাগ হইয়া উঠিল, অন্তরের মধ্যে সহসা একটা তীব্র অভিসন্ধি, শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিল ; কে যেন ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিল এখন কোন্ পথ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সে প্রত্যেক কথাটি নিক্তির ওজনে, অতি সাবধানে বলিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইল তাহার প্রাণের মধ্যে যেন একটা দৈবশক্তি আসিয়াছে ;—আর সে জড়তা, অসংলগ্নতা নাই—সমস্ত দুর্ব্বলতাকে সে কাটাইয়া তুলিয়াছে। রোগী যেমন করিয়া কথা কহে তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে বিষাদপূর্ণ স্বরে সে বলিল—"লণ্ডন! না ইভা, লণ্ডনে আমার থাকা হবে না।"

—"কেন হবে না ?"

"সে হ'তে পারে না ইভা, সে আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না—তোমার বিবাহ হলে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না ;—থাকা অসম্ভব !"

বার্টির চোখের সেই কপটতা, কণ্ঠস্বরের সেই অস্পষ্টতা, শান্ত-হইবার-নয়-এমন-দুঃখের ভাণ ইভার মনে প্রথমে চট্ করিয়া একটা সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল বুঝি তাঁহারই জন্য বার্টিকে লণ্ডন ছাড়িতে হইতেছে—তাঁহাদের এ বিবাহই তাহার লণ্ডনত্যাগের একমাত্র কারণ। তারপর ইভা ভাবিয়া দেখিলেন এ সন্দেহের কোনো ভিত্তি নাই ;—শুধু বার্টির কথা, তাহার সেই হতাশ ভাব, সন্দেহটাকে আপনা-আপনি জাগাইয়া দিয়াছে।

বার্টি তখনও বসিয়া বসিয়া অতি সাবধানে নিজের বক্তব্য মনে মনে আলোচনা করিতেছিল, এবং যে সমস্ত কথা বলিবে তাহার তাৎপর্য্য অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতেছিল। সে হঠাৎ বলিল—"ইভা! আমি চলে গেলে ফ্র্যাঙ্ককে নিয়ে তুমি সুখী হ'তে পারবে?"

ইভা একটু চুপ করিয়া রহিলেন। কথাটার স্পষ্ট উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—'হাঁ'; কিন্তু ইভা ভাবিলেন সে কথা মুখের উপর বলা যায় না—কারণ বার্টি যাহার জন্য ব্যথিত তাহাতেই তাঁহার অপরিমেয় সুখ একথাটা প্রকাশ করা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা! তাই তিনি বলিলেন—"কেন বার্টি, এমন কথা জিজ্ঞাসা করচ?"

বার্টি কোনো উত্তর করিল না। ইভার মুখের পানে শুধু একবার করুণভাবে, অনুকম্পার দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিল। তার পর চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিতেই মাথাটি নত করিয়া অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিল।

ভয়াকুল ইভা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন—"কেন বার্টি? কি হয়েছে? কেন এমন প্রশ্ন করচ?"

বার্টি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"ইভা, বল তুমি সুখী হবে।"

—"কেন সুখী হব না! ফ্র্যাঙ্ক আমায় এত ভালোবাসে, আমি তাকে এত ভালোবাসি।"

বার্টি নিজেকে একটু শক্ত করিয়া লইল; একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল—"সুখে থাকলেই ভালো।"

ইভা বিস্মিত হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় বার্টি হঠাৎ আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"হা হতভাগিনী!"

ইভা চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"বার্টি, এ কি? হতভাগিনী কেন? কি হয়েচে?"

বার্টি ইভার হাত দুখানি তুলিয়া লইল—তাহার চোখের দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সেই হাতে আসিয়া পড়িল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"ও! ইভা! ইভা! ভগবান জানেন—তোমার কথা ভেবে আমার কি কষ্ট হচ্চে। তুমি এত সরলা আর—জানিনা কি করলে—আমার প্রাণ দিলেও যদি তোমার—হা হতভাগিনী!"

বার্টির সেই অনুকম্পাসূচক কথা শুনিয়া ইভার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল;—নিজেকে স্থির রাখিবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলঢাকা কাপড়খানা দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন; টান পাইয়া সেটা সরিয়া আসিল, তাহার উপরের ফুলদান, গ্লাস প্রভৃতি গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—শুকনো ফুল কতকগুলা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল এবং মসৃণ মখমলের উপর জল পড়িয়া মুক্তার মতো গড়াইয়া গেল—ইভা হতভম্ব হইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন; তখন কি হইতেছে, কি করিতেছেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শেষে হাত দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—"বার্টি! বার্টি! বল, কি হয়েছে—সব কথা খুলে বল—না শুনে আমি স্থির হ'তে পারচি না।"

বার্টি মুখে কোনো উত্তর করিল না, কেবল তাহার অঙ্গভঙ্গীতে ও মুখের ভাবে একটা উত্তরের আভাষ ফুটাইয়া তুলিল;—সে ভাণ করিয়া এমন ভাব দেখাইল যে, সে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছে এখন তাহা উল্টাইয়া লইতে চাহে, তাহা না বলাই উচিত ছিল, নিজের মধ্যে গোপন রাখিলেই ভালো হইত।

বার্টি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে,—সে তীব্র বেদনার চিহ্ন নাই, ইভার উপর যে একটা অনুকম্পাদৃষ্টিতে সে চাহিতেছিল সে দৃষ্টিও নাই—এখন সে ধীর ও ব্যবস্থচিত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল—"না ইভা! তোমার কাছে তো কিছু গোপন করচি না—সত্যিই বলবার কিছু নেই।"

—"কিছু নেই! তবে কেন বল্লে 'হতভাগিনী?' কেন আমার প্রতি অমন কৃপাদৃষ্টিতে চাইলে? কি হয়েচে আমার?" ইভার মুখে ফ্র্যাঙ্কের নামটা আসিয়াছিল কিন্তু সাহস করিয়া তিনি বলিতে পারিলেন না। বার্টি তাহা বুঝিল। সে বলিল —"সত্যি ইভা, কিছু গোপন করচি না, আমি বলচি ও কিছু নয়, —কিছু ভেবোনা, আমার মনে এক এক সময় শুধু শুধু কেমন কু-ভাবনা উঠে। দেখ ইভা, দেখ, ফুলদানিটা পড়ে গেছে।" বলিয়া বার্টি কথটা উল্টাইয়া লইতে চাহিল; কিন্তু ইভা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,

—"কি কু-ভাবনা তোমার মনে উঠেছে?"

"কিছু নয়—সে কিছু নয়"—বার্টি তাড়াতাড়ি অস্ফুটকণ্ঠে এই কথাগুলি বলিল। তাহার গলা তখন কাঁপিতেছে, এবং স্বরটা সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সে এমন ভাব দেখাইল যে, যেন কি-একটা ভয়ঙ্কর জিনিস সে গোপন করিয়া যাইতেছে। ইভা আর থাকিতে পারিলেন না, সোফার উপর পড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—কি-একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের ভয় তাঁহার প্রাণটাকে তোলপাড় করিতে লাগিল।

বার্টি ব্যগ্র হইয়া বলিল—"ইভা, ঠাণ্ডা হও! শান্ত হও!"

তাহার ভয় হইতেছিল পাছে সে সময় ঘরে ফ্র্যাঙ্ক আসিয়া পড়েন। সে ধীরে ধীরে ইভার কাছে সরিয়া গিয়া কহিল—"দেখ ইভা, আমি বলচি, আমি শপথ করে বলচি, কিছু নয়,—কিছু হয়নি, ও শুধু আমার কল্পনা! আমি তোমাকে ভালোবাসি,—বোনের মতো দেখি, তাই তোমার জন্য মনে সদাই শুধু শুধু একটা ভয়, একটা ভাবনা জাগতে থাকে,—কি জানি কেন, কেবলই মনে হয়—ইভা ভালো থাকবে তো—ইভা সুখী হবে তো! আমি নিজের জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, সেই জন্য সুখের উপর বড় সন্দিহান, সেই জন্য যাদের ভালোবাসি, যাদের আপনার বলে জ্ঞান করি, তাদের জন্য সদাই প্রাণে এই একটা আশঙ্কা জাগে যে, এই বুঝি তাদের কপাল ভাঙল। বুঝি, সে আশঙ্কা অমূলক, অকারণ, তবু কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারি না। কি করব ইভা, সে দুর্ভাবনা যে দূর হয় না! আমার মনে হয় কি জান? মনে হয় সংসারটা ফাঁকি, এখানকার সব মিথ্যা—এখানে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই, শান্তি নেই, সুখ নেই,—কেবলই দুঃখ! এখানে যে আসে সে কেবল দুঃখই পায়; তাই আমার সব তাতেই সন্দেহ! তোমার কাছে এখন আমার প্রাণের এসব নিরাশবাণী বলা উচিত নয়—তুমি এখন সংসারটাকে নূতন চোখে দেখচ, তোমার চোখের সামনে অপরিমেয় প্রেম, অনন্ত সুখ, অনন্ত নবীনতা জেগে উঠচে, এই সব কথা পেড়ে সেগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছি। কিন্তু ইভা, ফ্র্যাঙ্কের পাশে যখন তোমায় দেখি তখন বুকটা আমার ভরে উঠে; যখন মনে করি তোমাদের দুজনের মিলন হবে তখন প্রাণটা আনন্দে নাচতে থাকে;—ফ্র্যাঙ্ক যে আমার প্রাণের বন্ধু—সে আমার সহায় সম্পদ, সুখ শান্তি সব।

তাকে সুখী দেখতে পারলে আর জীবনে কিছু চাই না! সে তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে! তার দোষ আছে, ত্রুটি আছে, দুর্ব্বলতা আছে, জানি,—তুমি সেগুলো ক্ষমা কোরো, সহ্য কোরো। তাকে তো তুমি জানো—স্বেচ্ছায় সে কখনো অন্যায় করবেনা; আর দুর্ব্বলতার জন্য সে যদি কখনো অন্যায় করে ফেলে তাকে ঘৃণা কোরো না, অবহেলা কোরো না, প্রেমে তাকে বশীভূত করে নিও;—দুজনের মধ্যে কখনো কোনো মনোমালিন্য, কোনো ভুলভ্রান্তি, কোনো গোপনীয়তা আসতে দিয়ো না, সদাই মুক্ত থেকো, সদাই স্পষ্ট থেকো,—আর,—আর সব সময়ে তাকে ভালোবেসো—বাসবে তো ইভা?"

বলিতে বলিতে বার্টিরও চোখে জল দেখা দিল;—তাহার বুকের মধ্যে সেই যে রহস্যময় একটা বেদনা পোষা আছে তাহার দ্বারাই আহত হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল—এ কান্না কান্নার ভাণ নয়, সত্যই কান্না; নিজের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নৈরাশ্যে সত্যই সে কাঁদিয়া ফেলিল। ইভা তাহার পানে ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন;—বার্টির ঐ সব কথায় ও ভাবে তাঁহার মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাঁহার বারবার মনে হইতে লাগিল নিশ্চয় সে কিছু গোপন করিয়া যাইতেছে। তখন বার্টির এই গোপনতা একটা অজ্ঞাত সন্দেহ লইয়া তাঁহার রক্তের মধ্যে বিষের মতো সঞ্চলন করিতে লাগিল।

ইভা বারম্বার জিজ্ঞাসা করার পর হতাশ হইয়া এবার বলিলেন—"তাহ'লে সত্যই বলবার কিছু নেই?"

বার্টি বলিল—"না ইভা, না, সত্যই কিছু বলবার নেই। দেখচো তো দুঃখের আঘাতে আমার নিজের জীবনটা কি রকম জর্জ্জরিত! তাই তোমাদের জন্য আমার ভাবনা হয়। ইভা

আমি যখন চলে যাবো—তোমাদের ছেড়ে বহুদূরে চলে যাবো—তখন তুমি সুখে থাকবে তো ইভা? বল ইভা, সুখে থাকবে তো? বল একবার, শোনাও আমাকে একবার, যে তুমি সুখে থাকবে।”

ইভা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—‘হঁ।’ কিন্তু কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বার্টি গোপন করিয়া যাইতেছে এই সন্দেহে তাঁহার প্রাণের ভিতরটা তখনও কেমন করিতে লাগিল। বার্টি দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্নেহের সহিত তাঁহার হাত দুখানি ধরিল; একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিল—“ইভা! তুমি কি ভাবলে আমায়! কোথাও কিছু নেই, মন-গড়া দুঃখ নিয়ে একটা কাণ্ড করে বসলুম। তোমার মনে কি ব্যথা দিয়েছি?”

ইভা মধুর ভাবে একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—“না। ব্যথা কিসের?”

বার্টি সোফার উপর বসিয়া পড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; হতাশভাবে বলিয়া উঠিল—“হায়! এই তো জীবন! এই তার সুখ!” ইভা আর কোনো কথা কহিতে পারিতেছিলেন না,—তাঁহার হৃদয় তখন বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাত্রি হইয়া আসিল। বার্টি বিদায় চাহিল। ফ্র্যাঙ্কের সেখানে আহার করিবার কথা ছিল সেই জন্য তিনি থাকিয়া গেলেন।

বার্টি যাইবার সময় করুণভাবে আবার বলিল—“ইভা, ক্ষমা করলে তো?” দিনের শেষ-আলোটুকুর পাণ্ডুর আভা সেই সময় বার্টির মুখখানি বুলাইয়া গেল।

ইভা চোখের জল মুছিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“কিসের জন্য ক্ষমা চাইচ?”

—“যদি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার মনে দুঃখ দিয়ে থাকি।”

ইভা ঘাড় নাড়িলেন—কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"ওঃ যে ভয় পাইয়েছ আমাকে! আর কখনো এমন করবে না ত?"

বার্টি অস্ফুট কণ্ঠে কহিল—"না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। ইভা একেলা রহিলেন। ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তিনি আর চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদিয়া ফেলিলেন, মনে হইল আকাশ হইতে একখণ্ড কুজ্ঝটিকা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতেছে! সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিল—সেই মন্‌ডি—সেই নদী—সেই গাঢ় বর্ষা—ঘন অন্ধকার! তাঁহার মনে হইল এই মেঘের মধ্যে তিনি আজ অসহায়, পরিত্যক্ত—পিতা আছেন, ফ্র্যাঙ্ক আছেন সে কথা মনেই পড়েনা—কেবল মায়ের কথা মনে জাগিতেছে। আজকের মতো এমন অসহায়তা তিনি জীবনে আর কখনো বোধ করেন নাই। হঠাৎ মাথাটা বিষম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল;—শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমিয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল তিনি যেন একটা সীমাহীন স্থানের মধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া আছেন, দূর হইতে সমুদ্রগর্জ্জনের মতো বজ্র শব্দ করিয়া একটা মহা বিপদ তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনে হইল তিনি আর দাঁড়াইতে পারিবেন না, এখনই পড়িয়া যাইবেন;—একটা কিছু অবলম্বনের জন্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া দিলেন। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া ইভা নিজেকে স্থির করিয়া লইলেন। চোখ খুলিয়া দেখেন,—ঘরটা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—একটা কিছু আছে—একটা কিছু আছেই! বার্টি নিশ্চয় তাহা গোপন করিয়া গেল।

১৫

পরদিন ইভা মনে মনে সমস্ত কথাটার আবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। মন হইতে বার বার প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কি সেটা?—সেটা কি? বার্টি যাহা গোপন করিয়া গেল তাহা কি? সত্যই যদি ভিতরে কিছু না থাকিবে তবে বার্টি কেন অমন ভাব দেখাইল যেন আমি অকূল পাথারে পড়িতেছি, তাহার জন্য সে আন্তরিক দুঃখিত। আমার তো কিছু হয় নাই, তবে কিসের জন্য তাহার সমবেদনা? সে যে বলিল— জগৎ সংসারকে সে সুনজরে দেখিতে পারে না, সংসারের সুখসম্বন্ধে সে সন্দিহান, তাই সে আমার ভবিষ্যতে কি-আছে-কে-জানে ভাবিয়া ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কি সত্য, না, আমায় স্তোক বাক্যে ভুলাইল? সে যে আমার প্রতি কৃপানুভব করিতেছে তাহার কি কোনো অর্থ নাই? সে কি শুধু কল্পনায় গড়া একটা মিথ্যা দুঃখের জন্য? না, সে আসল কথা গোপন করিয়া যাইতেছে? ইহার মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক নাই তো?

সেদিন যথাসময়ে ফ্র্যাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইলেন—প্রতিদিন যেমন থাকে সেদিনও তেমনি তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা! কিন্তু আজ সেই রেখা ইভার সংশয়কে ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল।

ইভা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

ফ্র্যাঙ্ক যেমন রোজ বলেন তেমনি বলিলেন—"কৈ কিছু তো হয়নি!"

তারপর দুইজনে কথা আরম্ভ করিলেন—তখন আর কাহারো মনে দুঃখের কোনো চিহ্ন রহিল না। একটু আগে যে ইভা চিন্তায়

পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা ভুলিয়া গেলেন, আবার পূর্ব্বের মতো প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন—কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় রসিকতা! এমন সময় বার্টি আসিয়া পড়িল—তখনি আবার পরিবর্ত্তন;—মনে হইল যেন তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একটা অন্তরাল রচনা করিয়া সে দাঁড়াইয়াছে!

এখন এমন অবস্থা যে, ফ্র্যাঙ্ক যখন বার্টির সঙ্গে একলা থাকেন তখন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেন;—বার্টিকে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না;—কোন একটা ছুতা করিয়া তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে পারিলে যেন নিশ্চিন্ত হন। ফ্র্যাঙ্কের মনে হয়, এ কি সেই বার্টি যে সেদিন শীতের রাত্রে শীর্ণদেহে ছিন্নবস্ত্রে ক্ষুধিত অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে আমার দ্বারে ভিক্ষুকের মতো আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! ফ্র্যাঙ্ক তাহাকে চাকরি লইবার কথা বলা পর্য্যন্ত সে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে পূর্ব্বের মতো আর বিনয়ের সহিত কথা কহে না—এখন তাহার কথায় দিন দিন বেশ একটা ঔদ্ধত্য ফুটিয়া উঠিতেছে।

ইভা যখন একলা থাকেন তখন তাঁহার মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। মন হইতে তিনি কিছুতেই দুর্ভাবনাটাকে তাড়াইতে পারেন না—একটা অস্পষ্ট অথচ তীব্র সন্দেহ তাঁহাকে কেবলই যাতনা দিতে থাকে। একএকবার সে সন্দেহটাকে তিনি মন হইতে দূর করিয়া দেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বার্টির কথাগুলা মনে পড়িয়া যায়, আবার সন্দেহটা দৃঢ়ভাবে মন অধিকার করিয়া বসে! মনটা কেবলই বলিতে থাকে —"কি? সেটা কি?" একএকবার ভাবেন ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা

করিবেন, কিন্তু কথাটা মুখে আসিয়া আটকাইয়া যায়;—কি জিজ্ঞাসা করিবেন? একটা স্পষ্ট করিয়া বলিবার তো কিছুই নাই! একটা আভাস, একটা অস্পষ্ট সন্দেহ,—তাহা লইয়া কখনো কোনো আলোচনা চলে?

আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একদিন ইভা ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন—"আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক! সত্য করে বল দেখি, তোমার মনের কোণে কোথাও কি কোনো দুঃখ আছে—এমন কি কিছু আছে যা তোমাকে পীড়া দেয়?"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"না!"

তবে কি? তবে সেটা কি? বার্টি যাহার আভাস দিল সেটা কি? ইভা কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারিলেন না—তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন, কিছুতেই পথ খুঁজিয়া বাহির হইতে পারিতেছেন না; কে যেন চোখ বাঁধিয়া অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি কেবলই হাতড়াইতেছেন, কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছেন না। মন হইতে সন্দেহ যতই দূর করিবার চেষ্টা করেন ততই তাহা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসে;—প্রতিদিন সে নূতন নূতন ইঙ্গিত সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহার দ্বারা কোনো মীমাংসা হয় না, কেবল জটিলতা বাড়িয়া উঠে।

তবে সেটা কি? সত্যই কি ভিতরে কিছু নাই? ইহার উত্তর কে দেয়!

ইভা বার্টিকে আবার একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন। বার্টি করুণ ভাবে একটু হাসিয়া, বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া, মনের উচ্ছ্বাসটাকে একটু দমন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"কেন ইভা! মিছামিছা

মাথা বকাচ্চ? হবে কি? কিচ্ছু হয় নি। আমি তো বলেচি যা আছে সে শুধু আমার কল্পনায়—বাস্তবে নয়।"

বার্টি কথায় আশ্বাস দিল বটে কিন্তু হাসিতে চাহনিতে এমন একটা কুটিলতা ছড়াইয়া দিল যাহাতে সন্দেহ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে।

ইভা জিনিসটাকে কিছুতেই চোখের সামনে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলেন না;—সেটা আভাসের মধ্যে, স্বপনের মতো রহিয়া গেল—কিন্তু তাহাতেই তাঁহার জীবন বিষণ্ণ, প্রেম মলিন হইয়া উঠিল।

১৬

যাহা শুধু আভাসে স্বপ্নে সন্দেহের মধ্যে ছিল তাহা একদিন যেন সত্য হইয়া উঠিল। ইভার মনে হইল তিনি যেন একটা ধরিবার ছুঁইবার মতো কিছু পাইয়াছেন। কিন্তু সেটাই কি এই? —কে জানে?

তাঁহারা সকলেই থিয়েটার হইতে বাহির হইতেছেন,—ভারি ভিড়, ঠেলাঠেলি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া লোক চলিয়াছে। হঠাৎ ইভা দেখিলেন সম্মুখে এক রমণীমূর্ত্তি—তাহার মুখে চোখে হাবে ভাবে কথায় হাসিতে চপলতার তড়িৎ খেলিয়া যাইতেছে; সে ইভাকে ঠেলিয়া ফ্র্যাঙ্কের গায়ের উপর পড়িয়া পরিচিতের মতো কথা আরম্ভ করিল—"এই যে ফ্র্যাঙ্ক! ভালো তো? একেবারে ভুলে ছিলে ভাই!"

ইভা চমকিয়া উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—তাড়াতাড়ি একবার রমণীর মুখে, একবার ফ্র্যাঙ্কের মুখে চোখ বুলাইয়া লইলেন ;—দেখিলেন, ফ্র্যাঙ্ক ক্রোধে উত্তেজিত ও রমণী হতভম্ব হইয়া গেছেন। ফ্র্যাঙ্কের পাশে ইভাকে দেখিয়া রমণী পিছাইয়া পড়িল—আগে সে তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই—তাই এতটা স্বাধীনতা লইয়া ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহিয়াছিল, এখন তাঁহাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ! বার্ট পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে রমণী বিরক্তির সহিত একবার কটাক্ষপাত করিল—তাহার অর্থ এই যে, বার্টের উচিত ছিল তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া,—কারণ বার্টই তো প্রথমে তাহাকে দেখাইয়া দেয়—ঐ ফ্র্যাঙ্ক যাইতেছে, সে তো তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। সে মনে মনে ভারি লজ্জা বোধ করিতে লাগিল—সত্যই সে ইভাকে দেখে নাই—দেখিলে এমন অন্যায় কাজ করিত না।

সকলে বাড়ী ফিরিলেন। আর্চিবল্ড এ সব কিছুই লক্ষ্য করেন নাই—তিনি ফ্র্যাঙ্কের নিকট বিদায় চাহিয়া ইভাকে শয়নকক্ষে যাইতে বলিলেন। ফ্র্যাঙ্ক বুঝিলেন, বিপদ ! ইভার সহিত এখনই দেখা করিয়া ব্যাপারটা পরিষ্কার না করিলে ফল গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন—“ক্ষমা করবেন—আমি ইভার সহিত এখনই একবার কথা কহিতে চাই।”

আর্চিবল্ড বলিলেন—“আচ্ছা।” বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক দুইজনে সামনাসামনি দাঁড়াইয়া রহিলেন ;—কাহারো মুখে কথা নাই, কেবল পরস্পরের প্রতি পরস্পরে একটা সন্দেহমিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

ফ্র্যাঙ্কের ভয় হইল—ইভা নিশ্চয় একটা সন্দেহ করিয়া

বসিয়াছেন! সে সন্দেহ দূর করিতেই হইবে! ফ্র্যাঙ্ক তড়াহুড়ি করিয়া কতকগুলা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

—"ইভা! বিশ্বাস কর আমাকে—সত্যি বলচি ও কিছু নয়—কিছু মনে এনো না;—একটু আগে—যা দেখেচ তা থেকে কোনো কু ভেবো না।"

তারপর একনিশ্বাসে ফ্র্যাঙ্ক সব কথা বলিয়া ফেলিলেন—"সে থিয়েটারের অভিনেত্রী—অনেক দিন আগে একবার আলাপ হয়েছিল—সে সব বহুদিন শেষ হয়ে গেছে—সে এখন অতীতের কথা! ইভা! জান তো পুরুষমাত্রেরই জীবনে একটা না একটা অতীত রহস্য থাকে!"

ইভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"অতীত রহস্য! পুরুষমাত্রেরই একটা না একটা অতীত রহস্য থাকে! কিন্তু রমণী আমরা—আমাদের জীবনে তো কই কোনো অতীত রহস্য থাকে না।"

কথাগুলা ফ্র্যাঙ্কের মর্ম্মে মর্ম্মে শেলের মতো বিঁধিতে লাগিল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, হতাশভাবে আকুল কণ্ঠে শুধু বলিয়া উঠিলেন—"ইভা! ইভা!"

কি করিয়া ইভাকে বুঝাইবেন, কি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবেন সেই চিন্তায় ফ্র্যাঙ্ক পাগল হইয়া উঠিলেন।

ইভা ফ্র্যাঙ্কের কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন; ইচ্ছা, সমস্ত অন্তরটা খুঁজিয়া ভালো করিয়া দেখিয়া লন, সেখানে কিছু গোপনতা আছে কি না! তার পর ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! শুধু এইটুকু বল, যদি মিথ্যে হয় তবুও বল, যে, সত্যিই তুমি সে সব শেষ করে দিয়েচ!"

ফ্র্যাঙ্ক নতজানু হইয়া বলিলেন—"ইভা! বিশ্বাস কর। শপথ করে বলচি, সত্যিই সে বহুদিন শেষ হয়ে গেছে!"

ফ্র্যাঙ্কের কথার আকুলতা হইতে একটা সত্যের সুর বাজিয়া উঠিতেছিল; তাহাতে মুহূর্তের মধ্যে ইভার হৃদয় হইতে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার নিকট যখন বারবার ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন—'ইভা, এখন ভুলে যাও সে সব কথা; মনে কর সে কেবল স্বপ্ন!' তখন ইভার বোধ হইল যেন সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়া প্রেমের নবীনতর আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছে,—চোখের সামনে যাহা ঘটিয়া গেল তাহা কিছু নয়, তাহা কেবল স্বপ্ন!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে ইভা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। আবার সেই সন্দেহ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—তাঁহার মনে হইল যেন জীবন হইতে আশা, কল্পনা, সুখ, শান্তি, প্রেম চিরদিনের জন্ম চলিয়া গেছে!

১৭

ইভার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দিয়া অবধি বার্টি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন এক দুর্গম পিচ্ছিল পথে পা দিয়াছে—তাহাকে এখন সাবধানে চলিতে

হইবে। সে যাহা করিয়া তুলিয়াছে তাহা যদি কোনো রকমে বেফাঁশ হইয়া যায় তাহা হইলে আর রক্ষা নাই!

একএকবার তাহার ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা সব ব্যর্থ হইয়া গেছে! ইভার মনের মধ্যে যে সন্দেহের বীজ সে ছড়াইয়া দিয়াছে তাহাতে আশানুরূপ ফল হইবে কি না তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে তাহার এইটুকু ভরসা ছিল যে, ইভা ফ্র্যাঙ্ককে অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই জানেন, সেজন্য তাঁহার ভালোবাসার বিপক্ষে কিছু বলিলে ইভা একেবারে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। কিন্তু কৈ, সে তো ইভা ও ফ্র্যাঙ্কের ব্যবহারের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখিতেছে না। তবে এ কি হইল? সবই কি বিফলে গেল? বার্টি একেবারে হতাশ হইল না;—ঘটনাস্রোত কোন্ দিকে চলিয়াছে ধৈর্য্যের সহিত তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল।

বার্টি প্রথম যখন ইভার মনে ফ্র্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ঘনাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছিল তখন তাহার মনটা যে একটু ইতস্তত করে নাই তাহা নহে। নিজের স্বার্থের জন্য এমন নির্ম্মমভাবে পরম হিতৈষী বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিতে তাহার হৃদয়টা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইভার সহিত যখন কথা আরম্ভ হইয়া গেল তখন কথার স্রোত তাহাকে আপনা-আপনি যে সেই সর্ব্বনাশের পথেই টানিয়া লইয়া গেল—সে তো ঠেকাইতে পারিল না। সে যে কিছুতেই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। দৈবের বিধানে কি হইতে কি হইয়া গেল! সে কি করিবে? তাহার দোষ কি?

সেদিন রাত্রে থিয়েটার হইতে ফিরিবার সময় সেই অভিনেত্রীর

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সে যে তাহাকে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল —"ঐ তোমার ফ্র্যাঙ্ক!" সেও দৈবের লীলা নয় ত কি? না হইলে সেখানে সেই মুহূর্ত্তে সেই অভিনেত্রীই বা আসিয়া পড়িবে কেন? ইভাই বা এত ভিড়ের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইবেন কেন? দৈব তো এমনি করিয়াই তাহার ভক্তকে সুযোগ দেখাইয়া দেয়,—পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়! সে কেমন করিয়া দৈবের দান অগ্রাহ্য করে? ইহাতে তাহার দোষ কৈ? বার্টি এই বলিয়াই তাহার ক্ষুব্ধ মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল;—তাহার নৃশংসতাকে সে এমনি করিয়া সমর্থন করিয়া গেল। তাহার আরো একটা যুক্তি ছিল। সে বলিত হয়ত ভগবানের ইচ্ছা নয় ফ্র্যাঙ্কের বিবাহ হয়। ফ্র্যাঙ্ক যে-রকম লোক তাহাতে তাহার উচিতই নয় বিবাহ করা। কারণ তাহার চিত্ত নিতান্তই দুর্ব্বল—পরিবর্ত্তনশীল; তাহার প্রেমে এতটুকু গভীরতা নাই;—স্ত্রীকে সে কখনই সুখী করিতে পারিবেনা।

এমনি করিয়া জোরের সহিত যদিও বার্টি নিজের মনকে বার বার বুঝাইত তবুও মনের অতি গোপন কোণ হইতে কে যেন উচ্চকণ্ঠে তাহাকে বলিয়া উঠিত—"বার্টি! ও তোমার আত্মপ্রতারণা! আত্মপ্রতারণা!" তাহার প্রাণটা তখন অনুশোচনায় বিরস হইয়া উঠিত।

বার্টি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজ ভাবে দেখিবার চেষ্টা করিত, মনে করিত আপনা হইতেই সব হইয়া যাউক, আমি এ পাপ কাজের মধ্যে থাকিব না—কিন্তু কার্য্যকালে সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না। কি করিয়া তাহার পাকচক্র পাকাইয়া তুলিবে সেই ভাবনায় দিবারাত্র সে অস্থির হইয়া থাকিত।

ইভার সহিত সাক্ষাৎ—সে এখন কী বিষম ব্যাপার! অতি সন্তর্পনে, অতি সাবধানে, অতি ধীরতার সহিত কথা কহিতে হয়। একটু আল্‌গা হইবার জো নাই! কোথাও এতটুকু অসতর্ক হইলে সব মাটি! কোন্ কথাটা পূরা বলিতে হইবে, কোন্‌টা ইঙ্গিতে সারিতে হইবে, কোন্ বিষয়টা মুখে একরকম বলিয়া ধরণধারণ এমনি দেখাইতে হইবে যে তাহার অর্থ যাহা বলা হইয়াছে ঠিক তাহার উল্টা, তাহা বিচার করিয়া সেই মতো চলিতে বার্টি অস্থির হইয়া উঠিত। ইসারায় ইঙ্গিতে একটা অস্পষ্ট সন্দেহের অন্ধকার ঘনাইয়া তোলা, সে কি সহজ ব্যাপার! স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার জো নাই—পৃথিবীটা দুঃখময় এই সত্যের দাবী দিয়া বুঝাইতে হয় যে, কোন বিশেষ কারণে ফ্র্যাঙ্কের সহিত তাঁহার বিবাহিত জীবনটাও দুঃখময় হইবে। এমনি করিয়া প্রতিদিন ভাণ করা, প্রতিদিন নাট্য অভিনয় করা, প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিপদক্ষেপ বিচার করিয়া চলা কী ভয়ঙ্কর!

ইভা যদি কখনো বার্টির কোনো কথায় সন্দেহ করিতেন, অমনি তৎক্ষণাৎ সে কৌশলে তাহা উল্টাইয়া লইয়া আত্মরক্ষা করিত। বিচক্ষণ খেলোয়াড় যেমন সর্ব্বদাই নিজেকে রক্ষা করিতে সতর্ক থাকিয়া বিপক্ষের গায়ে আঘাত করিবার সুযোগ খোঁজে, বার্টিও তেমনি করিয়া সুযোগ খুঁজিয়া ইভাকে ধীরে ধীরে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল।

বার্টির এই আঘাত কিন্তু ইভার পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কল্পনায় ভবিষ্যতের একটা সুখের চিত্র আঁকিয়া মনে যেটুকু আনন্দ পাইতেন তাহার চেয়ে বার্টির এই আঘাত তুলনায় ঢের বেশি দুঃখ দিত;—মনে হইত এই দুঃখটাই বাস্তব;

ভবিষ্যতের সুখকল্পনার আনন্দটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ! ভাবিতে ভাবিতে কল্পনার সেই সুখচিত্রটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইত—সম্মুখে দুঃখের ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য জাগিয়া উঠিত !

তিনি মনকে বুঝাইতেন—'কিসের কষ্ট আমার ? কেন দুঃখ পাই ? সাধারণ লোকে যেমন হইয়া থাকে ফ্র্যাঙ্কও তাহাই! তাঁহার নিকট হইতে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের কেন আকাঙ্ক্ষা রাখি ? পার্থিব প্রেম মলিন হইলেও সেটা কি কম ?—তাহাতেই কেন সুখী হই না !' কিন্তু মন কিছুতেই বুঝিত না। বার্টির সন্দেহটাকে তিনি অমূলক বলিয়া যতই বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিতেন ততই সেটা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসিত। সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর একটা জিনিষ ফেলিয়া দিলে সেটা যেমন একবার সমুদ্রের দিকে যায় আবার তীরের দিকে ফিরিয়া আসে, আবার যায়, আবার আসে তেমনি করিয়া, তিনি যতই যুক্তি, তর্ক দিয়া সন্দেহটাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন, ততই তাহা বার বার ফিরিয়া আসিত।

শেষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি একদিন নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয় ফ্র্যাঙ্ককে সত্যই সন্দেহ করে—অভিনেত্রী সম্বন্ধে ফ্র্যাঙ্ক যে কথা বলিয়াছেন তাহাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বিষয়টা খোলসা করিয়া লইবার জন্য একদিন তিনি বার্টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বার্টি ! স্পষ্ট করে বল দেখি সেদিন যে কথাটা আভাসে বলতে চেয়েছিলে সেটা কি ? কি সে গোপন কথা ?"

বার্টি গম্ভীরভাবে বলিল—"সে কিছু নয় !"

ইভা তাহার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন !

ইভা কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তবে বুঝেছি! আর বলতে হবে না।"

বার্টি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"সত্যি বলছি, আমি জানি না।"

ইভা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বুঝেছি, এখনও ফ্র্যাঙ্ক তাকে ভালোবাসে। তাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। আমার ভয়ে হয়ত সে এখন তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে না, কিন্তু মনে মনে তাকেই ভালোবাসে। বুঝেছি,—সেই জন্যই ফ্র্যাঙ্ক অত গম্ভীর! অত বিমর্ষ! কেমন নয় কি?"

বার্টি বলিল—"দোহাই তোমার! সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না।"

ইভা প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন—"তবে কেন সে আমায় ভালোবাসার ভান দেখিয়েছিল? কেন সে আমায় বিবাহ করতে চেয়েছিল? বোধ হয় তার মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল, তাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে—তাই সে আমায় চেয়েছিল। মনে করেছিল, আমায় নিয়ে নূতন পথে সে জীবনের গতি ফেরাতে পারবে—তাই সে আমায় চেয়েছিল! ওঃ আমি বুঝেছি! আর বলতে হবে না।"

বার্টি বলিল—"ইভা! থাম,—চুপ কর। সত্যই আমি কিছু জানি না।"

এই বলিয়া বার্টি অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

ইভা আর কথা কহিতে পারিলেন না;—বর্ষার বারিধারার মতো জলোচ্ছ্বাসে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া গেল।

১৮

এত দুঃখের মধ্যেও বারবার ইভা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন ;—তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—কী চতুরতার সহিতই তিনি ফ্র্যাঙ্কের গোপন কথাটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন! প্রকৃত ব্যাপার যে কি তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি ছিলেন বালিকার মতো সরলা। এ কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ক্রুরবুদ্ধি বার্টি তাহার সেই রহস্যময় দৃষ্টির চুম্বক-শক্তির প্রভাবে তাঁহাকে সম্মোহিত করিয়া যাহাতে নিজের স্বার্থসাধনের সুবিধা হয় তাহাই তাঁহাকে ভাবাইয়াছে, তাহাই তাঁহাকে দিয়া বলাইয়া লইয়াছে। বার্টি যে পুতুলের মতো তাঁহাকে নিজের ইচ্ছামত নাচাইতেছে তাহা তিনি বারেকের তরেও সন্দেহ করেন নাই।

তাহাকে তিনি এখনো পর্য্যন্ত নিজের ভাইটির মতোই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সে যে সর্ব্বনাশ করিতেছে সে কথা ঘৃণাক্ষরেও ভাবেন নাই। তিনি জানিতেন, বার্টি তাঁহাকে স্নেহ করে, তাঁহার ভালো মন্দের কথা ভাবে, পাছে ফ্র্যাঙ্কের সম্বন্ধে সত্য কথা বলিলে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে সেই জন্যই সেকথা সে বলে না, গোপন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু চতুরতার অভাবে লুকাইতে পারে না, একটু পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে আভাবে বলিয়া ফেলে। বার্টির ব্যবহার সম্বন্ধে ইভার কোনরূপ সন্দেহই ছিল না। তিনি জানিতেন না যে, মাকড়সা যেমন করিয়া মাছিকে নানা উপায়ে জালের দিকে আকর্ষণ করে তেমনি করিয়া বার্টি তাঁহাকে বিপদে ফেলিতেছে।

এই সব ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর হইতে বার্টি নিজেও কিন্তু

আর স্বীকার করিত না যে তাহার দ্বারাই এই সব কাণ্ড ঘটিয়াছে; সে মানিত না যে সে নিজেই ইভার মনে সন্দেহের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিয়াছে। সে বলিত এ নিয়তির খেলা—ভাগ্যচক্রের ফের! মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কখনো এমন একটা কাণ্ড এমন নির্ব্বিঘ্নে ঘটাইয়া তুলিতে পারে? সমস্ত ব্যাপারগুলা যেন আপনা-আপনি হইয়া আসিতেছে;—কোথাও এতটুকু বিঘ্ন নাই। দৈব তাহার সহায় হইয়া ইভার বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে—ইহাতে তাহার নিজের কোনো হাত নাই;—একথা ভুল নয়—এ আত্মপ্রতারণা নয়—এ অভ্রান্ত সত্য—এই বলিয়া বার্টি নিজের সমস্ত দোষ কাটাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত্রে ইভা বাপের ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। আর্চিবল্ড তখনও পুস্তক পাঠে মগ্ন ছিলেন। তিনি ভাবিলেন প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে ইভা যেমন তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে আসে আজও তেমনি আসিয়াছে, কিন্তু চাহিয়া দেখিলেন তাহা নহে! ইভা কোনো কথা না কহিয়া গম্ভীরভাবে বসিলেন—ঘুমন্ত লোক চলিয়া বেড়াইলে তাহার মুখভাব যেমন অস্বাভাবিক দেখায় তাঁহার মুখভাব ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছিল।

ইভা বলিলেন—"বাবা! তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

আর্চিবল্ড তাঁহার পানে বিস্মিত নয়নে চাহিলেন। সেই নিস্তব্ধ শান্ত পাঠঘরের মধ্যে দিবারাত্র ইতিহাসচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার বারেকের তরেও সন্দেহ হয় নাই যে, যে দুইটি প্রাণীকে তিনি প্রতিদিন দেখিতেছেন, যাহারা তাঁহার পাশে

পাশে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চলিয়াছে। বাহিরের কোলাহল, উচ্ছ্বাস, আবেগ তাঁহার নির্জ্জন পাঠাগারের চৌকাট অতিক্রম করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আর তাঁহার কাছে পৌঁছিত না। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন, এবং জগৎসংসারটাও তাঁহারই মতো নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। আজ হঠাৎ কন্যার মুখে চিন্তার ছায়া, কথায় রুদ্ধ বেদনার উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইভা! তোর কি কোনো অসুখ করেছে?"

ইভা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না—না। অসুখ করবে কেন? বেশ আছি। তোমার সঙ্গে একটা গুরুতর কথা আছে তাই বলতে এলুম। তুমি ফ্র্যাঙ্ককে আমার হয়ে একটা কথা বলতে পারবে?"

—"ফ্র্যাঙ্ককে?"

"হাঁ—ফ্র্যাঙ্ককে! সেদিন রাত্রে যখন আমরা থিয়েটার থেকে ফিরছিলুম—" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ও সেই অভিনেত্রী সম্বন্ধে ফ্র্যাঙ্কের উপর তাঁহার সন্দেহের আভাব—এক নিশ্বাসে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন। ফ্র্যাঙ্ককে সন্দেহ করা যে অন্যায়, মন সে কথা বলিতেছিল কিন্তু কিছুতেই তাহা দমন করিতে পারিতেছিলেন না। একএকবার তাঁহার মনে হইতেছিল স্বাক্ষীস্বরূপ বার্টির নামটা উল্লেখ করেন—কিন্তু আবার ভাবিলেন সে তো স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই তবে তাহাকে ইহার মধ্যে জড়াইয়া লাভ কি! সেইজন্য তিনি বার্টির কথা একেবারে চাপিয়া গেলেন।

আর্চিবল্ড বিস্ময়ে অবাক হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যার অন্তরের মধ্যে যে এইরূপ একটা ঝড় বহিতেছে তাহা তিনি ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই;—তাঁহার ধারণা ছিল সমস্তই বেশ নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করতে চাস?"

—"করতে এই চাই, যে, তুমি ফ্র্যাঙ্কের মুখের উপর স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা কর যে, সে এখনো তাকে ভালোবাসে কি না; তাকে সে ত্যাগ করতে পারবে কি না। আর সে যে আমার কাছে অমন বিমর্ষ হয়ে মুখ বুজে থাকে তারই বা কারণ কি? তাকে তুমি বলাও—সত্য কথা বলাও। আমি আর সংশয়ের মধ্যে থাকতে পারি না;—যাহ'ক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—আমার অদৃষ্টে কি আছে, শুনে নি। সে তোমার কাছে হয়ত সমস্ত কথা খুলে বলতে পারে। তাহ'লে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়;—সেও বোঝে, আমিও বুঝি। আমি যে তাকে সন্দেহ করচি সে কথা কিন্তু তার কাছে বোলো না। কারণ আমার সন্দেহ যদি মিথ্যা হয় তাহ'লে সে আমার উপর রাগ করবে—অভিমান করবে। সে আমি সইতে পারব না। আমি জানি তাকে সন্দেহ করা, তার কথা অবিশ্বাস করা দোষ, কিন্তু মনকে কিছুতেই যে বোঝাতে পারচি না—অবিশ্বাস কিছুতেই যে দূর হচ্ছে না! কেবলই মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে কি-যেন-একটা আছে, কি-যেন-একটা ঘটেছে;—বুঝতে পারচিনা সেটা কি। কে যেন কানের কাছে সদাই জোর করে বলচে—'বিশ্বাস কোরোনা—তাকে বিশ্বাস কোরোনা!' জানি না কে বলে,—কিন্তু শুনতে পাই বলচে—সে যেন শুধু একটা কণ্ঠস্বর! আবার একএকসময় মনে হয় যেন কার কালো

কালো ছুটো চোখ আমার দিকে কেবলই চেয়ে আছে ;—রাত্রে যখন ঘুম হয় না তখনো দেখি চেয়ে আছে। বাবা, ফ্র্যাঙ্ককে বোলো যা বল্লুম। আমি কি দুঃখ ভোগ করচি তা কি বুঝতে পারচ।”

বলিতে বলিতে ইভা নতজানু হইয়া বাপের কোলে মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা যন্ত্রচালিতের মতো কন্যার মাথায় স্নেহের সহিত হাত বুলাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের দুঃখটা যে কি তাহা তিনি একেবারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কন্যাকে তিনি স্নেহ করিতেন সত্য কিন্তু সে স্নেহটা স্বভাবের শুধু একটা কোমল ভাবমাত্র ছিল, তাহার মধ্যে সহানুভূতি ছিল না। তিনি গোটেই মেয়ের হৃদয়টাকে বুঝিতেন না ;—সে হৃদয় যে অল্পেই আঘাত পায়, অল্পতেই ব্যথায় ভরিয়া উঠে, তাহার ভিতর যে নানা সূক্ষ্ম ভাবের স্রোত, নানা অনুভূতির স্পন্দন চলিয়া তাহাকে কখনো হাসাইতেছে, কখনো কাঁদাইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতেন না ; তিনি বলিতেন সে সব সুখদুঃখ আসল নয়, কাল্পনিক ! যাহাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাহারাই সেগুলাতে অভিভূত হইয়া পড়ে। যাহারা জগতে টিঁকিয়া থাকিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে সেগুলা জয় করিতে হইবে। তাঁহার কন্যার হৃদয়ে যাহাতে কোনোরূপ দুর্ব্বলতা না থাকে সেই জন্য তিনি তাঁহাকে উদার ভাবের শিক্ষা দিয়াছেন ; তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন জগৎ সংসারটা কী !—সেটা কত কঠোর বাস্তব পদার্থ ! সেখানে আছে কেবল স্বার্থ ! পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সেখানে নিজের সুখশান্তি জয় করিয়া লইতে হয়। এখন বুঝিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—এত করিয়াও তাঁহাকে তৈরি করিয়া তুলিতে

পারেন নাই—তিনি ঠিক তাঁহার মায়েরই মতো হইয়াছেন—সেই-রূপ কোমল, দুর্ব্বল, স্বপ্নময়—কল্পনাসর্ব্বস্ব!

ফ্র্যাঙ্ককে তিনি কি বলিবেন? সেই অভিনেত্রীর কথা? কেন? সে তাহার সহিত সে রাত্রে আলাপ করিয়াছিল এই জন্য? ইহা এমনই বা কি কথা? এরূপ ঘটনা তো সর্ব্বদাই ঘটিতেছে দেখা যায়! কি তাহার দোষ? এ সহরে এমন কোন্ যুবাপুরুষ আছে যাহার সঙ্গে কোনো না কোনো অভিনেত্রীর আলাপ নাই! এ তো স্বাভাবিক ঘটনা! ফ্র্যাঙ্কের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সে তো হাসিয়া উড়াইয়া দিবে—আমাকে নিতান্তই বোকা ঠাওরাইবে! তারপর, আর্চিবল্ডের যখন মনে হইল ফ্র্যাঙ্কের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তাঁহার কয়েক ঘণ্টা সময় তর্কে বিতর্কে বৃথা যাইবে, অপ্রিয় আলোচনায় মনের শান্তি নষ্ট হইবে, তিনি যে অখণ্ড নিশ্চিন্ততার মধ্যে থাকিয়া ইতিহাস আলোচনা করিতে-ছেন তাহাতে ব্যাঘাত আসিয়া পড়িবে তখন কিছুতেই তিনি সে ভার লইতে সাহস পাইলেন না;—তিনি ভাবিতে লাগিলেন অনর্থক একটা গণ্ডগোল পাকাইয়া কেন নিজেকে চঞ্চল করিয়া তুলি? হাঁ, বুঝিতাম বিষয়টার গুরুত্ব আছে তাহা হইলে না হয় কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার একটা আলোচনা করিতাম; —কিন্তু মিছামিছি কেন? এই সব ভাবিয়া তিনি ইভাকে অত্যন্ত সাধারণভাবে বলিলেন—"কি পাগলামি করচিস ইভা! মনগড়া একটা দুঃখ নিয়ে হাহুতাশ!"

ইভা উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"না বাবা! এ আমার মনগড়া দুঃখ নয়। নিশ্চয় একটা-কিছু আছে যা আমায় দুঃখ দিচ্ছে; আমার চার দিক ঘিরে সেটা রয়েছে—আমি বেশ বুঝতে পারচি;

কিন্তু তাকে আমি আয়ত্তে আনতে পারচিনা—তাকে বুঝতে পারচিনা, সেটা যেন কি একটা অনন্ত রহস্যের মধ্যে ডুবে রয়েছে !"

—"কী পাগলের মতো বকচিস !"

—"যখন আমি ভেবে বোঝবার চেষ্টা করি বাবা, তখন সেটা আমার কাছ থেকে সরে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে !"

—"এ সব তোর কী কথা ! এর মানে কি ? আমি বুঝতে পারচিনা। থাম্ তুই।"

—"না বাবা ! সে তুমি বুঝতে পারবে না ;—তুমি যে পুরুষ ! নারীর হৃদয়ে কিসে কি হয় তা তুমি কেমন করে বুঝবে ! তুমি বল, আমি যা বল্লুম ফ্র্যাঙ্ককে বলবে ?"

—"না, বোলবো না ! বল্লে সে আমার মুখের উপর বলবে এ কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার কী অধিকার আছে ! সকলেই জানে, পুরুষমাত্রেরই অভিনেত্রী কি ঐ রকম ধরণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ থাকেই। তাতে কি হ'ল ? তার মধ্যে দোষের তো কিছু দেখিনা। তা ছাড়া ফ্র্যাঙ্ক যখন তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে তখন সে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তার সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ রাখবেনা—এটুকু আত্মসম্মানজ্ঞান তার আছে—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ! কোনো রকম কু ভাবা তোর ভারি অন্যায় !"

ইভা তখন মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের বেদনা তিনি আর কিছুতেই ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না—নদীর উচ্ছ্বাসের মতো তাহা উথলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল ;—একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদে ঘরটা ভরিয়া উঠিল।

তিনি মিনতির স্বরে বলিলেন—"বাবা ! আমার এই দুঃখের

কথা ভেবে তাকে একবার বোলো—আমি যা বলতে বলেছি বোলো। আমি আর সহ্য করতে পারচিনা! আমি যে নিজের মুখে এ সব কথা বলতে পারবো না।"

এই বলিয়া ইভা বাপের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিলেন। আর্চিবল্ড বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কান্নাটাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া তাঁহার নিকট হইতে কখনো কিছু পান নাই—বরঞ্চ উল্টা ফল ফলিত। ইভার কান্না দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

—"ওঠ্। কাঁদচিস কিসের জন্তে? কতকগুলো মিথ্যা কল্পনা নিয়ে মিছামিছি কষ্ট ভোগ করচিস্। আমাকে যে বিরক্ত করে তুল্লি। আমি আর তোর কোনো কথা শুনতে চাই না! যা।"

ইভা কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পিতার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। স্থির করিলেন, পিতা যখন বলিবেন না, তখন নিজেই যেমন করিয়া পারেন সে কথা ফ্র্যাঙ্ককে বলিবেন। বাপের ব্যবহারে তাঁহার অভিমান উথলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল পিতার স্নেহ, ভালোবাসা সবই বাহ্যিক—অন্তরের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নাই। ভাবিতে ভাবিতে বোধ হইল, পিতা যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেছেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক মরুভূমির ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে! সেই অসহায় অবস্থায় তাঁহার মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি চীৎকার করিয়া 'মা! মা!' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মায়ের জন্য আজ অনন্ত শোক তাঁহার হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। তাঁহার অভাব আজ যেমন বোধ করিলেন জীবনে আর কখনো তেমন করেন

নাই। তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা এস, এস! আমার এই দুঃখের দিনে একবার এস! এসময় কোথায় রইলে তুমি? দেখচ না আমি অসহায়, বিপদাপন্ন!—তুমি এসে আমার সহায় হও—উদ্ধারের উপায় বলে দাও—আমার আর কেউ নেই মা!"

নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ধৈর্য্যের সহিত ইভা মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৈ কেহ তো আসিল না। শুধু অনন্ত রাত্রিটা একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লইয়া যেন একটা কালো পরদার মতো সমস্ত পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করিয়া চোখের সামনে পড়িয়া রহিল!

১৯

পরদিন সকালে ফ্র্যাঙ্ক আসিয়া দেখিলেন, ইভা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আছেন। তিনি ব্যথিত হইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ইভা?"

উত্তর দিতে প্রথমে ইভার একটা সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতা বোধ হইতে লাগিল;—প্রসঙ্গটা যে নিতান্ত সাঙ্ঘাতিক! ইভা মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"না, আজ আর দুর্ব্বলতা নয়। আজ হৃদয় দৃঢ় হও।" বলিয়া তাঁহার সেই কোমল প্রাণের মধ্যে যতটুকু শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল তাহার সবটাকে তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। তিনি অসহায়, পিতা তাঁহার পক্ষ লইলেন না, একলাই তিনি সংগ্রামে দাঁড়াইয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে খুব দৃঢ় রাখিবার জন্য সচেষ্ট রহিলেন।

একটা হতাশমিশ্রিত উত্তেজনার সহিত ইভা বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সঙ্গে আজ একটা বোঝাপড়া করে নিতে চাই। আমার সন্দেহটা যে মিথ্যা তা বুঝতে পারচি, কিন্তু মনকে তা স্বীকার করাতে পারচি না সেই জন্যে তোমার মুখ থেকে সত্য কথা শুনে নিয়ে নিঃসংশয় হতে চাই। কথাটাকে নিজের মধ্যে যতই চেপে রাখতে চাই ততই নিজেকে পীড়িত করে তুলি;—আর সহ্য হয় না। নিজের মুখে কথাটা তোমার সামনে তুলতে পারব না বলে বাবাকে বলেছিলুম তোমাকে বলতে, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না,—হয় তো তিনি যা ভালো বুঝলেন সেইটেই ভালো, কিন্তু আমার মন যে মানচেনা তাই নিজেই তোমায় জিজ্ঞাসা করচি।"

বাধ্য হইয়া কথাটা নিজমুখে বলিতে হইতেছে বলিয়া ইভার মনের মধ্যে তখনো কেমন একটা ক্ষোভ হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সেই অভিনেত্রী! তারই কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারচি না।"

—"কিন্তু ইভা! সে তো—"

—"চুপ কর। সব কথা আগে বলে নি;—বাধা পেলে হয় ত আর বলতে পারব না।"

—"সর্ব্বদাই যেন আমি তাকে কাছে কাছে দেখচি—তার গায়ের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগচে, তার কণ্ঠস্বর সদাই কানে কানে বাজচে;—আমি কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারচি না"—বলিতে বলিতে ইভা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সেই যে কাহার দুইটা কর্ত্তৃত্বভাবপূর্ণ কালো কালো চোখ, যাহা অনবরত তাহার কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার মনে হইল, তাহা যেন তখন

তাঁহার পানে কর্কশভাবে চাহিয়া তাঁহাকে শাসন করিতেছে,—সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বরটা কানের পাশে সেই গুপ্তমন্ত্র ফুসলাইতেছে। তিনি যাহা বলিতেছেন, যাহা করিতেছেন তাহা যেন সেই কণ্ঠস্বর, সেই চক্ষু দুইটারই প্ররোচনায়;—তাহারাই যেন তাঁহার মুখ দিয়া তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত কথা বলাইয়া লইতেছে।

তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও! ফ্র্যাঙ্ক!" তাঁহার চক্ষু বহিয়া জল ঝরিতে লাগিল। পাছে এই দুর্ব্বলতায় সমস্ত কথাটা খুলিয়া বলিবার সাহস চলিয়া যায় সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন—"না!—আমি তোমার মুখের উপর স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করব! কেন তুমি আমার কাছে অমন গম্ভীর হয়ে থাক? কেন সব কথার স্পষ্ট জবাব দাও না? কিছু নয় বলে সব উড়িয়ে দাও কেন? বুঝেছি! সেই অভিনেত্রীটাকে এখনো তুমি ভালোবাস—আমার চেয়েও ভালোবাস! এখনো তার কথা ভুলতে পারনি। সে তোমার জীবনসর্ব্বস্ব! সে তোমার সব! হোক সে তোমার সর্ব্বস্ব, সেজন্য আমি ক্ষোভ করি না কিন্তু কেন তুমি আমাকে ভালোবাসার ভান দেখিয়েছিলে? কেন আমার ভালোবাসা অপহরণ করেছ? আমি বুঝতে পারচি তোমার মনে কোথায় বাধচে! তুমি বলবে সে তোমার প্রথম প্রণয়িনী! তাই সে প্রণয়ের মোহ, তা সে যতই ঘৃণ্য হক্, হেয় হোক্, তুমি কাটাতে পারচ না। তাই আমার কাছে তুমি এমন বিমর্ষ হয়ে থাক। বেশ! তাই যদি হয়, স্পষ্ট করে বল; একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। আমি তোমার মুখ থেকে না শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারচি না। দেখ, সন্দেহটা আমার নিজের সন্দেহ নয়! কে যেন আমার উপর সেটা

জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। আমার মন, আমার বিশ্বাস তাকে যতবার প্রত্যাখ্যান করে ততবারই সে ফিরে ফিরে এসে আমাকে পীড়িত করে তোলে ;—আমি কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্তি পাচ্চি না। তাই তো তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। আমি আর এ সংশয়ের যাতনা সহ্য করতে পারি না। ফ্র্যাঙ্ক, তুমি একবার বল—যা হয় বল—না হয় বল যে আমি নির্ব্বোধ তাই অমন সব চিন্তা মনে স্থান দিই। বল, সত্য করে বল যে আমার সন্দেহ মিথ্যা ;—তুমি তাকে ভালোবাস না, তার কাছে যাও না—তুমি আমাকেই শুধু ভালোবাস।"

বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের বেদনা মুখের উপর জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার তখনকার সে ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে নিজের নখের দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন।

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ইভার প্রাণের সে বেদনা বুঝিতে পারিলেন না। ইভার কথায় তাঁহার সমস্ত শরীরটা একটা অমানুষিক রাগে জ্বলিয়া উঠিল ;—এই রকম রাগ তাঁহার বহুদিন হয় নাই, যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন একএকবার হইত! তাঁহার এ রাগ বড় ভয়ঙ্কর—তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য করিয়া তোলে —মনের আর সমস্ত ভাবকে দমন করিয়া সে প্রধান হইয়া উঠে—তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তাঁহার এই কথা মনে হইয়া রাগ হইল—ইভার এ কী অবিচার! আমার কথা, আমার আশ্বাস, আমার সরলতা সে বিশ্বাস করে না! আমি এমন কী করিয়াছি যাহাতে তাহার এত সন্দেহ! সে কি মনে করে আমার এতটুকু আত্মসম্মানবোধ নাই?—আমি মিথ্যাবাদী! রাগে তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল—তাঁহার চক্ষু দুইটা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত বসিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"ইভা! এ অসহ্য! তুমি আমাকে যে এত নীচ ভাবো তা স্বপ্নেও কখনো মনে করিনি! কী ভয়ঙ্কর! আমি তোমাকে বলেছি, না—না—না—তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই, তবুও সেই কথাই আমায় বার বার জিজ্ঞাসা কর। আমি কি মিথ্যাবাদী যে আমার কথা বিশ্বাস কর না? কোনো দিন কোনো কথা তোমায় মিথ্যা বলেচি? আমি যখন বলি—না, তখন সেটা সত্যিই বলি—না! তবুও তোমার সন্দেহ! এ কী! সোজা কথা যেমন পড়ে রয়েছে সেই ভাবে সেটা নাওনা কেন? তুমি তো সবই জানো;—তোমার কাছে তো সবই খুলে বলেছি; বিশ্বাস কর না কেন? কে বল্লে আমি তার জন্যে মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে থাকি? আমার মনে এতটুকু খুঁৎখুঁৎ নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি—তোমাকে পেলে আমি অনন্ত সুখী হব! কিন্তু ইভা, বলে রাখচি এমনি করে যদি চল তাহলে তোমার জীবনটাকে তুমি নিজেই চিরদিনের জন্য অসুখী করে রাখবে এবং তার সঙ্গে আমায়ও অসুখী করবে!"

ইভা তাঁহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। ফ্র্যাঙ্কের কথায় তাঁহার অভিমান উথলিয়া উঠিল। তিনি উদ্ধত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! ওকি! আমার উপর চোখ রাঙিয়ে কথা কও যে! কেন, এমন কী আমি বলেছি! যার জন্যে যা-না-তাই আমায় শুনিয়ে দিলে। আমি তো বলচি সন্দেহটা আমার ইচ্ছাধীন নয়—কে যেন জোর করে আমার মনের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সে কথা তুমি বুঝলে না।"

ফ্র্যাঙ্ক রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। কিন্তু ইভার

কথায় তিনি নিজেকে একটু সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"কিন্তু ইভা আমি তো তোমাকে খুলে বলেচি!"

—"বলেছ বটে!"

—"আমার সে কথা অবিশ্বাস কর।"

—"এইটুকু অবিশ্বাস করি যে—"

—"আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর না!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাগে আত্মহারা হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

ইভা বলিলেন—"আমার কেবলই মনে হয় যে আমার কাছে কি একটা কথা তুমি গোপন করে রেখেছ!"

—"গোপন? কি গোপন করে রেখেছি?"

ইভার ঠোঁটের আগায় বার্টির নামটা আসিয়াছিল, কিন্তু বলিতে গিয়া আটকাইয়া গেল, তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

বার্টি যেন তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; সে মন্ত্রের প্রভাব দমন করিয়া স্বাধীন ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ফ্র্যাঙ্কের সম্বন্ধে যখনই তিনি বার্টির নাম উল্লেখ করিতে যাইতেন তখনই যেন কে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিত;—এমন কি আজকের এই সঙ্গীন অবস্থায়—বার্টির নামটা করিলে যখন সমস্ত গোল চুকিয়া যায় তখনও তিনি সে নাম বলিতে পারিলেন না—এমনি বার্টির প্রভাব! তিনি জড়িত-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"আমি জানিনা—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনা, কি তুমি গোপন করচ, কিন্তু একটা কথা যে গোপন করচ তা আমার মন বলচে;—হয়ত সে অভিনেত্রীরই কথা হবে।"

—"কিন্তু আমি তো বলেছি যে সে—"

"না, না, আমায় বলতে দাও !" বলিয়া ইভা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

—"আমি জানি গো জানি—তোমরা পুরুষরা ও গুলোকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দাও ;—সেগুলো সব তোমাদের জীবনের অতীত রহস্য !—পৃথিবীসুদ্ধ লোকের তা ঘটে বলে তোমরা তাকে স্বীকার কর না ;—কিন্তু আমরা রমণীরা তাকে যে অস্বীকার করতে পারি না। তাই তুমি যাকে কিছু নয় বলচ, আমি তাকেই একটা-কিছু ঠাউরে ভাবচি, তা তুমি গোপন করে রেখেছ।"

—"আমি শপথ করে বলচি—"

—"আর তোমায় শপথ কর্‌তে হবে না—শপথ করে পাপের ভার বাড়িয়ো না !" বলিয়া ইভা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কের উপর অবিশ্বাস তখন দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে ;—স্পষ্টভাবে কিছুই ধরিতে পারিতেছিলেন না বটে কিন্তু তবুও কোনো সংশয়কে তিনি মনের মধ্যে আমল দিতেছিলেন না, কারণ তর্কের মাথায় মন এমন চড়িয়া উঠিয়াছিল যে সে স্পষ্টতার কোনো প্রয়োজন স্বীকার করিতেছিল না। তাই ইভা বলিতে লাগিলেন —"আর তোমায় শপথ করতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেচি !"

এই কথা শুনিয়া ফ্র্যাঙ্ক রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন—ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে ইভার পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করচ না ?—আমায় তুমি অবিশ্বাস করলে !"

ফ্র্যাঙ্কের কথার স্বরে যে একটা উদ্ধত রাগের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে ইভা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি

কাহারো তিরস্কার সহ্য করিতে পারেন না। ফ্র্যাঙ্কও উত্তরোত্তর রাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। মহা কাণ্ড বাধিয়া গেল! এতদিন এই প্রণয়ীযুগল হৃদয়ের সেই অংশটা দিয়া পরস্পরে মিশিতেছিলেন যেখানে তাঁহাদের ভাবের ঐক্য ছিল; কিন্তু আজ, তাঁহাদের ভিতরে যে বৈষম্য আছে তাহা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দুজনের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধাইয়া দিল,—প্রণয়ের বন্ধন টুটিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল!

ইভা ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ—তোমায় অবিশ্বাস করি—এই স্পষ্টই বল্লুম! তুমি আমার কাছে সে অভিনেত্রীর কথা নিশ্চয়ই গোপন করে রেখেছ! এ আমার স্থির বিশ্বাস! নইলে আমি তার কথা ভুলতে পারচিনা কেন? তার সঙ্গে যদি তোমার কোনো সম্বন্ধ নেই তবে আমার অন্তর থেকে সন্দেহ ওঠে কেন? নিশ্চয় তুমি তার জন্যে আমার কাছে মিথ্যা বলচ, গোপন করচ, আমাকে প্রবঞ্চনা করচ।"

ফ্র্যাঙ্ক আর নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না;—অপমানের একটা তীব্র জ্বালা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি পাগলের মতো ছুটিয়া গিয়া ইভার হাতখানা সজোরে ধরিলেন; —ইভা ভয়ে একটু পিছাইয়া গেলেন বটে কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না;—ফ্র্যাঙ্ক তাঁহাকে কঠিন হস্তে ধরিয়া রহিলেন;—বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো একটা প্রবাহ ইভার শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বজ্রের মতো গর্জ্জন করিয়া ফ্র্যাঙ্ক বলিতে লাগিলেন—"ওঃ! কী নিষ্ঠুর তুমি! তোমার মতো এমন জঘন্য চিত্ত কারো দেখিনি! এত সন্দেহ? হৃদয় বলে জিনিষটা কি তোমার নেই?

এমন নির্ম্মম কথা বল কি করে? এমন সব কথা, যে ভাবতে পারে, তার মতো নীচ পাষণ্ড জগতে নেই। তুমি বলচ তোমার অন্তর থেকে সন্দেহ উঠচে;—সে তোমার অন্তরটা সঙ্কীর্ণ বলে তাই! তোমার সমস্ত প্রকৃতিটাই সঙ্কীর্ণতা, অধন্যতা, নীচতা, নির্ম্মমতায় ভরা। আমি তোমায় চিনতে পারিনি। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ ঘুচলো!—যাও!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে হাতের এক ঝটকায় পার্শ্বস্থ সোফার উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইভা চুপ করিয়া কড়িকাঠের দিকে আড়ষ্টভাবে চাহিয়া রহিলেন। সে সময় তাঁহার মনে রাগ ছিল না, তিনি কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন—ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়া গেল তাহা যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

ফ্র্যাঙ্ক ইভার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ ও চোখের উপর দিয়া একটা মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইভার দেহসৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন;—সেই শ্রীমণ্ডিত লাবণ্যময় ক্ষীণ তনুখানি যেন আবেশতন্দ্রায় অভিভূত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভাঁজে ভাঁজে যুবতীসুলভ অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহ-রেখাগুলি কমনীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, রেশমের মতো কেশগুচ্ছ লীলাভরে মাটিতে এলাইয়া পড়িয়াছে, বুকের উপর একটা আবেগস্পন্দনের ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে;—ফ্র্যাঙ্ক তাহাই দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটা অতৃপ্তির বেদনায় তাঁহার বুকটা ভরিয়া উঠিল;—হায়, এ সমস্ত সৌন্দর্য্য হইতে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছেন! আবার তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য একটা ব্যাকুল বাসনা মনের ভিতর গুমরাইয়া বেড়াইতে

লাগিল। কিন্তু তাঁহার অপমানিত আত্মসম্মান ক্রোধে স্ফীত হইয়া বলিল—'না না! তা কিছুতেই হইবে না!' তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন, তার পর দ্রুতপাদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইভা যেমন স্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন তেমনই পড়িয়া রহিলেন; —একটা অস্পষ্ট ভয় ও বিস্ময়ের আবেগ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রাণের মধ্যে যেন ঘোর অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। মিথ্যার প্রতারণায়, সন্দেহের অন্ধতায় চালিত হইয়া তিনি যেন আজ নিজের অজ্ঞাতসারে এক দুর্গম স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেলে দেখেন—চারিদিক অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই৷ তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না কী হইতেছে—তাঁহার হৃদয়ে কী গুরুতর আঘাত আজ বাজিয়াছে! আর কিছু মনে হইতেছিল না—কেবল মনে হইতেছিল—এ কী অন্ধকার! চারি পাশে এ কী ঘোর অন্ধকার!

২০

ইহার পর, একটা মাস নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল। কিন্তু ইভা ও ফ্র্যাঙ্ক দুইজনের মধ্যে ক্রমেই একটা বিরাট নীরবতা জমিয়া উঠিতে লাগিল;—তীব্র দুঃখভারে দুইজনেই কাতর হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্ত সমস্ত খুটিনাটির সহিত বিরসবিমণ্ডিত হইয়া রহিল। তাঁহাদের চারিদিক এমন এক

বিরসতায় ভরিয়া উঠিল যে সেখানে যে-কেউ, যা-কিছু রহিল তাহারাই বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিল! এমন কি বার্টি পর্য্যন্ত তাহা হইতে মুক্ত রহিল না। সে সেই বিরসতার মধ্যে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, ব্যাপার কি! কেমন সহজে শীঘ্র সমস্ত ঘটিয়া গেল। সে? না! কখনো না! সে কিছুই করে নাই—তাহার ক্ষমতা কি যে সে এসব ঘটাইয়া তুলিতে পারে। ঘটনাগুলি একটার ফলে একটা করিয়া ঘটিয়া গিয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহা হইতই—কেহ বাধা দিতে পারিত না।

এখন সে নিশ্চিন্ত! আবার নির্ব্বিবাদে সুখে জীবন যাপনের সম্ভাবনায় তাহার সমস্ত ভয় ও চিন্তা নিমেষের মধ্যে দূর হইয়া গেল। অখণ্ড শান্তিতে ও চূড়ান্ত বিলাসিতায় এখন আবার তাহার দিন গুজরান হইতে পারিবে ভাবিয়া বার্টির মনে পুনরায় ফ্র্যাঙ্কের প্রতি সেই পুরানো স্নেহ, ভালোবাসা জাগিয়া উঠিতে লাগিল; এখন বার্টি যখন ফ্র্যাঙ্কের সহিত কথা কহে তখন তাহার ক্ষীণস্বরের মধ্যে সত্যই একটা বেদনাভরা আন্তরিক সহানুভূতি থাকে!

ওঃ! প্রথম কয়দিন কী দুঃখেই গিয়াছে! কিন্তু তবু আঘাতটা যে কত গুরুতর তাহা বোঝা যায় নাই। তার পর রাগ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ফ্র্যাঙ্ক দুঃখে মুহ্যমান, বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি হইল? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া হইল? তিনি কিছুতেই এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। এমনি গোলমাল হইতে লাগিল যে তাঁহার মনে হইল, এ যেন এমন-একখানা বই কে তাঁহার সামনে ধরিয়াছে যাহার মাঝের পাতাগুলি নাই, তাহাতে এমনি খাপছাড়া

হইয়া গেছে যে বইয়ের লিখিত ব্যাপারটা কিছুতেই বোঝা যাইতেছে না! ইভার সন্দেহ, তাঁহার রাগ, এ দুইটা জিনিস কোথা হইতে কোন্ সূত্র ধরিয়া কেমন করিয়া আসিল তাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না। এ কী বিষম রহস্য! এ কী এক ধাঁধা। তাঁহার মনে হইতে লাগিল জীবনটাও যেন এইরূপ একটা ধাঁধা—তাহার আগা গোড়া কিছুই বুঝিবার যো নাই! তিনি জানালার ধারে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া এই জীবন-রহস্যের সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু পারিতেন না। ফ্র্যাঙ্ক দিনরাত্রি একেলা থাকিতেন—বাড়ীর মধ্যে নিরিবিলি বসিয়া আপন মনে কেবল ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে সংসারের প্রতি কেমন-একটা নির্লিপ্ত ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। আর কিছুর দিকে যেন তাঁহার আর কোনো আকর্ষণ রহিল না;—তখন তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি কেবল নিজের জীবনের দিকে ফিরিল। এই সব প্রথম তাঁহার জীবন, তাঁহার চরিত্র ভালো করিয়া অন্বেষণ করিবার অবসর পাইলেন—দেখিলেন, তিনি কী হীন, কী অব্যবস্থিত, তাঁহার সেই পুষ্ট সবল দেহ জড়াইয়া কী জঘন্য দুর্ব্বলতা বিরাজ করিতেছে! তাঁহার মনে হইল—তিনি শিশু! শিশুর শক্তি লইয়া তিনি উন্মত্ত তরঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে ভৈরব ঝটিকা তাঁহার জীবনের সুখশান্তিকে প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন! কী ধৃষ্টতা! সে কি তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব! তবে উপায়? উপায় নাই দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক নিরাশার বেদনায় আহত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সময়টা যখন এমনি নিরানন্দে কাটিতেছিল তখন দুই বন্ধু সর্ব্বদা এক সঙ্গে কাছাকাছি থাকিতেন;—এমন কি ফ্র্যাঙ্ক বাড়ীর বাহির হইতেন না বলিয়া বার্টিও বাহির হইত না, সর্ব্বদা ফ্র্যাঙ্কের পাশে পাশে বিষণ্ণ মুখে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে এখন সত্যই ফ্র্যাঙ্কের দুঃখে দুঃখিত। কারণ সে দেখে ফ্র্যাঙ্ক আবার তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; —মধ্যে যে বাধা আসিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। কেমন করিয়া ফ্র্যাঙ্ক এই ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিতে পারেন, কিসে তাঁহার প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসে এখন বার্টি সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল। পূর্ব্বের মতো আবার থিয়েটারে যাতায়াত, নাচগানের মজলিস, ভোজের বন্দোবস্ত করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। কখনো বলিল, চল দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া যাক্; কখনো ফ্র্যাঙ্ককে একটা কিছু কাজকর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। ফ্র্যাঙ্ক সে সব কথা কানেও তুলিতেন না—তাঁহার বিমর্ষতার অতলে সবই যেন তলাইয়া যাইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের জীবনের মধ্যে তখন কোথাও এতটুকু শান্তি ছিল না; সেই দারুণ যন্ত্রণার উপর প্রলেপের মতো জড়াইয়া ছিল—বার্টি—তাহার স্নেহময় পরিচর্য্যা! বার্টি এখন তাঁহাকে সত্যই আন্তরিকতার সহিত যত্ন করে! এখন তাহার স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে—দারিদ্র্য ভয় ঘুচিয়া গেছে তবে কেন সে আবার ফ্র্যাঙ্ককে তেমনি করিয়া ভালোবাসিবে না, ফ্র্যাঙ্কের এই দুঃখের দিনে কেন সে সমবেদনা ভোগ করিবে না? সে তো বরাবরই তাঁহাকে ভালোবাসে; সে যে তাঁহার শত্রুতা করিয়াছে সে তো ভালোবাসার অভাবে নহে; সে কেবল নিজেকে দুঃখ দৈন্যের হাত হইতে

বাঁচাইবার জন্য, চিরদিনের মতো বিলাসিতার মধ্যে থাকিবার লোভে!

দিবারাত্র ফ্র্যাঙ্ককে দারুণ দুঃখে অভিভূত দেখিয়া বার্টির প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, কি করিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইত—কতবার স্নেহের সহিত তাঁহার হাত দুখানি ধরিয়া বুঝাইতে যাইত, কিন্তু সহজে সান্ত্বনার কথা খুঁজিয়া পাইত না। সে বলিত—"স্ত্রীজাতিটাই বড় সঙ্কীর্ণচিত্ত, তাদের মধ্যে এতটুকু ভালো নেই, তাদের না আছে সত্যকার প্রেম, না আছে পবিত্র ভালোবাসা—কেবল হাবভাব ছলাকলায় তারা মানুষের মন ভোলায়;—হৃদয় তারা নেয় না, হৃদয় তারা দেয় না—তারা একটা মস্ত প্রহেলিকার মতো, তাদের জন্যে জীবনটাকে ব্যর্থ করে ফেলা পুরুষমাত্রেরই অনুচিত। তার চেয়ে দেখো বন্ধুর প্রেম কী মহান্—রমণীর সাধ্য নেই সে মহত্ত্ব বোঝে—বন্ধুত্বের মধ্যে যে কী হৃদয়ের মিলন, কী আনন্দ, কী সৌন্দর্য্য, কী মঙ্গল, কী পরিপূর্ণতা রয়েছে তা কি তুমি বোঝ না? কেন একটা তুচ্ছ রমণীর জন্য পাগল হচ্ছ!" কথাটা বলিয়া বার্টি গর্ব্ব বোধ করিত—মনে করিত খুব একটা মহৎ আদর্শের কথা বলিয়াছে!

কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক ইভার প্রেমে এমনি তন্ময় হইয়া ছিলেন যে তিনি এ সকল স্তোক বাক্যের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতেন না, এসকল কথা তাঁহার মনে এতটুকু সান্ত্বনা দিত না; তাঁহার মনটা কেবলই হায় হায় করিত, বার বার অনুশোচনা হইত—'হায়, কেন আমার এমন রাগ হইল!' তাইত কেন তেমন রাগ হইল? কথাটার উত্তর খুঁজিতে গিয়া ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে তাঁহাদের বিচ্ছেদ-সময়ের ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন;—কেমন

করিয়া ইভার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল ? তিনি কি বলিয়াছিলেন আর ইভাই বা তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন ? যতই ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত দোষ তাঁহার নিজেরই—ইভার সন্দেহের জন্য তাঁহাকে তিনি কী না কুবাক্য বলিয়াছেন ! পুরুষ হইয়া রমণীর প্রতি তিনি কী কুৎসিত দুর্ব্যবহারই না করিয়াছেন—বিশেষত সে রমণী তাঁহারই ইভা ! তাহার ফলে এখন কি হইল ? তাঁহার সহিত অনন্ত বিচ্ছেদ ! ওঃ একথা মুখে আনিতেও বুক ফাটিয়া যায় ! তাঁহার সহিত আর কখনো সাক্ষাৎ হইবে না, তাঁহার সহিত জীবনের আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না, এ কথা চিন্তা করিতেও যে হৃদয় শতধা হইয়া যায় ! সত্যই কি তাহাই হইবে ! সত্যই কি সব [illegible] মতো সব শেষ !

না—না—না—কখনো না ! তিনি প্রাণ থাকিতে তা কখনোই হইতে দিবেন না—দৈবদুর্বিপাকের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার জীবনের অপহৃত সুখশান্তি তিনি ফিরাইয়া আনিবেন !

আর সে ? সে কি করিতেছে ? সেও কি তাঁহারই মতো এমনি মনের কষ্টে আছে ? সে কি এখনও তাঁহাকে সন্দেহ করে ? সে সন্দেহ কি তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধের তীব্র প্রতিবাদে দূর হইয়া যায় নাই ? যদি গিয়া থাকে তবে—কিন্তু কেমন করিয়াই বা যাইবে ? হায় ! তাহা হইলে সে কী অনমুমেয় যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে ! সে তো তাহারই দোষ—কেন সে মিথ্যা সন্দেহ পোষণ করে ! তাঁহার রাগ ? সে তো হইবারই কথা, এমন কথা শুনিলে কাহার না রাগ হয় !

সেও কি আমারই মতো অনুতপ্ত হইয়াছে ? না, আমার

দুর্ব্যবহারে, আমার নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া আছে? আমার অপমান সে ভুলিতে পারিতেছে না? সে কেমন আছে, কি করিতেছে, কি তাহার মনের ভাব? এই সব কথা জানিবার জন্য ফ্র্যাঙ্ক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনই গিয়া তিনি ইভার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন;—তিনি যে প্রেম, যে আনন্দ নিদারুণ-ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন, ইচ্ছা হইতেছিল, আবার তাহা যাচিয়া আনেন। কিন্তু সে কি এত অপমানের পর তাঁহাকে আবার কাছে যাইতে দিবে! —তিনি নিজেই বা কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন! তবে একখানা চিঠি লিখিলে হয় না? চিঠির কথাটা মনেপড়াতে ফ্র্যাঙ্কের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে কী আনন্দ! পত্রের মধ্যে লেখা তাঁহার ক্ষমা-ভিক্ষার কাতরধ্বনি যখন ইভার হৃদয়-দুয়ারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে তখন সে কী আনন্দ! ইভা আর কখনোই পাষাণের মতো কঠিন হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিবেন না—ব্যাকুল প্রাণে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া লইবেন! এই মনে করিয়া ফ্র্যাঙ্ক আবেগভরে পত্র লিখিতে বসিলেন—কিন্তু লেখাগুলা তখন কিছুতেই মনের মতো হইল না—প্রাণের কাতরতা, হৃদয়ের নম্রতা কিছুতেই যেন ফুটিয়া উঠিতে চাহিল না।

ফ্র্যাঙ্ক সমস্ত দিনটা পত্র-রচনায় ব্যাপৃত রহিলেন;—কবি যেমন করিয়া তাঁহার কাব্যকে বিচিত্র রসে, ছন্দে, ভাবে ও কথায় উজ্জ্বল করিয়া তোলেন তেমনি করিয়া তিনি তাঁহার পত্র-রচনা করিতে লাগিলেন। লেখা যখন সমাপ্ত হইল তখন তাঁহার হৃদয় হইতে একটা গুরুভার যেন নামিয়া গেল, তাঁহার মনে হইল, জীবনের যে

আকাঙ্ক্ষার বস্তু তিনি হারাইয়াছিলেন তাহা কেমন আবার ফিরিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার এ চিঠিতে ইভার মনের সমস্ত সন্দেহ, গ্লানি, দ্বিধা যে ঘুচিয়া যাইবে সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

তিনি আনন্দের এই আবেগ লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধু বার্টির কাছে গেলেন। তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

বার্টি শুনিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হৃদয়ের ভাব তাড়াতাড়ি গোপন করিয়া সে ফ্র্যাঙ্কের মুখের হাসির সহিত চেষ্টা করিয়া একটু হাসি মিলাইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্যই যেন উৎসাহের সহিত কহিল—"নাঃ, তাহলে আর কোনো ভাবনা নেই!" কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট ভাবনা জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল! এবং কথাটা শেষ হইতে না হইতেই তাহার কুঞ্চিত কেশের নীচে হইতে কপালটা দারুণ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল!

২১

ঘণ্টাখানেক পরেই দেখা গেল বার্টি ঘরের মধ্যে একেলা অধীরভাবে পদচারণা করিতেছে। ঝটিকাসঙ্কুল সমুদ্রে তরঙ্গাঘাতে নৌকা যেমন করিয়া কেবলই উঠে ও পড়ে তেমনি করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা কেবলই উঠিতে ও পড়িতেছিল। তাহার মুখের সে কোমলতা আর নাই;—কী একটা জঘন্য

হিংস্রতায় সে মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে। খাঁচার সিংহের মতো সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস্ফালন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল!—সে কি ইহারই জন্য এতদিন ধরিয়া এত কৌশল, এত পরিশ্রম, এত শক্তি অপব্যয় করিয়াছে! একখানি মাত্র চিঠি, তাহার গুটিকয়েক লাইনে প্রেমের কোমল সম্ভাষণ, তাহাতেই সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে! না, না, কখনোই না—সহস্রবার না! ভাবিতে ভাবিতে চোখের সাম্‌নে দিগন্তরেখায় বার্টির ভবিষ্যতের একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল। সে চিত্রটা কী ভয়ঙ্কর! তাহার মধ্যে মৃত্যুর সে কী ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সম্মুখে দারিদ্র্যের কী ভয়াবহ শুষ্ক মরুভূমি পড়িয়া আছে! উঃ! তাহারই মধ্যে সে নিক্ষিপ্ত হইবে! ভয়ের উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শিথিল শিরাগুলা রক্ত-প্রবাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে জোরের সহিত বলিল, —না, কখনোই না;—সমস্ত বাধা জয় করিতেই হইবে।

অন্ধকার আকাশের গায়ে যেমন সর্পগতিতে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায় তেমনি করিয়া তাহার মাথার ভিতর একটা মতলব হঠাৎ খেলিয়া উঠিল। হাঁ, এই একমাত্র উপায় বটে! ইহাই সব চেয়ে সহজ ও সরল পথ;—হোক তাহা জঘন্য!

আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া বার্টি তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। যে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার জন্য নিজের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে ঘৃণাকে সে কিছুতেই আমল দিতে চাহিল না।

তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি ডাকিয়া গাড়োয়ানকে ইভাদের বাড়ীর ঠিকানায় যাইতে বলিল। বলিতে গিয়া বার্টি নিজের করুণ স্বরে নিজেই চমকিয়া হাসিয়া উঠিল।

সে স্বর তো তাহার স্বাভাবিক স্বর নয়, সে যেন, নাট্যশালার বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা অভিনেতার বহু যত্নে আয়ত্ত করা কণ্ঠস্বর! সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা কোণ ঘেঁসিয়া বসিল—কাঁধ দুইটা কান পর্য্যন্ত তুলিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে বাহিরের অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে একটা বিষাদ ঘনীভূত হইয়া সেই অন্ধকারের সহিত মিশিতে লাগিল!

ইভাদের বাড়ীর কাছাকাছি হইলে বার্টি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং কিছুদূর পদব্রজে গিয়া বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রুদ্ধ দরজার বাহিরে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন অনন্তকাল হইতে একটা কুহেলিকাচ্ছন্ন নিস্ফলতা ও বিষণ্ণতার মাঝখানে সে দাঁড়াইয়া আছে। কোথায় তাহার শেষ, কী তাহার পরিণাম কে জানে! চারিদিক নিস্তব্ধ; —কেহ কোথাও নাই, অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে না; তাহাতে তাহার মনে হইতে লাগিল এ বিশাল জগৎ সংসারের মধ্যে সে একা! চারিদিকে কেহ কোথাও দেখিবার নাই—বার্টির মনে হইল, এই সুযোগে তাহার অন্তরের গুপ্তকক্ষ হইতে স্বার্থপরতা কুটিলতা প্রভৃতি পাপগুলা ভীষণ মূর্ত্তিতে চুপি চুপি বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে অন্ধকারের মধ্যে যেন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

এক ভৃত্য আসিয়া কবাট খুলিল। এত রাত্রে আগন্তুক দেখিয়া সে বিস্মিত নয়নে চাহিল। তার পর যখন দেখিল, বার্টি একা আসিয়াছে, সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক নাই, তখন সে বিরক্তির সহিত উদ্ধতভাবে

বার্টির পানে আর একবার চাহিল, এবং কোনরূপ নম্রতা না দেখাইয়া বেগারঠেলা গোছের একটা অভিবাদন করিয়া বার্টিকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য দরজাটা খুলিয়া ধরিল।

বার্টি বলিল—"না! তোমারই সঙ্গে কথা আছে।"

ভৃত্য অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বার্টি বলিল—"তোমাকে একটা কাজ করতে হবে;—গোপনে দুটো কথা শোনবার অবসর আছে?"

ভৃত্য বলিল—"এখন?"

বার্টি বলিল—"হাঁ, এখনই!"

ভৃত্য উচ্চকণ্ঠে বলিল—"তবে আসুন আমার ঘরে।"

বার্টি সে উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—"চুপ! চুপ!" তার পর বলিল—"না, সে হবে না। তুমিই বাইরে এস।"

ভৃত্য বলিল—"এখন তো বাইরে যেতে পারব না—এখন যে আমার প্রভুর শয়নের সময়।"

বার্টি বলিল—"আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করচি—বাগানের রেলিঙের ধারে থাকবো—তুমি ঠিক এসো, বুঝলে। ভয় নেই আমি তোমায় খুসী করব!"

শেষের কথাটা শুনিয়া ভৃত্য উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল,—বাড়ীর নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে সে হাসির একটা বিকট প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল, বার্টি তাহা শুনিয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল!

ভৃত্য বলিল—"তাহলে দেখচি, মশায় এখন বড়লোক!"

বার্টি জড়িতকণ্ঠে কহিল—"হাঁ—হাঁ! যাও—ঠিক এস!"

ভৃত্য উৎসাহিত হইয়া বলিল—"তবে রীতিমত দক্ষিণা চাই!"

বার্ট বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, সে হবে এখন। তুমি যত শীঘ্র পার এস।"

আবার দরজা বন্ধ হইল। বার্ট বাহিরে অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্ধকারে ও শীতে পদচারণা করিতে লাগিল। ঠাণ্ডায় তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। কুয়াসার ভিতর হইতে প্রেতের চোখের মতো রাস্তার বাতির আলোগুলা তাহার দিকে কী ভীষণভাবে চাহিতেছে! সে বিমর্ষভাবে আশ্রয়হীন ভিক্ষুকের মতো শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে এধার ওধার বেড়াইতে লাগিল,—এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কাহারো দেখা নাই। তবুও সে অধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। শীতে ও দুশ্চিন্তায় তাহার চক্ষু দুইটা তখন একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেছে; অন্ধকারের মধ্য হইতে সে তাহার সাদা মুখখানা বাহির করিয়া সেই কালো কালো বন্ধ কবাটের পানে অধীর হইয়া চাহিয়া রহিল।

২২

কয়েক দিন উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিয়া ফ্র্যাঙ্ক যখন ইভার নিকট হইতে তাঁহার পত্রের কোনো উত্তর পাইলেন না তখন তিনি আবার একখানি পত্র দিলেন। প্রথম পত্রের উত্তর না পাইয়া যদিও তিনি একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তবুও বাড়ীর সদর দরজায় কাহারো পদশব্দ শুনিলে অমনি ছুটিয়া যাইতেন, মনে করিতেন, ঐ বুঝি ইভার চিঠি আসিয়াছে।

তখন তাঁহার মনে আর কোনো চিন্তা ছিল না, তিনি কেবল চিঠির কথাই ভাবিতেন ;—একখানি খামের ভিতর তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বহন করিয়া পত্রবাহক আসিতেছে, কল্পনায় এই চিত্র কেবলই জাগিয়া উঠিত। তিনি যেন চোখের সাম্‌নে দেখিতেন, চকচকে কাগজের উপর মোটা মোটা ছাঁদে গুটিকয়েক লাইন,—নীচে ইভার নাম সই! বেশি কথা নাই, শুধু আছে প্রেমের আহ্বান সঙ্গীতের সুরে বাঁধা দুটিমাত্র কথা!

কই এখনো সে চিঠি আসেনা কেন? কিসের বিলম্ব? তবে কি তাহার অভিমান এখনো দূর হয় নাই? না, কি বলিয়া কেমন করিয়া গুছাইয়া লিখিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না বলিয়া এখনো চিঠি লেখা হইয়া উঠিতেছে না? হয় ত সে ইহার মধ্যে কতবার লিখিয়াছে, মনের মতো হয় নাই বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল ;—কিন্তু চিঠি আর আসিল না। ফ্র্যাঙ্ক যখন বাড়ী বসিয়া থাকিতেন তখন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইত—ঐ পত্রবাহক আসিতেছে, ঐ সে চারখানা বাড়ী আগে; এই তিনখানা, দুখানা, এইবার একখানা বাড়ীর আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই এইবার এ বাড়ী—এই বুঝি দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু কৈ কাহারো তো কোনো সাড়া নাই! যখন তিনি বাহির হইতেন তখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, কেবলই মনে হইত এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিঠি বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া আছে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিতেন, কিন্তু চিঠির কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেন না। চিঠির বাক্স শূন্য দেখিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা শূন্য বোধ হইত!

দুই দুই খানা চিঠি তিনি দুই দুইবার লিখিলেন, তবুও কোনো জবাব আসে না! কেন? ইহার তো কোনো কারণ নাই। মন যে কেবলই এই কথা বলিতেছে—আসিবে, আসিবে, এখনই আসিবে—ওগো অপেক্ষা কর, ধৈর্য্য ধর! কিন্তু কৈ, আসে কৈ? তাঁহার তখন বোধ হইত সমস্ত জীবনটা শুধু একখানি চিঠির অপেক্ষায় যেন শূন্য ও নীরস হইয়া আছে, সে চিঠি পাইলেই আবার তাহা কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু হায়, কৈ সে চিঠি!

একদিন ফ্র্যাঙ্ক বার্টির কাছে আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন —"ইভার কাছ থেকে এখনো কোনো উত্তর পেলুম না কেন বল দেখি বার্টি?" ফ্র্যাঙ্কের এ কথার মধ্যে দুঃখের সহিত একটা সঙ্কোচও ছিল; ইভা তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন নাই এই অপমানের কথা বার্টির কাছে প্রকাশ করিতে তাঁহার লজ্জা হইতেছিল।

বার্টি প্রথমে কপটতার সহিত চোখ দুইটা কপালের দিকে তুলিয়া বলিল—"অ্যাঁ এখনও উত্তর পাওনি?" কিন্তু তারপর ফ্র্যাঙ্কের কাতর দৃষ্টির পানে চাহিতেই, আর্ত্তনাদের মতো কণ্ঠস্বর শুনিতেই তাহার কালো কালো কোমল চোখের উপর একটা করুণ বিষাদের ছায়া জমিয়া উঠিল। সত্যই তাহার বুকের উপর একটা গুরুভার চাপিয়া ছিল, সত্যই একটা মর্ম্মান্তিক অনুশোচনার অনলে তাহার হৃদয়টা জ্বলিতেছিল। সে যাহা করিয়াছে তাহা যাহার এতটুকু হৃদয় আছে সে করিতে পারে না!

কিন্তু সবই ত ফ্র্যাঙ্কের দোষ! যখন ইভার সহিত একবার বিচ্ছেদ হইয়া গেছে তখন কেন—কেন আবার তাহার চিন্তা? রমণী-প্রেমই কি সর্ব্বস্ব? বন্ধুত্বের মধ্যে কি সুখ নাই? সেই

সুখটুকু লইয়াই ফ্র্যাঙ্ক তৃপ্ত নয় কেন? সে তো ফ্র্যাঙ্কেরই দোষ! সে কী আনন্দ,—দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বাস, ভ্রাতৃত্বের বেষ্টনে, স্নেহের বন্ধনে, হর্ষ শোক সহানুভূতির আকর্ষণে এক প্রাণ এক মন—এক বৃন্তে দুটি ফুলের মতো হইয়া থাকা—সে কী পবিত্র আনন্দ! ইহার মধ্যে রমণীর কুটিলতা, স্বার্থের কলুষতা, পার্থিব প্রেমের পঙ্কিলতা নাই;—প্রভাত-পুষ্পের মতো এ প্রেম শুভ্র নির্ম্মল উজ্জ্বল সরল! ফ্র্যাঙ্ককে সে এই প্রেমেরই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে চিরসুখী করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকে রমণীপ্রেমের কুটিল মোহ হইতে রক্ষা করিতেছে—বন্ধুর কর্ত্তব্য করিতেছে; ইহা সাধনের জন্য যদি সে কোনো অসৎ পথ গ্রহণ করিয়া থাকে তো সে কর্ত্তব্যই নহে, কারণ তাহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাহার কাজের পরিণাম শুভ!

এই সব কথা বলিয়া বার্টি নিজের মনকে বুঝাইত লাগিল। এই বলিয়াই সে তাহার কৃত গর্হিত কর্ম্মের সমর্থন করিয়া যাইত, বিবেকবুদ্ধির দংশনে যখন অস্থির হইয়া উঠিত, অনুশোচনার আগুনে যখন তাহার হৃদয়টা ছাই হইয়া যাইত তখন সে এই স্তোক বাক্যেরই প্রলেপ দিয়া জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিত। দিবারাত্রি পাপের পঙ্কিলতার মধ্যে থাকিয়া একটা উচ্চ আদর্শের জন্য যখন তাহার প্রাণে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিত তখন সে ইহাকেই আদর্শ পথ বলিয়া মনকে স্বীকার করাইত!

মনে মনে যদিও সে বার বার জোরের সহিত বলিত—এ ফ্র্যাঙ্কের দোষ, তবুও কিন্তু মন হইতে সন্দেহ উঠিত—সত্যই কি এ ফ্র্যাঙ্কের দোষ? সে ইভাকে ভুলিতে পারেনা, সে কি তাহার দোষ?

. না! না! তবে দোষ কাহারো নয়! এ দৈবের লীলা! এ ঘটনাচক্রের খেলা!

হাঁ, ঠিক কথা—এ ঘটনাচক্রেরই লীলা! কিন্তু সবই যদি দৈবের খেলা তবে কেন আমাদের এ বুদ্ধি, এ বিচার-শক্তি? যদি স্বাধীনভাবে কিছু করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই তবে কেন আছে আমাদের অনুশোচনা? হায়, এ কথার উত্তর কে দিবে? এ যে বিষম রহস্য!

বাটি এই বিপুল রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া যাইত—হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িত। তাহার এ কী পরিবর্তন! কোথা হইতে সে এসব কথা চিন্তা করিতে শিখিল? আমেরিকায় যখন সে তুইমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত তখন কি কখনো এসব চিন্তা মনে স্থান পাইয়াছে? সে তখন শুধু বুঝিত খাও দাও, মজা কর ব্যস্!—দরকার নাই কোনো ভাবনার—আবশ্যক নাই কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার। কিন্তু এখন আরাম ও বিরামের ক্রোড়ে থাকিয়া তাহার দেহের স্নায়ু যেন রেশমের মতো সূক্ষ্ম সুতায় তৈরি হইয়া উঠিতেছে—হাওয়ার মতো সামান্য একটু ভাবের আঘাতে তাহা এখন স্পন্দিত হইয়া উঠে! কোথা হইতে সে শিখিল এ সব তত্ত্ব কথা? সে বিস্মিত হইয়া নিজের বাল্যজীবন অনুসন্ধান করিত—কাহারো শিক্ষায়, কোনো কেতাব হইতে সে কি এই সব তত্ত্বের বীজ শিশুকালে সংগ্রহ করিয়াছিল? তাহা তো নয়! তবে কোথা হইতে পাইল? পিতা মাতার চরিত্র হইতে? বাল্যকালের কথা, পিতা মাতার কথা ভাবিতে ভাবিতে চোখের সামনে জাগিয়া উঠিত

সে কী দৃশ্য!—স্নেহবেষ্টিত নীড়ের মধ্যে ভয়ভাবনাহীন উন্মুক্ত আনন্দের জীবন! হায় সে কী সুখের দিন! কোথায় গেল সে সব!

২৩

আরো কয়েকদিন জীবন্মৃতভাবে অপেক্ষা করিয়া ফ্র্যাঙ্ক যখন ইভার নিকট হইতে কোনো পত্র পাইলেন না, তখন তিনি আর্চিবল্ডকে একখানি চিঠি লিখিলেন; কিন্তু তাহারও কোনো উত্তর আসিল না। ফ্র্যাঙ্ক অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বার্টির কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—"বার্টি! আমার দোষ কি এতই গুরুতর যে ক্ষমারও যোগ্য নয়?"

বার্টি কি বলিবে প্রথমটা খুঁজিয়া পাইল না; একটু অপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিল—ফ্র্যাঙ্ক, এ কী! কেন এত কাতরতা? বার বার এত অপমান তবু তারই কথা ভাবচ? ভুলে যাও তার কথা!"

—"ভুলে যাব! ভুলব? বার্টি! কাউকে কি তুমি কখন ভালোবেসেছ?"

—"বেসেচি বইকি!"

—"তাহলে বুঝতে পারচ না কেন আমার হৃদয়ের বেদনা কী?—কেন আমি ভুলতে পারচি না?"

বার্টি বলিল—"কিন্তু এ যে তোমায় ভুলতে হবেই,—উপায় যে নেই। ইভাকে যে তুমি আর পাবে না—সে যে তোমায় চায় না!" বলিয়া বার্টি এমনি এক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিল যে ক্ষণেকের তরে ফ্র্যাঙ্কের মনে হইল বার্টি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য! কিন্তু পরক্ষণেই ইভার মূর্ত্তি মনে পড়িয়া তিনি আশান্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"না, না! বার্টি! তা নয়! কেন ইভাকে ফিরে পাবো না? কী এমন হয়েছে? দুটো রূঢ় কথা বলেছি বই তো নয়! তাতে কি? যে যাকে ভালোবাসে তার রূঢ় কথা কি সে ক্ষমা করতে পারে না? এ কি এমনি অসম্ভব?"

বার্টি ধাঁধা খাইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল;—মনে হইতে লাগিল বাতাসের উপর যেন কী একটা ভয়ঙ্কর গুরুভার চাপিয়াছে! বার্টি নিজেকে স্থির করিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"হাঁ, অসম্ভব! নইলে চিঠিতে ক্ষমা পেলেনা কেন?"

ফ্র্যাঙ্ক ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"বেশ! তাহলে আমি নিজে গিয়ে একবার দেখবো!"

বার্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল বাতাসের সেই গুরুভারটা যেন তাহার বুকের উপর আসিয়া চাপিয়াছে, সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল, ফ্র্যাঙ্কের কথাটা সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। স্বপ্নাবিষ্টের মতো জড়িতকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্লে?"

—"আমি নিজে গিয়ে একবার দেখা করবো!"

—"কোথায় যাবে?"

—"আরে, ইভাদের বাড়ী!"।

বার্টি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার চোখ দুইটা দীপ্ত অঙ্গারের মতো জ্বলিতে লাগিল। হৃদয়ের উদ্বেগ প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়া সে ধীরকণ্ঠে কহিল—"সেখানে কিসের জন্তে যাবে?"

—"একটা মিট্‌মাট্‌ করে ফেলতে।"

বার্টি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়েছ?"

—"কেন?"

—"কেন? তোমার কি এতটুকু আত্মসম্মান বোধ নেই? তুমি সেই বাড়ীতে যাবে?"

—"যাবো বই কি!"

—"উঃ সে কী অপমানের কথা!"

ফ্র্যাঙ্ক দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"তুমি যাই বল বার্টি—আমি যাবোই। দোষ যখন আমার তখন আমায় যেতেই হবে। আমি আর এ দুঃখ বহন করতে পারি না—আমি যে তাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। আমি সে কী আনন্দে ছিলুম, আমার জীবনে সে কি মাধুর্য্যই ছিল, নিজের দোষে সব হারালুম!"

বলিতে বলিতে ফ্র্যাঙ্ক দুঃখাবেগে অধীর হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখের সূক্ষ্ম শিরাগুলি পর্য্যন্তও উদ্বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমার প্রাণে যে কী হচ্ছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারচিনা—তোমায় কি বলব? আমি জীবনের মধ্যে কখনো তেমন পরিপূর্ণ আনন্দ, তেমন গভীর শান্তি পাইনি—ইভার কাছে যতদিন ছিলুম সে কী সুখের দিন—সে যেন স্বপ্নরাজ্যে ছিলুম! এখন সব শেষ—সে সুখস্বপ্ন টুটেছে, সেই সঙ্গে

মনে হচ্ছে, যেন আমার জীবনের, যা কিছু সব শেষ হয়ে গেছে ; তবু যে কেন আছি তা বুঝতে পারচিনা। একবার কি চেষ্টা করে দেখবনা আবার সে সুখের অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না ? তবে এ নিরর্থক জীবনধারণে ফল ?—বুঝতে পারচনা বার্টি আমি কেন সেখানে যেতে চাচ্চি—সেইখানেই যে আমার সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে ! সেখানে গিয়ে যদি বুঝি আর কিছু ফিরবে না, সব শেষ হয়ে গেছে, তাহলে জেনো বার্টি, আমার জীবনও শেষ !”

বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক চেয়ারের উপর অবসন্নভাবে গা ঢালিয়া দিলেন ; —তাঁহার অতবড় বলিষ্ঠ দেহখানা শুষ্ক লতার মতো এলাইয়া পড়িল, তন্দ্রার মতো একটা জড়তা আসিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সম্মুখে বার্টি দাঁড়াইয়া ছিল। হতাশার উত্তেজনায় তাহার দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইতেছে ! সে ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে ফ্র্যাঙ্কের নির্জীবপ্রায় দেহ স্পর্শ করিল—স্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার স্বার্থ জাগ্রত হইয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল—ভবিষ্যতের ভাবনায় তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল—সে কি করিবে হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া লতা যেমন বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া থাকে তেমনি করিয়া সে ফ্র্যাঙ্ককে আঁকড়াইয়া ধরিল !

তারপর রুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিল—“ফ্র্যাঙ্ক ! শোনো, নিজেকে এমন করে পীড়িত কোরোনা ! এসব কী নির্ব্বোধের মতো বলচ—ছেলেমানুষের মতো কাঁদচ ? এ সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেল—সাহস দেখাও ! সমস্ত জীবনটাকে এমনি

করে নষ্ট করে ফেল না! যা হবার, তা হয়েছে! একটা বালিকার ভালোবাসা হারিয়েছ বলে কি সমস্ত জগৎ সংসারটা শূন্য হয়ে গেছে? তুমি কি ভাবো বালিকার প্রেমের মধ্যেই জগতের সমস্ত সুখ নিহিত? সে ভুল! সে ভুল! তাদের মতো হৃদয়হীন, স্বার্থপর কীট জগতে নেই—তারা এ জগতের মধ্যে নিরর্থক, অতিরিক্ত, জলবুদ্বুদের মতো কেবল শূন্যতা নিয়ে তারা ভেসে ওঠে! তার জন্যে তুমি জীবনটা বিসর্জ্জন দেবে? ধিক্ তোমায়! হতে পারে আমি জানি না রমণীর ভালোবাসা সে কী! কিন্তু আমি বলচি তুমি জানো না দুঃখ কাকে বলে! ভাবচ পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ বুঝি আজ তুমি একলাই বহন করচ! কিন্তু তা নয়—এ সামান্য একটু ব্যথা—তোমার আত্ম-অভিমানের উপর একটু আঘাতমাত্র —তার বেশি কিছু নয়। আমি যদি আমার জীবনে এরূপ ছোটোখাটো দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়তুম তাহলে এতদিনে আমায় সহস্রবার মরতে হোতো! কিন্তু ছাখো বড় বড় দুঃখের ঢেউ কাটিয়ে আমি এখনো মাথা তুলে রয়েছি! তুমি সামান্যতেই কাতর হয়ে পড়ছ? এতটুকু পৌরুষ তোমার নেই! ইভার ব্যবহারে কি তুমি স্পষ্ট বুঝচনা যে সে তোমায় চায় না—সে তোমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখবে না! তবুও তুমি তারই জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে—তারই উদ্দেশে ছুটবে! কোন্ মুখে তার সঙ্গে দেখা করতে চাও—সে যদি তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেয়! তখন? সে অপমান কোন্ প্রাণে বহন করবে? সত্যই যদি তুমি সেখানে যাও—তার সঙ্গে দেখা কর—তাহলে বুঝব তুমি নিতান্তই অধঃপাতে গেছ, তোমার মতো দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ, মূর্খ জগতে দুটি নেই—তার চেয়ে তোমার মরণ ভালো!"

ফ্র্যাঙ্ক প্রথমে কোনো কথা কহিতে পারিলেন না—দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মন উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ;—বার্টির যুক্তিতর্কের মধ্যে সার আছে, সেগুলাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না ;—ইভার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছাও প্রবল, তাহাও দমন করা যাইতেছে না। তিনি একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ; কিন্তু মন কিছুতেই বার্টির কথায় সায় দিতে চাহিল না। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"যাই হোক বার্টি আমি যাবো—না গিয়ে পারব না।"

বার্টি এবার নরম হইয়া গেল। মাটির উপর বসিয়া চেয়ারের গায়ে মাথা নত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক! স্থির হও, ভালো করে বোঝ! সেখানে যাবার কথা আর একবার ভেবে দেখ! এখনো তুমি এতটা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হওনি, এতটা আত্মসম্মান হারাওনি যে সত্যই তুমি ইভার কাছে আবার যেতে পারবে! সে সব কথা কি ভুলে গেলে? ইভা কি তোমায় স্পষ্টই বলেনি যে সে তোমায় বিশ্বাস করে না, তুমি তাকে প্রতারণা করেছ, তুমি তাকে ভালোবাসনা, সেই অভিনেত্রীকে ভালোবাস? তবে কেন আবার তার পায়ে ধরে সাধা? সত্য বলতে কি, আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম ইভা মেয়েটি ভালো নয়, তার মতো সংশয়চিত্ত, চঞ্চলহৃদয় বালিকা তোমার পত্নী হবার উপযুক্ত নয়। থিয়েটার থেকে ফেরবার সময় সে রাত্রে এমনইবা কি, ঘটেছিল যার জন্যে তার এত সন্দেহ! তার উপর, তার কাছে তুমি মন খুলে সব কথা নিবেদন করেচ, তাতেও তার প্রত্যয় হল না, সে তোমাকে বিশ্বাস করলে না—এ কী ভয়ঙ্কর নীচতা! এ সব অপমান স্বীকার করে তুমি তার কাছে

কি বলে যেতে চাচ্চ? তোমার যা খুসী করতে পারো—আমার তাতে কি বল না—কিন্তু আমি হলে তো পারতুম না, প্রাণ গেলেও এ অপমান স্বীকার করতে পারতুম না। ভেবে দেখ, সে তোমায় অবিশ্বাস করে!"

"অবিশ্বাস!" কথাটা ফ্র্যাঙ্কের হৃদয়ে বিষের মতো প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল;—তিনি মুখে কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু সমস্ত শরীরটা ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বার্টি তখন উৎসাহিত হইয়া সহস্রকণ্ঠে অবিশ্বাসের মন্ত্র ধ্বনিত করিতে লাগিল। সে মন্ত্র সহস্রসুরে ঝঙ্কৃত হইয়া ফ্র্যাঙ্কের বুকের রক্তকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল;—চারিদিকে শুধু বাজিতে লাগিল—"অবিশ্বাস! অবিশ্বাস!" তখন কোথায় রহিল ইভা! কোথায় রহিল তাহার প্রেম! সমস্ত জগৎ জুড়িয়া শুধু ধ্বনিত হইতেছে—"অবিশ্বাস! অবিশ্বাস!" ফ্র্যাঙ্ক শুনিতে শুনিতে তাহার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ঢুলিয়া পড়িলেন।

বার্টি তখন স্নেহের সহিত ফ্র্যাঙ্কের দিকে বাহু দুটি প্রসারিত করিয়া তাঁহার কাছ ঘেঁসিয়া আসিল, এবং তাঁহার পাদুখানি সবলে আঁকড়াইয়া, বাঘ যেমন করিয়া বসিয়া শীকার ধরে তেমনি করিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের মুখের পানে চাহিয়া রহিল—তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টিরই মতো অন্ধকারে জ্বলিতে লাগিল!

বার্টি বলিতে লাগিল—"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! কথা কও—অমন করে নীরব হয়ে থেকোনা, ওভাবে তোমায় দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়! আমি তোমায় কত স্নেহ করি তা কি তুমি জানো না? আমি যে জানিনা কেমন করে ভালোবাসা জানাতে হয়! তুমি ভাবো আমি অকৃতজ্ঞ কিন্তু আমায় তুমি বুঝতে পার না!—আমি

তোমার একান্তই অনুগত। আমি কখনো বাপকে ভালোবাসিনি, মাকে ভালোবাসিনি, কোনো রমণীকে ভালোবাসিনি, আমি ভালো-বেসেছি শুধু তোমায়—নিজের চেয়েও বেশি করে ভালোবেসেছি তোমায়! তোমার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয় তাও পারি—তোমার জন্যে যা করতে বল তাই করতে রাজি! তুমি এমন কাতর হয়ে থাকবে এ আমি দেখতে পারি না। চল—আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই—প্যারিস আছে, ভায়েনা আছে! বেশ ভায়েনাতেই চল—সে তবু অনেক দূর! না হয় আমেরিকা, সানফ্রান্সিস্‌কো, কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া যেখানে খুসী তোমার চল! বিপুল পৃথিবী পড়ে রয়েছে—নূতন দেশে গিয়ে নূতন করে তোমার জীবন আরম্ভ কর! বল তো আফ্রিকায়ই যাই! সে অসভ্য দেশে যেতে পেলে আমি তো খুবই আনন্দ উপভোগ করব; —আমি দেখতে দুর্ব্বল বটে কিন্তু আমার শরীরে কষ্ট সহ্য হয়; আমার জন্যে ভাবনা নেই! চল আফ্রিকায়ই চল! বিশ্বব্যাপী দুর্গম বনের ভিতর দিনের পর দিন কেবলই নূতনের মধ্যে দিয়ে যেতে সে কী আনন্দ বল দেখি! এস, আমরা দুটিতে এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, মুক্ত আকাশের তলে আমাদের জীবনকে বিস্তীর্ণ করে দিই!"

ফ্র্যাঙ্ক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বেশ!"

তারপর দুই জনেই অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটু নড়িতে গিয়া ফ্র্যাঙ্কের হাতখানা একবার বার্টির হাতের উপর আসিয়া ঠেকিল, ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া সেই হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার মনে হইল, এই বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাসের মাঝে এই এক জায়গায়

শুধু বিশ্বাসের নির্ভরতা আছে—তিনি সেই হাতখানা আবেগের সহিত আঁকড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন,

—"বন্ধু আমার! প্রাণের বন্ধু আমার!"

২৪

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ফ্র্যাঙ্ক যখন বার্টিকে কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন তখন বার্টির অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল—ফ্র্যাঙ্ক গেল কোথায়? ইভার ওখানে যায় নাই তো! সে অধৈর্য্যের সহিত বসিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আর অল্প দিন;—যাত্রার আয়োজন শেষ হইয়া গেলেই তাহারা লণ্ডন হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িবে। ব্যস্, সেই পর্য্যন্ত কোনো গোল না হয় যেন!

একেলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে বার্টির মনে হইতে লাগিল—সে কী পাষণ্ড! সামান্য একটু সুখৈশ্বর্য্যের জন্য সে কী না অপকর্ম্ম করিতেছে! আশ্রয়দাতা বন্ধুর সর্ব্বনাশ, নির্ম্মমতা, বিশ্বাসঘাতকতা;—কোন্‌টাতে সে পশ্চাৎপদ! এসব কিসের জন্য? একটু বিলাসিতা? তাহার মধ্যে কী এমন সুখ! তবে কেন? হায়, সে জীবন—আমেরিকার সে স্বাধীন, মুক্ত, যথেচ্ছাচার জীবন! এর চেয়ে সে সহস্রগুণে ভালো! সে দুর্গতি, সে দৈন্য, সে দুঃখ,—এই ঐশ্বর্য্য, বিলাসিতার চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেয়! এখন তাহার কী

পরিবর্ত্তন, কী অধঃপতন! পূর্ব্বে সে জীবন সুপথে চালায় নাই বটে কিন্তু এখনকার মতো নীচতা, ক্রূরতা তাহার ছিল না। এ সব কিসের জন্য? সামান্য একটু অসার বিলাসিতার জন্য বই তো নয়! অসার বিলাসিতা? তাহার কোনো মূল্য নাই? তবে কেন সে তাহার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে? যাউক না সে এ মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সেই দৈন্যের মাঝে? দুইটিমাত্র কথা ফ্র্যাঙ্ককে লিখিয়া জানাইলেই তো সব আপদ চুকিয়া যায়। তবে তাহাই সে করুক না—এতো তাহার ক্ষমতার মধ্যে!

কিন্তু বার্টি যতই এই সব কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হাসি পাইল। মনে হইল, এ অসম্ভব—এ পথ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব! কিন্তু কেন যে অসম্ভব তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না; তবুও তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল—এ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব—এ কাজ কিছুতেই করা যায় না—ইহা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে—ইহার মধ্যে বাধা ঢের—দৈবের অলঙ্ঘনীয় বিধানে নিশ্চয় সব চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবে!

হঠাৎ দাসী আসিয়া তাহাকে বলিল—"বাইরে একটি লোক আপনাকে খুঁজচে।"

—"কে সে?"

দাসী বলিতে পারিল না; বার্টি তখন বৈঠকখানায় উঠিয়া গেল। গিয়া দেখে ইভাদের বাড়ীর সেই চাকরটা বসিয়া আছে। সে ভদ্রলোকের মতো পরিচ্ছদ করিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু তাহার সেই দীর্ঘ বক্র নাসা, পেঁচার মতো কোটরাবিষ্ট পাংশুল চক্ষু, গণ্ডারের চামড়ার মতো কঠিন মুখখানার মধ্য হইতে, পোষাকের আবরণ ভেদ করিয়া, একটা নীচতা জাগিয়া উঠিতেছিল।

বার্টি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"এখানে কিসের জন্যে ? আমি তোমায় বার বার না বলেচি খবরদার এখানে এস না ! তবে কি মনে করে ?"

বিশেষ কিছু মনে করিয়া সে আসে নাই—শুধু অনেক দিনের পুরানো বন্ধু বলিয়া একবার দেখা করিতে আসিয়াছে মাত্র। সেদিনকার কথা বার্টি নিশ্চয়ই ভোলে নাই—সেই আমেরিকার কথা ;—সেখানে সে ও বার্টি দুইজনে একই হোটেলে বহুদিন এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে। এখন বার্টির অবস্থা ভালো তাই একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। এ পৃথিবীটা নিতান্তই ছোটো ;—নইলে আবার তাহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ কি করিয়া হইল ? যেখানেই যাও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পরিচিতদের সহিত আবার মিলন ! যদি মনে কর অমুক লোকটাকে এড়াইয়া চলিব কিছুতেই তাহা হইবার যো নাই—যেমন করিয়াই হউক তুমি তাহার দৃষ্টিপথে গিয়া পড়িবে ! কী আপদ ! আবশ্যক হইলে সে আবার সাহায্য চাহিয়া বসে............দুখানা মারাত্মক চিঠি যে বাড়ীতে সে আছে সেই বাড়ীতে গিয়া পড়ে—তার জন্য সে কিছু লাভ করিয়াছে বটে ; কিন্তু লণ্ডনের খরচও বড় বেশি—সময়ও তাহার ভালো নহে—একটু আধটু আমোদপ্রমোদ করিবারও সামর্থ্য নাই ! ইহার মধ্যে আর একখানি চিঠি আসিয়া পৌছিয়াছে —আরচিবল্ডের নামে। কে জানে কাহার লেখা ! সে চিঠি খানি সরাইতে তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই—আহা বুড়ামানুষ ! কিন্তু কি জানি তাহার মধ্যে যদি কিছু গোল থাকে এই মনে করিয়া সে বার্টিকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে !—আর কিছু নয় !

বার্টির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হাতখানা অধীরভাবে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"কই! দাও সে চিঠি!"

হ্যাঃ—কিন্তু মোটে ত্রিশটি পাউণ্ড—তাতে কি হয় বল! এতো আর যে সে চিঠি নয়—এ আর্চিবল্ডের নামের চিঠি—এর তো একটা দাম আছে! সত্য কথা বলিতে কি, তাহার আর্থিক অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। বার্টির তো পয়সার ভাবনা নাই—সে এখন দুইহাতে পয়সা ছড়াইতে পারে—পুরানো বন্ধুর প্রতি তাহার টানও আছে, তবে বন্ধুকে কি এমনি দুঃখ দৈন্যগ্রস্ত দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিবে? পৃথিবীতে, কি জানো, পরস্পরের সাহায্য না থাকিলে চলে না। সে বন্ধুকে সাহায্য করিতেছে, বার্টিরও করা উচিত। বেশি নয়—মাত্র একশ পাউণ্ড!

বার্টি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাস্কেল! ত্রিশ পাউণ্ডে না আমাদের চুক্তি? একশ পাউণ্ড—আমার অত টাকা নেই!"

তা সে জানে। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের তো টাকার অভাব নাই! বার্টির উচিত ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা—বন্ধুর জন্য কি সে সেটুকু কষ্ট স্বীকার করিবে না। আর একশ পাউণ্ড এমনই বা কি বেশি!

বার্টি কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"কিন্তু আমার কাছে তো এখন একশ পাউণ্ড নেই।"

বেশ—সে না হয় অন্য সময় আসিবে—চিঠি তার হাতে নিরাপদ!

বার্টি উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিল—"টাকা আমি দেবো—চিঠিখানা আমায় দাও।"

ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই—তাহার বন্ধু তাহাকে বিপদে

ফেলিবে না, পরস্পরে একটু বিশ্বাস থাকা চাই। টাকা দিলেই চিঠি!

—"কিন্তু খবরদার এখানে আর এস না!"

বেশ। তাহাতে তাহার কোনো আপত্তি নাই। বার্টিই না হয় তাহার বাড়ী পায়ের ধূলা দিবে। এবং কাজটা না হয় কালই হইবে।

"আচ্ছা, কালই যাবো—এখন যাও—বেরোও!" বলিয়া বার্টি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। তাহার পর দাসীকে ডাকিয়া ভয়ে ভয়ে সে সন্ধান করিতে লাগিল লোকটাকে সে চেনে কি না। জুয়ারী যেমন খেলার সঙিন্ অবস্থার অধৈর্য্য হইয়া উঠে তেমনি অধৈর্য্যভাবে বার্টি দাসীকে রূঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটা কে?"

দাসী জানাইল সে চেনে না। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল, —বার্টিও তাহাকে চেনে না! সে জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটাকে কি রকম বুঝলেন?"

—"একটা ভিখারী!"

—"ভিখারী! কিন্তু আপনাদের মতো ভদ্র লোকের যে পোষাক!"

বার্টি বলিল—"সাবধান! ও রকম লোককে কক্ষনো এ বাড়ীতে আসতে দিও না!"

২৫

বার্টি ফ্র্যাঙ্কের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। আজ তাহার হৃদয়টা কেমন করিতেছে! সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুস্রোত আজ কোনো বাধা মানিতেছে না,—হৃদয় প্লাবিত করিয়া, মর্ম্ম শূন্য করিয়া, লীলাভরে কেবলই সে ছুটিতেছে—বার্টির যত বেদনা যত রুদ্ধ আবেগ আজ যেন বুকের মধ্যে আর না স্থান পাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছে। আজ তাহার মনে হইতেছে তাহার জীবনের এ কী দুর্দ্দিন! বিশ্বের সমস্ত বেদনা আজ জাগ্রত হইয়া যেন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে! হৃদয়ের এ কী নিষ্পেষণ। সে কি করে? কোথায় যায়? আত্মহত্যা? সেই ভালো। সে আত্মহত্যার জন্য ছুটাছুটি করিয়া একটা অস্ত্র সন্ধান করিতে লাগিল। হাতের কাছে কিছু না পাইয়া সে গলাটাকে দুই হাত দিয়া সজোরে টিপিয়া ধরিল। চক্ষু কপালের দিকে উঠিতেছে, রুদ্ধ নিশ্বাস দেহের সমস্ত শিরা ছিঁড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, চক্ষু অন্ধকার;—আর একটু জোর চাই, ব্যস! কিন্তু কৈ সে জোর—কৈ সে সাহস!

বার্টি নিজের অক্ষমতায় ব্যথিত, লজ্জিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

তখন রাত্রি একটা। এতক্ষণে নিশ্চয় ফ্র্যাঙ্কের আসিবার সময় হইয়াছে। বার্টির চমক ভাঙিল। আয়নার দিকে ফিরিতেই নজরে পড়িল—তাহার সেই বিশ্রী চেহারা—রক্তহীন মুখশ্রী, ক্রন্দন-স্ফীত চক্ষু, উদ্বেগচঞ্চল নীল কপোল! না, না, ফ্র্যাঙ্ককে এ মূর্ত্তি

দেখানো নয়! সে তাড়াতাড়ি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কম্পিত দেহে শয্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু ঘুমাইল না;—কখন সদর দরজা খোলার শব্দ হয় তাহাই শুনিবার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে ফ্র্যাঙ্ক ফিরিলেন। বার্টির মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—অ্যাঁ! ইভাদের বাড়ী নয় ত! না, না, না—নিশ্চয়ই ক্লাবে গিয়াছিল।

ফ্র্যাঙ্ক কোথাও না দাঁড়াইয়া একেবারে নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন—নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধের শব্দ উঠিল।

আরো আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বার্টি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। মনে করিল, নিশ্চয় এতক্ষণে ফ্র্যাঙ্কের ঘরের বাতি নিবিয়াছে! তাহার ভয় হইতেছিল, আলো থাকিলে পাছে তাহার সেই বিবর্ণ মূর্ত্তি ফ্র্যাঙ্কের চোখে পড়ে! কম্পিত হস্তে বার্টি দরজায় টোকা মারিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"কে বার্টি? এস।"

বার্টি প্রবেশ করিল। ঘর প্রায় অন্ধকার—সামান্য একটা আলো মিট্ মিট্ করিয়া এক কোণে জ্বলিতেছে। বার্টি সেই আলোর দিকে পিঠ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল—এই বুঝি ফ্র্যাঙ্ক বলে যে, সে ইভাদেরই বাড়ী গিয়াছিল। কিন্তু না। ফ্র্যাঙ্ক শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে বার্টি?"

বার্টি বলিল—"বড় জরুরি দরকার তাই এত রাত্রেই এসেচি। অনেক দিনের একটা দেনা আছে, এখন শোধ না করলেই নয়। তোমার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বুঝচি; কিন্তু উপায় নেই। কিছু টাকা দিতে পারবে?"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"জান তো এখন আমার বড় টানাটানির সময়! কত চাই?"

—"একশ পাউণ্ড।"

—"একশ পাউণ্ড! এত টাকা পাবো কোথা? তোমার কি এখনই দরকার—ছুদিন সবুর করলে চলে না?"

বার্টি কাতর হইয়া বলিল—"না ভাই, দেরী করবার যো নেই।" তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, ভয় ও নৈরাশ্য মূর্তিমান হইয়া উঠিতেছিল!

বার্টির সে অবস্থা দেখিয়া ফ্র্যাঙ্কের মায়া করিতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা যোগাড় করে দেবো।

—"কাল সকালেই কিন্তু চাই।"

—"কাল সকালেই? এত তাড়া? আচ্ছা হবে এখন। যেমন করে পারি যোগাড় করে দেবো। তুমি শোওগে, আমার ঘুম পেয়েচে। কিন্তু বলে রাখি তুমি বড় বাড়িয়েচ—এই সেদিন ত্রিশ পাউণ্ড দিলুম, ছুদিন যেতে না যেতেই আবার ত্রিশ পাউণ্ড নিলে!"

মুহূর্তের জন্য বার্টি আলোর পশ্চাতে ছায়ার মতো শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর ফ্র্যাঙ্কের বিছানার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল।

ফ্র্যাঙ্ক উদ্বিগ্ন চিত্তে উঠিয়া বসিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"কি হয়েচে বার্টি? কান্না কিসের?"

বার্টি মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমার উপর কী না অত্যাচার করচি—আমি নরাধম! তোমার নিজের দুঃখেই তুমি কাতর তার উপর আমার দুঃখের বোঝা। আমি বড় বিপদে

পড়েচি নইলে এ সময় তোমায় বিরক্ত করতুম না। আমার এ কিসের দেনা সে কথা বলতেও লজ্জা করে—সেই যে দিনকতক পালিয়েছিলুম এ সেই সময়কার দেনা। বুঝেচ—বুঝতে পেরেচ ?"

ফ্র্যাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিলেন—"ও-ও বুঝেছি! ভবিষ্যতে সাবধান থেকো! তোমার কোনো ভাবনা নেই, কাল আমি সব ঠিক করে দেব—এখন শোওগে—যাও।"

বার্টি দাঁড়াইয়া উঠিল—হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য ফ্র্যাঙ্কের হাতখানা একবার নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"যাও আর দেরী কোরো না—ঘুমোওগে।"

বার্টি নিজের ঘরে গেল। তাহার চক্ষে ঘুম নাই—সে বসিয়া বসিয়া ফ্র্যাঙ্কের নাসিকাধ্বনি শুনিতে লাগিল। তাহার প্রাণের মধ্যে তখনো একটা ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। আর সহ্য হয় না! সে আর একবার সজোরে নিজের গলাটা টিপিয়া ধরিল—জোরের পর জোর দিতে লাগিল—প্রাণটা বাহির হইবার উপক্রম হইল!

২৬

দুই বৎসর কাটিয়া গেছে। আমেরিকা হইতে অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমেরিকা তারপর সমস্ত ইউরোপ এই করিয়া ঘুরিয়াই দিনগুলা গেল। কিন্তু তবু মনের শান্তি কই? নূতন নূতন দেশে গিয়া জীবনের স্রোত তো কই নূতন দিকে ফিরিল না;—সেই অতৃপ্তি, সেই হাহুতাশ, সেই বেদনা বুকে বিঁধিয়াই রহিল! কোনো নূতন উদ্দেশ্য, কোনো নূতন কাজ, কোনো নূতন চিন্তা অতীতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে তো নূতনের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারিল না! ফ্র্যাঙ্ক যেমনই ছিলেন তেমনই রহিলেন। নূতনের মধ্যে এইটুকু হইয়াছে যে এত দিন জীবন-যাত্রার যে দুর্ভাবনা ছিলনা এখন তাহা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিতেছে! মাসের পর মাস গেলেই টাকা আপনি আসিয়া পড়িবে এই নিশ্চিন্ততা এখন ক্রমেই দূর হইয়া যাইতেছে—এখন টাকা কেমন করিয়া উপার্জ্জন হইবে তাহার জন্য একটা চেষ্টা—একটা নিদারুণ চেষ্টা চাই! অর্থগুলা কর্পূরের মতো এই কয়েক বৎসরে উবিয়া গেছে! এখন খাটিয়া পয়সা না আনিলে জীবন বাঁচে না। জীবনের মধ্যে কোনো শান্তি, কোনো সুখ নাই, তবুও তো সেই জীবনটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আজ এ আপিসে কাল ও আপিসে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিতে হইতেছে!

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম;—ক্ষুধার তাড়না, অন্নবস্ত্রের দৈন্য, আশ্রয়ের হীনতা এ সমস্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়া তাঁহারা দিন কাটাইতে লাগিলেন;—হায়, কোথায় এখন সেই বিলাসভবন হোয়াইট রোজ কটেজ!

প্রথমে যতটা লাগিয়াছিল, কিছু দিন যাইতে আর ততটা বেদনা রহিল না। ক্রমেই দৈন্যের পীড়ন সহিয়া আসিতে লাগিল,—ভবিষ্যতের ভয়, জীবনযাত্রার দুঃখ কষ্ট সবই সহজ হইয়া আসিল। দিনরাতই যে একটা জীবন মরণের সংগ্রাম, একটা নিদারুণ চেষ্টা চলিয়াছে এমন আর বোধ হইতে লাগিল না—ক্রমে সে সমস্ত স্বাভাবিক হইয়া আসিল।

এত দুঃখেও কিন্তু বার্টি দমে নাই। সে মনে মনে এই জন্য একটা আত্মগৌরব বোধ করিত যে ফ্র্যাঙ্কের এ দৈন্যের দিনে, তাঁহার এই দুরবস্থায় তাহার মুহূর্ত্তের জন্যেও তো কৈ ইচ্ছা হইতেছে না যে ফ্র্যাঙ্ককে ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়। সে যে বিলাসিতাটুকুর জন্য ছিল তাহা যখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে তখন আর কেন সেখানে সে পড়িয়া থাকিবে—এ চিন্তা সত্যই একবারও তাহার মনে উঠে নাই; —ইহার জন্য, সে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহিয়াও, নিজের উপর ভারি খুসী ছিল—সে এই বলিয়া এখন নিজের নীচতা, স্বার্থপরতাকে ধিক্কার দিত যে এতদিন তাহার বিবেক যাহাকে নীচতা স্বার্থপরতা বলিয়াছে তাহা নীচতা নহে, স্বার্থপরতাও নহে—তাহা বন্ধুর প্রতি নিঃস্বার্থ, পবিত্র, স্বর্গীয়, আদর্শ প্রেম! নইলে বন্ধুর এ দুঃখের দিনে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না কেন!

সত্যই বার্টি আনন্দের সহিত ফ্র্যাঙ্কের এই দুঃখদৈন্য বণ্টন করিয়া ভোগ করিতেছিল—একদিনের জন্যও সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে নাই, পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করে নাই, নিজের উপার্জ্জনের অংশ ফ্র্যাঙ্ককে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই—মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু অসন্তোষ রাখে নাই। ফ্র্যাঙ্কের দুর্ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সহিত জড়িত করিয়া সে বেশ তৃপ্তিতে ছিল।

তাহার স্বভাবটা ছিল লতার মতো পরমুখাপেক্ষী ;—ঝড়ের সময় লতা যেমন বৃক্ষকে আঁকড়াইয়া বৃক্ষের সহিত পড়িয়া মরে সেও তেমনি করিয়া মরিতে প্রস্তুত ছিল। সে সত্যই ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসিত !

আরো দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তখন হাতে কিছু পয়সা জমিয়াছে। এতদিন বিদেশে থাকিয়া স্বদেশে ফিরিবার জন্য কেমন একটা ঔৎসুক্য তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল যেন জীবনের সমস্ত গ্লানি সেই জন্মভূমির স্নেহস্পর্শের অপেক্ষায় এখনও দূর হইতেছে না।

হাতে যতটুকু অর্থ জমিয়াছে সেইটুকুতে কয়েকটা মাস বেশ নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লইবার জন্য তাঁহারা হলাণ্ডের এক গ্রামে—সমুদ্রতীরে—একটা ছোটো বাড়ী ভাড়া লইয়া নির্জ্জনবাসে রহিলেন। জনতা, আমোদপ্রমোদ, মেলামেশা আর ভালো লাগে না ;—সমুদ্রের দৃশ্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব রূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাদের অলস দিনগুলাকে বেশ সরস করিয়া তুলিত। ফ্র্যাঙ্ক তো মোটেই বাড়ীর বাহির হইতেন না—বারান্দার রেলিঙে পা তুলিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া—মুখের সাম্‌নে কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধূম উড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতেন। তাহাতে তিনি বেশ একটা শান্তি পাইতেন—হৃদয়ের বেদনাগুলা যেন সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে নিস্তেজ হইয়া আসিত ; অতীতের দুঃখস্মৃতি তরঙ্গগানে ঘুমাইয়া পড়িত, নিজের সত্তা নীলিমার মধ্যে হারাইয়া যাইত।

কিন্তু বার্টির প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে যখন দেখিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিশাল বিপুল হইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে

আসিতেছে, যখন দেখিত উপরের আকাশ নীল, সমুদ্রের জল নীল ;—বিশ্বব্যাপী নীলিমা! বিশ্বের সমস্ত ভয় যেন সেখানে স্তব্ধভাবে জড়ো হইয়া আছে, তখন তাহার মনে হইত সমুদ্রের, আকাশ হইতে যেন তাহার ভাগ্যবিধাতা নামিয়া আসিতেছেন,— ক্রমেই নিকটে আরো নিকটে আসিতেছেন। সে ভয়ে নিশ্চল হইয়া ভাগ্যপুরুষের সেই ভৈরব আগমন দেখিত,—শুনিতে পাইত সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতে যেন তাহারই আগমনী বাজিয়া উঠিয়াছে!

২৭

একদিন বার্টি সমুদ্রের উপকূলে আনমনে বসিয়া আছে হঠাৎ দেখে বহুদূরে কালো কালো ছায়ার মতো দুইটি মূর্ত্তি! তাহাদিগকে ভালো করিয়া চেনা যাইতেছিল না, কিন্তু দেখিয়াই বার্টির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—কেমন একটা অস্পষ্ট ভয় ও বেদনার স্পন্দন সমস্ত দেহের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বার্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণে সমুদ্রের উপর হইতে বাতাসের একটা ঝটকা আসিতেই যেন তাহার চমক ভাঙিল ; সে তখন ভালো করিয়া দেখিবার জন্য একাগ্র নয়নে চারি দিকে চাহিল। তাহার চোখে তখন সবই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ;—ঐ দূরে চক্রবালের দিকে ধূসরবর্ণ বঙ্কিম আকাশ, সমুদ্রের শ্বেত ফেনিল জলোচ্ছ্বাস তাহার গায়ে গিয়া আছড়াইয়া

পড়িতেছে—ভাঙিয়া পড়িয়া দিকে দিকে নানা বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে; সম্মুখে দৈত্যের মতো একটা প্রকাণ্ড জাহাজ অসংখ্য চক্ষু বাহির করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দূরে সমুদ্রের ধারে ধারে জেলেদের নৌকাগুলি নানা রঙ্গে হেলিতেছে, দুলিতেছে; বালির চরের উপর ছেলেমেয়েদের খেলা জমিয়াছে, তাহার কিছু দূরে একটা জনতা—কেহ চলিতেছে, কেহ বসিয়া আছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কাহারো মাথার লাল ফিতা আকাশের গায়ে উড়িতেছে, কাহারো ওড়না স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। বার্টির চোখে এসব কিছুই বাদ পড়িল না—সে সমস্ত জিনিষ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু সকলকার চেয়ে বেশি করিয়া এবং বড় ও স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল দুইটি মূর্ত্তি; —একটি পুরুষ ও একটি রমণী!

তাহাদিগকে চিনিতে বার্টির বেশি বিলম্ব হইল না;—তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল, মনে হইল এখনই বুঝি সে জলের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—এবং সেই অন্ধকারের মধ্য হইতে চোখের সামনে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কী উপায়! কী উপায়! এমন কি কোনো উপায় নাই যাহার দ্বারা ফ্র্যাঙ্ককে এই মুহূর্ত্তে এই স্থান ত্যাগ করানো যায়! ওঃ পৃথিবীটা কী ক্ষুদ্র! যাহাকে এড়াইবার জন্য এত দেশ পালাইয়া বেড়ানো হইল, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারই সহিত সাক্ষাৎ! কিছুতেই তাহার দৃষ্টির বহিরে থাকা গেল না! এ কী? এ একটা হঠাৎ ঘটনা? না এ দৈবপুরুষের চাতুরী? না—না—এ আর কিছু নয়, নিঃসন্দেহ এ নিদারুণ ভাগ্যচক্রের খেলা!

তবে বার্টি কি করিবে? দৈবেরই জয় হোক! ভয় করিয়া লাভ কি? চেষ্টা করিয়া ফল কি? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে কে ঠেকাইতে পারে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, তবু ভাগ্য ফিরিল কই?

এই ভাবিয়া বার্টি হতাশায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল—মনের মধ্যে বাধা দিবার কোনো প্রবৃত্তি, চেষ্টার কোনো উদ্যোগ রহিল না! সম্মুখে সমুদ্রের চঞ্চল জল খেলা করিতেছে, সে তাহারই পানে চাহিয়া যাহা হইবে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। স্বার্থের জন্য সংগ্রামের আর প্রয়োজন নাই—কি হয় তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখ। তাহার মনে হইল, সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন করিয়া কূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে তেমনি করিয়া দৈবদুর্বিপাক তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—তরঙ্গের যেমন প্লাবন তেমনি এক প্লাবনে তাহাকে এখনই কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিবে!

তাহারা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। বার্টির বুকের মধ্যে এ কী স্পন্দন! নৈরাশ্য, ভয়, দুর্ভাবনা তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে লাগিল! সে কি করিবে? পালাইবে? না, না কোনো ফল নাই পালাইয়া। দৈবের হাতে নিস্তার কোথায়? তবে ভাগ্যের বিধানের জন্য স্থির হইয়া অপেক্ষা করাই শ্রেয়! কিন্তু আর কত দিন? হে ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছ তাহা দাও—শীঘ্র দাও—আর অপেক্ষার যন্ত্রণা সহ্য হয় না!

২৮

আরো সপ্তাহ দুই কাটিয়া গেল ; কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে স্থান ত্যাগ করাইবার জন্য বার্টির কোনো চেষ্টা দেখা গেল না। হয় ত একটা কথা বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত, কিন্তু সে একটামাত্র কথা বলিতে বার্টির কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য সে অলসভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। একটা রহস্যময় গল্পের রহস্য-সমাধান কেমন করিয়া হয় তাহা শুনিবার জন্য শ্রোতা যেমন আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করে তেমনি করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ফ্র্যাঙ্ক বাড়ীর বাহির হইতেন না—সমুদ্রের ধারে কে আসে, কে যায়, তাহার কোনো খোঁজই রাখিতেন না। কাজেই, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল তবুও বার্টি যাহাকে ভয় করিতেছে তাহার আগমনের কোনো সংবাদ ফ্র্যাঙ্ক পাইলেন না—কোনো সন্দেহ পর্য্যন্ত তাঁহার মনে উঠে নাই! সমুদ্রের বাতাসের সহিত তাহার বুকের নিশ্বাস কতবার ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপরে আসিয়া লাগিয়াছে তবুও তাঁহার হৃদয়ে ইভার সঙ্গ-অনুভব জাগিয়া উঠে নাই ; বালির উপর তাহার পায়ের চিহ্ন কতবার ফ্র্যাঙ্ক দেখিয়াছেন তবুও বুঝিতে পারেন নাই, কতবার তাহায় গায়ের বসন তাঁহার চোখের সম্মুখে খেলিয়া গিয়াছে, তাঁহার নজরে পড়ে নাই!

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—বৃষ্টির ভয়ে কেহ বাড়ীর বাহির হয় নাই। সমুদ্রকূল নির্জ্জন দেখিয়া ফ্র্যাঙ্ক বাহির হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই—সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র।

তাহার বুকের উপর দিয়া দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা করুণ বাতাস বহিয়া আসিতেছে, আকাশের উপর হইতে মেঘের কালো ছায়া নামিয়া আসিয়াছে!

ফ্র্যাঙ্ক চলিতে লাগিলেন—তাঁহার কানে আসিয়া কান্নার শব্দে সমুদ্রের বাতাস লাগিতে লাগিল!

দূর হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে ওড়না উড়াইয়া ও কে! হা ভগবান! এ যে সেই!

ফ্র্যাঙ্কের বোধ হইল তাঁহার বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছে! একটা বেদনা ও আনন্দ একসঙ্গে তাঁহার শরীরের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন,—তাঁহার কম্পিত কণ্ঠ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইয়া পড়িল—"এ যে ইভা!"

ক্রমে ব্যবধান কমিয়া আসিল। ইভা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন;—তাঁহার মুখে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন নাই; কারণ এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ নয়—আজ সকালে আর একবার তিনি ফ্র্যাঙ্ককে দেখিয়াছেন, প্রথম দেখার যে উত্তেজনা তাহা তখন কাটিয়া গেছে!

ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করেন? কি বলিয়া ইভাকে সম্ভাষণ করেন? অপরিচিতের মতো চলিয়া যাইবেন? না সমস্ত মনোমালিন্য দূর করিয়া দিয়া আবার প্রেমের সহিত আহ্বান করিবেন?

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইয়া গেলেন। এ কি! তাঁহার সম্মুখে আসিতে ইভার এতটুকু সঙ্কোচ হইল না! কেমন নির্ব্বিকার ভাবে, কেমন শান্ত চিত্তে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল!

ফ্র্যাঙ্ক দেখিতে লাগিলেন—নয়ন ভরিয়া ইভাকে দেখিতে লাগিলেন ;—সেই লতার মতো ক্ষীণ তনু-শ্রী, পুষ্পের মতো কোমল অঙ্গ, হীরার মতো উজ্জ্বল চক্ষু !

ইভা কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক !"

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত হৃদয়টা ঝড়ের মতো আকুল হইয়া উঠিল—তন্দ্রার মতো একটা আবেশ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না—চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আর কিছুই দেখিতে দিল না।

ইভা মলিনভাবে একটু হাসিলেন ;—আবার ডাকিলেন —"ফ্র্যাঙ্ক !"

ফ্র্যাঙ্কের চমক ভাঙিল—কিন্তু এবারও মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না, তিনি ইভার দিকে শুধু হাত বাড়াইয়া দিলেন; —ইভা আবেগের সহিত সেই হাতখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো হল। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বিবাদ জমে আছে—আমি তা দূর করে ফেলতে চাই। আমি অপরাধ করেছি—আমায় ক্ষমা কর।"

আর কথা বাহির হইল না—অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সমস্ত দেহের মধ্যে একটা আবেগের স্পন্দন চলিতে লাগিল ;—পাথরের মূর্ত্তির মতো ইভা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন !

—"আমার কথা ভুল বুঝ না, আমি সত্যই অনুতপ্ত—আমি সত্যই ক্ষমা চাই—"

"ইভা ! ইভা !" ফ্র্যাঙ্ক গুমরাইয়া উঠিলেন—"ক্ষমা তুমি চাচ্চ ? ক্ষমার পাত্র আমি—আমিই দোষ করেচি !"

"না—না—না" ইভা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না—দোষ আমার! সে কথা আমায় স্বীকার করতে দাও।" বলিয়া তিনি ফ্র্যাঙ্কের দিকে সাদরে কর প্রসারণ করিলেন—ফ্র্যাঙ্ক সে হাতখানি হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন;—তাঁহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ইভা বলিলেন—"দোষ আমার,—আমি স্পষ্টই স্বীকার করচি দোষ আমার! আমার উপর আর রাগ নাই দেখে সুখী হলুম। একদিন আমাদের বাড়ী আসবে না?"

"যাবো বই কি!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আগ্রহের সহিত ইভার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

ইভা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; ব্যস্ত হইয়া বলিলেন —"কিন্তু কারুর কাছে থেকে তোমায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না তো! হয় ত কেউ তোমার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করচে—হয় ত তুমি এতদিনে—বিবাহিত!"

বলিয়া ইভা একটু করুণ হাসি হাসিয়া চেষ্টার সহিত ফ্র্যাঙ্কের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। সে চাহনিতে কী ভয়, কী বেদনা!

ফ্র্যাঙ্ক চমকিয়া উঠিলেন—আজ পর্য্যন্ত যে সন্দেহটা তাঁহার মনে আসে নাই, সেই সন্দেহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল;—ইভার প্রশ্নটা ইভাকেই ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মিতে লাগিল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বিবাহ! না—এ জীবনে নয়!"

দুইজনের মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। ইভার মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে—হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—ইভা ওড়নায় চোখ মুছিতে মুছিতে চলিতে লাগিলেন। আবেগে ফ্র্যাঙ্কেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বাড়ীর সাম্নে আসিয়া ইভা নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। লজ্জানত হইয়া বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! কি বলব! তোমার কাছে দোষ স্বীকার করবার জন্য, ক্ষমা চাইবার জন্য এতদিন আমার প্রাণ যে কী ব্যাকুল হয়েছিল কি বলব!"

ফ্র্যাঙ্ক কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না—ইভার ব্যবহারে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এ কী! এ ছল? এ চাতুরী? না এ স্বর্গের সরলতা?

২৯

আর্চিবল্ড ফ্র্যাঙ্ককে অভ্যর্থনা করিলেন বটে কিন্তু পূর্ব্বের মতো তেমন স্নেহের সহিত নহে। তিনি ইভা ও ফ্র্যাঙ্ককে একত্রে রাখিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। ইভা তখন বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, বোসো—তোমার সঙ্গে কথা আছে!"

ফ্র্যাঙ্ক বিস্মিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন—ইভার কণ্ঠস্বর যেন কেমন কঠিন, তাহাতে আবেগের স্পন্দন নাই, প্রেমের প্রগল্‌ভতা নাই, প্রণয়ের সরসতা নাই—তাঁহার বক্তব্য যেন নিতান্তই সাধারণ!

ফ্র্যাঙ্ক বসিলে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! বাবাকে তুমি একখানা চিঠি লিখেছিলে?"

ফ্র্যাঙ্ক বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—"হাঁ!"

—"অ্যাঁ! লিখেছিলে?"

—"হাঁ—বাবাকে একখানা—তোমাকে দুখানা!"

"কি? আমাকেও লিখেছিলে?"

—"হাঁ।"

—"কিন্তু জবাব পাওনি।—কেন বল দেখি?"

—"কেন আর কি! তুমি আমার উপর রাগ করেছিলে তাই। আমি সত্যই অপরাধ—"

—"না, না সে জন্যে নয়—চিঠি আমরা পাইনি?"

—"পাওনি?"

—"না। বাবার চাকরটা লুকিয়ে ফেলেছিল—বোধ হয় তার কোনো উদ্দেশ্য থাকবে!"

—"উদ্দেশ্য!—কি উদ্দেশ্য?"

—"তা তো জানিনে। আমি যা জানি বলচি। আমার দাসী একদিন কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লে যে সে আর আমাদের বাড়ী থাকবে না—বাবার চাকর তাকে ভয় দেখিয়েছে খুন করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? সে বল্লে, একদিন তোমার হাতের লেখা বাবার নামে একখানা চিঠি সে আনছিল এমন সময় চাকরটা কোত্থেকে দৌড়ে এসে চিঠিখানা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়—বলে সে নিজে গিয়ে দেবে; কিন্তু তা না করে চিঠি নিজের কাছেই রেখে দিলে। দাসী তাকে সে কথা বলতে সে ধমকে উঠে বল্লে—খবরদার একথা যদি কাউকে বলবি তো তোকে খুন

করব। দাসী ভয়ে আমাকে বলতে পারেনি। শেষে একদিন বলে ফেল্লে। আমরা তখন চাকরটার কাছে খোঁজ নিলুম। শুনে সে চটে আগুন! দাসীর সব কথা সে অস্বীকার করলে। বাবা রেগে তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিলেন। তার থাকবার ঘর, তার জিনিস পত্র সমস্ত উলটপালট করে খোঁজা হল কিন্তু তোমার চিঠি বেরুল না। সেইখানাই তোমার শেষ চিঠি? না?"

-"হাঁ।"

—"তুমি তিন বার লিখেছিলে?"

—"হাঁ—তিন বার!"

—"আমাকে দুখানা?"

—হাঁ, তোমাকে দুখানা।"

ইভার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—তাঁহার চোখে জল আসিতে লাগিল, তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"কি লিখেছিলে?"

—"লিখেছিলুম—ক্ষমা চাই—ক্ষমা কর—দোষ আমার।"

—"না। দোষ তো তোমার নয়।"

—"জানি না দোষ কার—কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যত অপরাধ সব আমার, তাই ব্যাকুল হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলুম। প্রতিদিন অপেক্ষা করেছি—কিন্তু ক্ষমার একটি কথাও তোমার কাছ থেকে পাইনি!"

ইভা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"জানি পাওনি। তার পরে কি করলে?"

—"কি আর করব?"

—"আমার কাছে একবার এলে না কেন?"

ক্র্যাঙ্ক স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কি উত্তর করিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। ইভা আবার বলিলেন—"ক্র্যাঙ্ক, বল—কেন এলে না?"

ক্র্যাঙ্ক হতবুদ্ধির মতো হইয়া বলিলেন—"কি জানি কেন এলুম না!"

—"আসবার কথা একবারও মনে হয়েছিল?"

—"হাঁ হয়েছিল বৈকি!"

—"তবে এলে না কেন?"

ক্র্যাঙ্ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, অনুতাপে বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল।

—"ইভা, কি বলব?—সে দুঃখের কথা কী বলব—কি করে দিন গেছে—কী বেদনায়—"

—"তবে—কেন একবার আমার কাছে এলে না?"

—"না আসতে পারিনি।"

—"কিন্তু কেন?"

—"আসব ভেবেছিলুম।"

—"তবু যে এলে না?"

ক্র্যাঙ্ক হতাশ হইয়া ইভার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে লাগিলেন। সত্যই তো, তিনি আসেন নাই কেন! তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্মৃতি হইতে যেন সব কথা মুছিয়া যাইতেছে। তিনি স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার সব কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"হাঁ! আমি আসতে চেয়েছিলুম কিন্তু বারণ করলে বার্টি।"

—"বার্টি বারণ করলে?"

—"হাঁ। সে বল্লে তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া কাপুরুষতা!"

—"কেন?"

—"তুমি আমায় অবিশ্বাস কর তাই।"

—"তার পর?"

—"আমার মনে হল বার্টির কথা সত্য। সেই জন্য আর আসতে পারলুম না।"

ইভা মর্ম্মাহত হইয়া সোফার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন;—তাঁহার দুই চোখ দিয়া বেদনার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

—"বার্টি আর কিছু বল্লে?"

—"না, আর কিচ্ছু বলেনি।"

দুই জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তার পর হঠাৎ ইভা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন;—তাঁহার মুখ রক্তহীন, চক্ষু কপালের দিকে উঠিয়াছে—দৃষ্টি শূন্য, কি একটা ভয়ের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কম্পিত, চোখের পলক পড়ে না;—তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর—ঐ এলো!"

ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? কি—ইভা!"

"ঐ এলো—এলো—মেঘগর্জ্জনের মতো শব্দ করে ঐ আসচে, আমাকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলচে—বজ্রের মতো আমার মাথায় এসে পড়বে—ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে ইভা ফ্র্যাঙ্কের দিকে ছুটিয়া আসিলেন,—তাঁহার মুখে যেন মৃত্যুর একটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে! ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কি হয়েচে ইভা? কি হয়েছে।"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের বুকে মাথা রাখিয়া অবসন্ন ভাবে ঢুলিয়া পড়িলেন, কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না। ফ্র্যাঙ্ক কাতর ভাবে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ইভা অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"যাক্, গেছে! দিনকতক থেকে ঘন ঘন আসচে। সে যে কী তা আমি বলতে পারিনা। থেকে থেকে আসে—ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে আমার দিকে আসে—মাথার কাছে এসে শতধা হয়ে যায়—তখন সে কী ভীষণ শব্দ, সে কী অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ, কী স্পন্দন! আমার হৃৎকম্প হতে থাকে। যেন একটা দৈত্য ঝড় উড়িয়ে আমার দিকে আসে—কি সে আমি বুঝতে পারিনা। সে কি ফ্র্যাঙ্ক?"

—"কি করে জানব? বোধ হয় তোমার শরীরের দুর্ব্বলতা—"

—"ফ্র্যাঙ্ক! সরে এস—কাছে এস। আমাকে আর একলা ফেলে যেয়োনা—একলা থাকলে আমার বড় ভয় করে।...... আর আমার ভয় কি—তোমাকে পেয়েছি আর ভয় কি। আমি জানতে পেরেছিলুম—আমার মন আমায় বলেছিল,—একদিন তুমি আসবে—ফিরে আমার কাছে তুমি আসবে। তাইতো কেবলই ঘুরেচি তোমার জন্যে। যতই দিন গেছে মনে হয়েছে ততই আমি তোমার কাছে এসে পড়চি—ততই তুমি আমার কাছে আসচ—সেই আশায় বেঁচেছিলুম। এই দেখ সত্যই তুমি এলে। আর যেয়োনা চলে—আমাকে ফেলে আর যেয়োনা!" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন,

—"ফ্র্যাঙ্ক! এই দেখ!"

—"কি ?"

—"এই দেখ, সেই তোমার হাতের দাগ! সেই যাবার দিন আমার হাত ধরেছিলে সে চিহ্ন এখনো রয়েচে!"

ক্র্যাঙ্ক ইভার হাতের পানে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

ইভা বলিলেন—"ক্র্যাঙ্ক, কাঁদো কেন? এ আঘাত নয়;—এ আমার অলঙ্কার—এ আমার কঙ্কণ!"

৩০

অল্পক্ষণ পরেই ক্র্যাঙ্ক চমকাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ইভা?"

—"কি ?"

বল দেখি কেন—"

—"কি কেন ?"

—"চাকরটা আমার চিঠি লুকিয়েছিল কেন ?"

—"সেই কথাই তো অনেক দিন থেকে ভাবচি।"

—"তার দরকার কি লুকোবার? কি লেখা আছে তাই দেখবার জন্যে কৌতূহল ?"

—"তাহ'লে কি দাসীর হাত থেকে অমন করে ছিনেয়ে নেয় ?"

—"তবে তার কোনো স্বার্থ ছিল ?"

—"নিশ্চয়!"

—"কিন্তু কিসের স্বার্থ? আমি তোমায় কি লিখলুম, না লিখলুম তাতে তার কি স্বার্থ?"

—"হয়ত আর কেউ—"

—"কি?"

—"আর কারুর জন্যে করেচে।"

—"কিন্তু কার জন্যে? কার তাতে কি উপকার হতে পারে?"

ইভা উঠিয়া বসিলেন—ক্র্যাঙ্কের পানে নীরবে অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যে প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কেমন ভয় হইতেছিল। তবুও তিনি সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আচ্ছা, এমনি কি কেউ নেই যার এতে কোনো স্বার্থ থাকতে পারে?"

—"আমি তো জানিনা।"

—"কেউ কি জানত যে তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে?"

—"না। জানত কেবল বার্টি।"

—"ওঃ! কেবল বার্টি!" ইভা কথাগুলায় একটু জোর দিয়া আবার বলিলেন—"কেবল বার্টি!"

—"বার্টি? না, না, কখনোই না!" বার্টির উপর কোনো সন্দেহ ক্র্যাঙ্কের মনে কিছুতেই স্থান পাইলনা, তিনি আবার বলিলেন—"তুমি কি সত্যই মনে কর, বার্টি?"

—"আমার তো তাই মনে হয়।"

—"অসম্ভব! ইভা অসম্ভব! সে কেন করতে যাবে?"

—"তা আমি জানি না।" বলিয়া ইভা নিরুৎসাহে হেলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বুকটা কেমন দুরদুর করিতে লাগিল। তিনি

কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আমি ঠিক বলতে পারিনা এ বার্টির কাজ কি না, কিন্তু তারই উপর আমার কেমন সন্দেহ হয়। এই ক'বচ্ছর ধরে আমি অনেক ভেবেছি যে কেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হ'ল। যতই ভেবেছি প্রথমে কোনো কারণ পাইনি,—সবই যেন রহস্যময়, অন্ধকারময় বলে বোধ হয়েছে,—মনে হয়েছে যেন কে একজন—যেন একটা দৈত্য—আমাদের দুজনের মিলন ভেঙে দেবার জন্যে কেবলই কৌশল পেতেচে—তাতে আমাদের কোনো হাত ছিল না! তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন যেন একটু একটু করে অন্ধকার দূর হয়ে গেল;—প্রহেলিকার মধ্যে থেকে, মনে হল যেন, চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল এক মূর্ত্তি—সে তোমার বার্টি! মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। আগে যা বুঝতে পারিনি তা যেন তখনই বুঝতে পারলুম। তখন মনে হতে লাগল, প্রতিদিন বার্টি আমায় যে কথা বলেচে সে কথাগুলার অর্থ সে যা বুঝিয়েচে তা নয়। আমার প্রতি কেন তার এত সহানুভূতি? আমার সুখদুঃখের উপর কেন তার এ দৃষ্টি? সে কি স্নেহের জন্য? তোমার সম্বন্ধেও কেন সে আমার কাছে ঐ সব কথা—"

—"কি কথা?"

—"যে কথা বলেচে আমার তো মনে হয় না প্রকৃত বন্ধুর তা বলা উচিত। তখন আমি তাকে ভায়ের মতো দেখতুম, তাকে বিশ্বাস করতুম, মনে করতুম সত্যই সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। সে দিনরাতই আমার সাম্‌নে এইরূপ একটা ভয় জাগিয়ে তুলতো যে তোমার সঙ্গে মিলন হলে যেন একটা বিপ্লব কাণ্ড বেধে যাবে—যেন

আমার জীবন চিরদিনের জন্য অশান্তিময় হয়ে উঠবে। আমাদের বিবাহ না হওয়াই ভালো—হাঁ, সেই কথা সে বার বার, স্পষ্ট করে না বল্লেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেচে। কিন্তু কেন? কেন?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া ফ্র্যাঙ্ক এ রহস্যের কোনো সূত্র ধরিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের সামনে অতীতের প্রহেলিকাচ্ছন্ন দৃশ্য সকল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল সেই দিনের কথা—যে দিন ফ্র্যাঙ্ক ইভার নিকট হইতে কোনো পত্র না পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা বার্টিকে জানাইয়াছিলেন। বার্টির সে কী দৃঢ় প্রতিবন্ধকতা! ফ্র্যাঙ্ককে লণ্ডন ত্যাগ করাইবার জন্য কী তাহার ব্যস্ততা! কেন? কি তাহার উদ্দেশ্য? ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার প্রগাঢ় ভালোবাসা কিছুতেই বার্টির উপর কোনো সন্দেহকে মনে স্থান দিতে চাহিল না। সেই বার্টি যে সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে সব সময়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে সে কি কোনো অনিষ্ট করিতে পারে? এ কি সম্ভব?

ইভা অলসভাবে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতেছিলেন, তাঁহারও মনের উপর অনেক জটিল প্রশ্ন খেলিয়া বেড়াইতেছিল। কেন বার্টির অভিপ্রায় তাঁহাদের বিবাহ না হয়? কেন, কেন? কি তাহার স্বার্থ? কি তাহার উদ্দেশ্য? সে কে? তাইতো! সে কে? ইভা যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! কে সে? বার্টি কে? কেন তার কোনো পরিচয় আমার কাছে তুমি বল না?"

ফ্র্যাঙ্ক থতমত খাইয়া গেলেন। একটা অনুশোচনা তাঁহার

বুকে বিঁধিতে লাগিল। হায়, কেন তিনি ইভার কাছে বার্টির পরিচয় দেন নাই—কেন তিনি বলেন নাই সে কলঙ্কহীন পথের ভিক্ষুক—তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত!

"তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত!" তাই তো! হঠাৎ ফ্র্যাঙ্কের মনের উপর দিয়া সত্যের একটা আভাস বিদ্যুৎগতিতে খেলিয়া গেল।

তিনি বলিলেন—"ইভা! আমি চল্লুম—বার্টির কাছে।"

"বার্টির কাছে?" ইভা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বার্টির কাছে? সে এখানে নাকি?"

—"হাঁ"

—"সে এখানে! তা তো আমি জান্‌তুম না। আমি ভেবেছিলুম সে বুঝি নেই—সে এখন বহু দূরে—হয় ত সে মরেচে! হা ভগবান! সে এখানে! ফ্র্যাঙ্ক! যেয়োনা—আমি মিনতি করি তার কাছে তুমি যেয়োনা, যেয়োনা।"

—"কিন্তু তাকে যে একবার সব কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে!"

—"না—না—ফ্র্যাঙ্ক, যেয়োনা। আমার বড় ভয় করে তাকে; —তার কাছে তুমি যেয়োনা।"

ফ্র্যাঙ্ক কিছু বলিলেন না, ইভার দিকে শুধু সপ্রেম নয়নে একবার চাহিলেন;—সে চাহনি আশ্বাসে ভরা।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"ইভা, কোনো ভয় নেই—স্থির হও। তাকে একবার সব কথা জিজ্ঞাসা করতেই হবে। কিছু ভেবো না;—আমি রাগব না—শান্ত থাকব।"

—"রাগবে না? পারবে শান্ত থাকতে? না, না। যেয়োনা।"

"আমি তোমায় বলচি ইভা!—রাগবো না। কোনো ভয় নেই। সন্ধ্যার সময় তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে একবার বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। বলিলেন,

—"ইভা! তবে তুমি আমার?"

ইভা কথা কহিতে পারিলেন না—চক্ষু নত করিয়া রহিলেন।

ফ্র্যাঙ্ক চলিয়া গেলেন।

ইভা একলা বসিয়া রহিলেন। একটা ভীষণ আতঙ্ক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। মনে হইল চারিদিক হইতেই যেন বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। তাঁহার কেমন ভয় করিতে লাগিল;—ফ্র্যাঙ্কের জন্য অত্যন্ত ভাবনা হইতে লাগিল। কি করেন ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। এমন সময় দূরে পিতার পদ শব্দ শোনা গেল, এ অবস্থায় বাপের সঙ্গে দেখা হইলে বিপদ; ইভা তাড়াতাড়ি একটা কোর্ত্তা উঠাইয়া লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

তখন ঘন ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছে!

৩১

ফ্র্যাঙ্ক বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, বার্ট স্থিরভাবে বসিয়া আছে। ফ্র্যাঙ্ককে দেখিবামাত্র বার্ট আসল ব্যাপার যেন বুঝিতে পারিল; তাহার মনে হইল সে যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে এইবার তাহা উপস্থিত! সে হতাশ হইয়া পড়িল;—আত্মরক্ষার

কোনো চেষ্টা, কোনো কৌশল আর তাহার অন্তর হইতে সাড়া দিল না।

ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বার্টি! কথা আছে।"

বার্টি কোনো জবাব করিতে পারিল না—তাহার বুকের মধ্যে রক্তের একটা তুফান উঠিতে লাগিল, সমস্ত দেহ স্পন্দিত, সে অলস ভাবে বসিয়া রহিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"ইভার সঙ্গে আজ আমার দেখা হল। শুনলুম তাঁরা এখানে অনেক দিন এসেচেন।"

বার্টি তখনও কথা কহিতে পারিল না, শুধু একবার কালো কালো কোমল চোখ দুটি তুলিয়া ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিল—সে চাহনি কী করুণ, কী নৈরাশ্যময়!

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করিয়া একটা রাগ ঝড়ের মতো বহিয়া গেল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কথাটা বেশ ধীর ভাবে, শান্ত ভাবে বার্টির কাছে পাড়িবেন, কিন্তু বার্টির তখনকার সেই নিশ্চিন্ততা, সেই চুপ-করিয়া-পড়িয়া-থাকা দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরটা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বার্টির উপর এই তাঁহার প্রথম রাগ। এ কী! এমন গুরুতর কথায় বার্টির কোনো খেয়াল নাই? সে চুপ করিয়া দিব্য আরামে চেয়ার হেলান দিয়া বসিয়া আছে? অসহ্য! ফ্র্যাঙ্ক বুঝিতে পারিলেন না যে বার্টির হৃদয়টার মধ্যে তখন একটা ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলিতেছে—তাহার মুখ দিয়া কোনো মতেই কথা বাহির হইতেছে না; তিনি ভাবিলেন বার্টি ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিতেছে, তাই তিনি ধীরে সুস্থে যে কথা বলিবেন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছিলেন সে কথা বলিবার ধৈর্যের বাঁধ মুহূর্তের মধ্যে ভাঙিয়া গেল;—এখনই শোনা

চাই, তাঁহার উন্মত্ত ইচ্ছা গর্জ্জিয়া উঠিল—শোনা চাই—এখনই !

—"শোনো বার্টি ! ইভাদের বাড়ীতে আমি তিনখানা চিঠি লিখেছিলুম, তুমি জানো। ইভা বলচেন সে চিঠি তাঁরা পান্ নি—তাঁদের চাকর উইলিয়ম লুকিয়ে রেখেছিল। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?"

বার্টি নীরব। তাহার চোখদুটি ফ্র্যাঙ্কের দিকে চাহিয়া কি একটা মর্ম্মভেদী আকুল আবেদন জানাইতেছিল।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—'চিঠির কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। উইলিয়ম সে চিঠি লুকিয়েছে কেন ?"

বার্টি অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর ফুটাইয়া বলিল—"আমি তার কি জানি ?"

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমি নিশ্চয় জান। বল ঠিক করে।"

ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় বার্টির আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা একেবারে অতলে ডুবিয়া গেল। এমন কি, কেমন করিয়া অতবড় গোপন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল তাহা জানিবার জন্যও তাহার আর তিলমাত্র আগ্রহ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, আত্মসমর্পণ করাই এখন শ্রেয়। ব্যস ! আর কেন ? সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাক। কি ফল বৃথা সংগ্রামে ?—যাহা অবশ্যম্ভাবী, যাহা দৈবের বিধান তাহার মূর্ত্তি তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা দিয়াছে ;—কে তাহাকে ঠেকায়—কার এত বড় সাধ্য ? তবে কেন আর বৃথা আত্মরক্ষার চেষ্টা ? এই ভাবিয়া বার্টি সমস্ত কৌশল ও চেষ্টা হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া রাখিল। তাহার চোখের

সাম্‌নে পরিণামের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; তাহাতে একটা আতঙ্ক আসিল বটে কিন্তু মনকে তাহা কিছুতেই আত্মরক্ষার দিকে উত্তেজিত করিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া বলিল—"হাঁ, আমি জানি!"

—"কি জান?"

—"আমিই—"

—"তুমি কী?"

—"আমিই উইলিয়মকে ঘুষ দিয়েছিলুম চিঠি লুকিয়ে রাখতে।"

ফ্র্যাঙ্ক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন! চোখের সামনে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরিতেছে;—কে কি বলিতেছে, কোথায় কে আছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, —"তুমি—তুমিই! হা ভগবান! এ তোমারই কাজ!"

—"হাঁ আমিই!"

—"কিন্তু কিসের জন্যে?"

—"কিসের জন্যে? অ্যাঁ? তাইতো—কিসের জন্যে?—কি জানি কিসের জন্যে।—না! সে আমি বলতে পারব না—সে জঘন্য কথা বলবার নয়—আমি বলতে পারব না!" বলিয়া বার্টি কাঁদিয়া ফেলিল।

"বলবে না? পাষণ্ড!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক সজোরে বার্টির টুটি চাপিয়া ধরিলেন। সবলে একবার নাড়া দিয়া বলিলেন—"বল্ বলচি, এখনই বল্—নইলে গলা টিপে সে কথা বার করব!"

বার্টি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বলচি শোন—"

"বল্। এখনই!"

—"আমি তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারব না তাই। তোমার বিয়ে হ'লে আমায় দূর হয়ে যেতে হ'ত। আমি তোমায় এত ভালোবাসি—"

"হুঁ! ভালোবাস—তারপর?"

"তারপর—তুমি আমার প্রতি যে কত দয়া দেখিয়েচ—আমাকে যে কত অযাচিত দান করেচ তা বলবার নয়! আমি দেখলুম আমায় আবার খেটে খেতে হবে,—এ ঐশ্বর্য্য ছেড়ে আবার দারিদ্র্যের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! শোনো। রাগ কোরো না। আমার সব কথা আগে শোনো—তারপর বিচার কোরো। আমি স্বীকার করচি আমি যা করেচি তা অতিবড় পাষণ্ডেও করতে পারে না—তবু আমাকে বলতে দাও—সব কথা না শুনে রাগ কোরো না। আমি মানুষটি যেমন আমাকে তেমনি করে দেখ,—উচ্চ আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে আমায় দেখো না। আমায় ভগবান যেমন করে গড়েচেন আমি তেমনি হয়েচি—আমি কি করব বল? যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকত তাহলে আমি অন্য রকম হতে পারতুম—এমন জঘন্য বৃত্তি আমার হত না—কিন্তু কি করব? আমার-অতীত একটা শক্তি আমাকে ক্রমাগতই বিপথে নিয়ে গেছে—আমি পারিনি, আমি পারিনি, নিজের শক্তিতে সুপথে ফিরতে আমি পারিনি। তুমি তো জানো আমি কী দুঃখের মাঝে, কী দৈন্যের মাঝে ছিলুম। তুমি আশ্রয় দিলে, আহার দিলে, আচ্ছাদন দিলে, স্নেহ দিলে, ভালোবাসা দিলে;—তোমার কাছে থেকে, তোমাকে ভালোবেসে —এ কথা হয় তো বিশ্বাস করবে না যে তোমায় ভালোবাসি—কিন্তু তবুও আমি বলবো যে তোমায় ভালোবেসে আমি কী সুখে, কী

নিশ্চিন্তে ছিলুম! তুমি সে সুখ কেড়ে নিয়ে আমাকে আবার নৈরাশ্যের মাঝে, দুঃখের মাঝে, দৈন্যের মাঝে ফেলে দিচ্ছিলে—তাই ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে আমি এমন কাজ করলুম। ফ্র্যাঙ্ক! শোনো—ধৈর্য্য হারিয়ো না—তোমাকে সব আমি খুলে বলচি। আমিই ইভার মনে সন্দেহ জন্মিয়ে দি যে তুমি তাকে ভালোবাস না—আমিই তার মনে সন্দেহ এনে দিই তাতেই তোমাদের মিলন ভেঙে যায়—হাঁ আমিই তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিই। চিঠি আমিই বন্ধ করেছিলুম। ফ্র্যাঙ্ক! এ সবই আমারই কাজ—আগাগোড়া সমস্ত আমার কাজ! যখন সে কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সত্যি বলচি—নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণা হয়েছিল কিন্তু তবুও নিবৃত্ত হতে পারিনি—আমার সাধ্যে কুলোয় নি;—আমি যে অমনি করে তৈরি হয়েচি, আমার নিজের বলে কিছু করবার সামর্থ্য ভগবান যে আমায় দেন নি—আমি তো আমার প্রভু নই—আমি যে দাস! আমি দৈবের দাস, ঘটনাচক্রের দাস, প্রবৃত্তির দাস—জঘন্য ক্রীতদাস! আমি অত্যন্ত অদ্ভুত—নানা মিশ্রণে আমার গঠন, তাই তুমি আমায় বুঝতে পার না। কিন্তু চেষ্টা কর ফ্র্যাঙ্ক, আমায় বুঝতে, তা'হলে নিশ্চয় তুমি আমায় ক্ষমা করবে। বিশ্বাস করো;—সত্যি বলচি আমি স্বার্থপর নই—সত্যিই সমস্ত প্রাণের সঙ্গে আমি তোমায় ভালোবাসি। আর কেনই বা তোমায় ভালোবাসব না? তুমি আমার কী না করেচ! আমি স্বার্থপর নই, নই! ফ্র্যাঙ্ক! আমি কখনোই স্বার্থপর নই! এ কথা কেন বিশ্বাস করচ না? যখন তোমার টাকাকড়ি গেল, যখন তুমি আমারই মতো দরিদ্র নিঃসম্বল হয়ে পথে দাঁড়ালে তখন কি

আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলুম? তখনো কি তোমার সমস্ত দুঃখকষ্টের ভাগ আনন্দের সঙ্গে বহন করে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ফিরিনি? স্বার্থপর হ'লে কি তা করতে পারতুম? মনে কোরে দেখ, আমি তোমায় ত্যাগ করিনি,—ত্যাগ করিনি! তোমার সঙ্গে একত্রে খেটেচি, হাসিমুখে তোমার দুঃখ বহন করেচি। হা ভগবান! সে দুঃখের দিনও রইল না কেন? আবার কেন ইভার সঙ্গে দেখা?—"

—"ব্যস থামো—আর কত বলতে চাও!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তা'হলে এ তোমারই কাজ! তুমিই আমার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি রসাতলে দিয়েচ! হা ভগবান! এও সম্ভব!—তুমি ঠিক বলচ বার্টি, আমি তোমায় বুঝতে পারলুম না!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন;—মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—চোখ দিয়া রাগ আগুনের মতো ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

বার্টি ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতির স্বরে বলিল —"ফ্র্যাঙ্ক! ভাই! আমাকে বোঝবার চেষ্টা কর—আমি কি, তা বোঝ। মনে কর আমি তোমার সেই বন্ধু—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন! ভগবানের নামে শপথ করে বলচি আমি যে মন্দ সে আমি ইচ্ছে করে হইনি—ঘটনাচক্র, ভাগ্যচক্র আমাকে মন্দ করে তুলেচে। আজন্মকাল থেকে আমার মধ্যে এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই—আমি সে শক্তি নিয়ে জন্মাতে পারিনি। ভগবান আমাকে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন সত্য কিন্তু সে শক্তি আমার বশে নয়, আমি যা খুসী হয়ে ভাবতে ভালোবাসি তা তো পারিনে। সমুদ্রতরঙ্গের উপর একটা গোলা পড়লে যেমন

কেবলই সেটা ধাক্কা খেতে খেতে উঠতে পড়তে থাকে তেমনি করে সমস্ত জীবনটা আমি একটা না একটা দুরবস্থার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কেবলই উঠেচি, পড়েচি—হাঁফ্ ছাড়তে পাইনি। কি করব? তরঙ্গের উপর মাথা জাগিয়ে বাঁচতে হবে ত! ইচ্ছাশক্তি? মনের বল? জানি না তোমার সে সব আছে কি না, কিন্তু আমার মধ্যে তার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত কখনো পেলুম না। আমি যে একটা কাজ করি সে আমাকে করতে হয় বলে আমি করি—ঘাড় ধরে করায় বলে আমি করি—সে রকম না করে অন্য রকম করতে পারি না বলে আমি করি;—যদিও তার বিপক্ষে আমার ইচ্ছা যায় তবুও পারি না—সে শক্তি, সে জোর আমার নেই। কি করব?"

দাঁতের উপর দাঁত ঘষিয়া ফ্র্যাঙ্ক বজ্রকণ্ঠে বলিলেন—"কথা! কথা! কেবলই কথা! কথা আর ফুরোয় না! কী মাথামুণ্ড বকচিস কিছু বুঝি না। আমি কিছু শুনতে চাই না—আমি কোনো কথা বুঝতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বুঝচি যে তুইই আমার সর্ব্বনাশ করেচিস—আমার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি তোর হীন স্বার্থপরতার জন্য নষ্ট হয়েচে—তোর মতো পাষণ্ড, নরাধম, কাপুরুষ জগতে নেই!—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তুই আমার চিঠি নিশ্চয় ঘুষ দিয়ে গোপন করিয়েচিস! বল্ রাস্কেল, ঘুষ দিয়েচিস কি, না! কার টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়েছিস—বল্ কার টাকা?"

—"কার টাকা? অ্যাঁ!" বার্টি দারুণ ভয়ে ইতস্তত করিতে লাগিল।

—"বল বলচি—কার টাকা? আমারই টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়েচিস? বল্, নইলে লাথি মেরে কথা বার করব! আমার টাকা কিনা বল!"

—"হাঁ।"

—"কী! আমারই টাকা!"

—"হাঁ, হাঁ, হাঁ!"

ফ্র্যাঙ্ক ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিয়া বার্টিকে আছড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন!

অপমানিত হইয়া হঠাৎ বার্টির মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল;—সে যে নিজেকে এত হীন করিয়া দেখিতেছিল তাহার বিরুদ্ধভাব জাগিয়া উঠিল। জগত নির্ব্বোধ! জগতের লোক নির্ব্বোধ! ফ্র্যাঙ্ক নির্ব্বোধ! বার্টি যে কেন এমন সে কথা ফ্র্যাঙ্ককে কিছুতেই বোঝানো গেল না—কিছুতেই সে বুঝিল না! মূর্খ!

বার্টি যেন হৃতশক্তি ফিরিয়া পাইয়া এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিল। সাপের মতো তর্জ্জন করিয়া বলিল—"হাঁ গো হাঁ। যদি শুন্‌তে চাও আবার বলি, হাঁ। এখনও যদি তুমি বুঝতে না পেরে থাক—ভগবান যদি তোমায় বুদ্ধি না দিয়ে থাকেন তাহ'লে আবার বলি হাঁ, তোমারই টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়েছিলুম—দয়া করে তুমি যে টাকা আমায় দান করেছিলে সেই টাকায় ঘুষ দেয়েছি। সেই যে এক শো পাউণ্ড! এখন বুঝতে পেরেচ? বুঝতে পারচ না? নির্ব্বোধ! আহাম্মক! এতটুকু বুদ্ধি তোমার নেই। হায়, আমিও যদি তোমার মতো বুদ্ধিহীন হতুম! ছিলুম, আমিও তোমারই মতো নির্ব্বোধ ছিলুম;—কিন্তু জানো, কে আমার বুদ্ধি খুলে দিলে? তুমি! সে এক সময় ছিল যখন আমি আর কিছু জানতুম না, কেবল মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে কোনো রকমে প্রাণটা রক্ষা করবার জন্যে ব্যস্ত থাকতুম —আর কোনো ভাবনাচিন্তা ছিল না; যখন আহার জুটত খেতুম, না জুটলে উপবাসে দিন যেত, তাতে আমার কোনো দুঃখ ছিল না। তারপর তুমিই আমাকে রাজভোগের আহার দিলে, রাজার মতো পোষাক পরালে, অন্নবস্ত্রের কোনো ভাবনা ভাবতে দিলে না। তাতেই আমার সব মাটি! কোনো কাজ নেই— কোনো চেষ্টা নেই, কেবল অলসতা, আর বিলাসিতা! সেই অলসতার মধ্যে থেকে থেকেই তো আমার মধ্যে সূক্ষ্ম কল্পনার উন্মেষ হতে লাগল—কেবল কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা! তাতেই তো আমার বুদ্ধি, আমার চতুরতা, আমার দূরদৃষ্টি খুলে গেল। নইলে কে অত ফন্দি, অত কুটিলতা জানত? আর সে সবের জন্য সময়ই বা কোথায় ছিল? এখন আমার ইচ্ছা করচে তোমার সামনে মাথাটা ফাটিয়ে আমার মগজটা বার করে দেখিয়ে দি যে তুমি আমার কি করেচ—আমার মাথাটা কী কতকগুলো অদ্ভুত অর্থহীন কল্পনা ও জঘন্য কুটিলতায় পূর্ণ করে দিয়েচ! এ সব কথা বুঝতে পারচ না? তাহ'লে বোধ হয় একথাও বুঝতে পারবে না যে তোমার উপর কেন আমার কোনো কৃতজ্ঞতা নেই;— তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার জন্যে কেন আমি এতটুকু কৃতজ্ঞ নই। তোমাকে আমি এখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি! কেন ঘৃণা করব না? তুমি যে আমার পরম শত্রু;—আমাকে বিলাসিতার মধ্যে রেখে তুমি আমার জীবন যে মাটি করে দিয়েচ! আমি তোমার প্রতি কি অবিচার করেচি? তার শত গুণ অবিচার তুমি আমার প্রতি করেচ! বুঝেচ? বেশ! এ সব বুঝতে না পার তবে এইটুকু বোঝ যে আমি তোমাকে ঘৃণা করি—অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি!"

বার্টি নিজেকে একটা টেবিলের পাশে আড়াল রাখিয়া উন্মাদের প্রলাপের মতো বকিয়া যাইতেছিল—সেতারের তার খুব কড়া করিয়া বাঁধিলে তাহা যেমন ছিঁড়িবার উপক্রম করে, বার্টির মনে হইতেছিল, তাহার দেহের স্নায়ুগুলা তেমনি ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছে! সে টেবিলের আড়ালে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়াছিল—কারণ সম্মুখে ফ্র্যাঙ্ক রোষকষায়িত লোচনে বজ্রমুষ্টিতে দণ্ডায়মান—যেন বাঘের মতো লাফাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিবার জন্য উন্মুখ! কখন বার্টির কথা শেষ হয় তিনি যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন!

বার্টি আর কোনো কথা খুঁজিয়া না পাইয়া আবার বলিল—"হাঁ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি—হীন পশুর মতো ঘৃণা করি!"

ফ্র্যাঙ্ক আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। একটা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়া টেবিলের উপর লাফাইয়া উঠিলেন—টেবিল টলমল করিয়া সবসুদ্ধ বার্টির ঘাড়ে আসিয়া পড়িল;—ফ্র্যাঙ্ক তাড়তাড়ি বার্টির গলা ধরিয়া তাহাকে টেবিলের নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিলেন, তারপর ঘরের মাঝখানে আনিয়া এক আছাড়ে ফেলিয়া দিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিলেন;—রক্তের পিপাসার মতো একটা পাশবিক তৃষ্ণা ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত বুক শুষ্ক করিয়া জাগিয়া উঠিল। শত্রুকে কবলে পাইয়াছেন বলিয়া দানবীয় আনন্দের একটা হাস্যরেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি সজোরে বার্টির গলাটা বাম হাতে চাপিয়া ধরিলেন; বাঘের মতো গর্জ্জন করিয়া দক্ষিণহস্তের বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিলেন।

দুম্! দুম্! দুম্! ঘুসি উঠিতে ও নামিতে লাগিল।

দুম্! দুম্! দুম্! কানে মুখে চোখে—সর্ব্বত্র বজ্রের মতো পড়িতে লাগিল ঘুসি!

ফ্র্যাঙ্ক পৈশাচিক আনন্দে হাঁকিয়া উঠিলেন—"কেমন! কেমন!" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর কাঁপাইয়া শব্দ উঠিতে লাগিল—"দুম্! দুম্! দুম্!"

দুম্! দুম্! দুম্!

—লালিমার একটা কুহেলিকা ফ্র্যাঙ্কের চোখের সাম্‌নে জমিয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত লালে লাল!—লাল রং-মশালের আলোর একটা ঘূর্ণি চোখের সাম্‌নে অনবরত ঘুরিতে লাগিল—তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ও কী ভীষণ মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ!

ঘরের মেঝ, কড়িকাঠ, দেয়াল, সব ঘুরিতেছে, দুলিতেছে—একটা ভীষণ লালিমার আবর্ত্তে! সে কী বিচিত্র লাল! কোথাও শেষ নাই সে লালিমার—কোথাও শেষ নাই সে ঘূর্ণির! নেশার মতো তার আচ্ছন্নতা, স্বপ্নের মতো তার অস্পষ্টতা, উন্মত্ততার মতো তার নৃত্য! রক্তের সে কী প্রহেলিকা!......

ফ্র্যাঙ্ক কঠোর হস্তে বার্টির গলা চাপিয়া ধরিলেন—ঘুসি পড়িতে লাগিল—দুম্, দুম্, দুম্!

হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। ইভা ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; —সেই রক্তিম কুয়াশার জাল ভেদ করিয়া, ছিন্ন করিয়া, দুই হাতে সরাইয়া তিনি ফ্র্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—"ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! থামো—থামো; আর নয়, আর নয়।"

ফ্র্যাঙ্কের হাত শ্লথ হইয়া গেল; তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মতো ইভার পানে চাহিলেন। ইভা তাঁহাকে টানিয়া, বাধা দিয়া বার্টিকে তাঁহার কবলমুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

—"ফ্র্যাঙ্ক! ছাড়ো, ছাড়ো। মেরে ফেলো না! চেয়ে দেখ বার্টির কি অবস্থা করেচ!"

ফ্র্যাঙ্ক দাঁড়াইয়া উঠিলেন—চারিদিকে রক্তের স্রোত দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল—তিনি চোখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

"শাস্তি! শাস্তি!—যেমন কাজ তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দিয়েচি—এখনো হয়নি আরো বাকী আছে।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আবার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন;—রক্তের পিপাসা আবার তাঁহার বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ইভা দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিলেন—"না, ফ্র্যাঙ্ক! না। আর না। যথেষ্ট হয়েচে। দেখ কি অবস্থা করেচ!"

ফ্র্যাঙ্ক ঘৃণার সহিত গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তবে উঠুক, আর পড়ে কেন? ওঠ্! ওঠ্! পাজি কোথাকার ওঠ্!"

ফ্র্যাঙ্ক জুতার ঠোক্কর দিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—"ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্!"

এক ঠোক্কর, দুই ঠোক্কর, তিন ঠোক্কর! তবুও বার্টি উঠিল না।

ইভা বার্টির পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা হা হা! দেখ দেখ দেখ, বেচারার কি দুর্গতি হয়েচে। দেখচ না কি হ'ল?"

ফ্র্যাঙ্ক চাহিলেন। রক্তের নেশা তাঁহার কাটিয়া যাইতেছিল। তিনি ভয়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—বার্টি পড়িয়া আছে—স্থির! বুকে স্পন্দন নাই, চোখে পলক নাই, মুখ নীল—সেই নীলিমার উপর দিয়া রক্তের বিন্দু, ঝরিয়া ঝরিয়া মেঝের উপর আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। * * * *

বাহিরে ভীষণ গর্জ্জন! ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ! ঘরের ভিতর মৃত্যুর

অনন্ত নিস্তব্ধতা! তাহারই মধ্যে দুই জনে দাঁড়াইয়া ভয়ব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন—সেই নীল স্থির দেহের পানে!

ইভা বার্টির দেহের উপর একবার নত হইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন সত্যই বুকের শব্দ থামিয়া গেছে কি, না। তারপর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন;—ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! বার্টি নেই, মরেচে। চল, চল আমরা পালাই।"

—"বার্টি নেই?" ফ্র্যাঙ্ক অস্পষ্টভাবে বলিলেন—"বার্টি নেই!" তাঁহার মনের ঘোর তখন কাটিয়া যাইতেছে—তিনি যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মোহ কাটিয়া গেল। ইভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া তখন তিনি বার্টির বুকের উপর গিয়া পড়িলেন—দেখিলেন, পরীক্ষা করিলেন, কান পাতিয়া শুনিলেন; তাঁহার মনে অস্পষ্টভাবে অনেক কথা উঠিল—ডাক্তার ডাকিবার কথা, সেবাশুশ্রূষার কথা, আরো অনেক কথা! সে সব কথা তিনি মুখে শুধু অস্পষ্টভাবে বলিয়া গেলেন কিন্তু কাজে করিবার যেন কোনো শক্তি পাইলেন না।

ফ্র্যাঙ্ক একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁ! বার্টি মরেচে, সত্যই বার্টি মরেচে! কিন্তু আমি কি—?"

ইভা ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া অনুনয় করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক, দুটি পায়ে পড়ি তুমি পালাও, আর এখানে নয়।" কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের কানে যেন সে কথা গেল না। তাঁহার মনের ঘোর তখন একেবারে কাটিয়া আসিয়াছে—প্রভাতের আলোকরশ্মি যেন কুহেলিকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে; এখন তিনি সব স্পষ্ট করিয়া দেখিতেছেন, বুঝিতেছেন। আর তিনি স্থির

থাকিতে পারিলেন না ;—সবলে ইভার বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একেবারে দরজার কাছে গিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন।

ইভা দেখিলেন ফ্র্যাঙ্ক তাঁহাকে একেলা ফেলিয়া চলিয়া যান, তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ও ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক!"

ফ্র্যাঙ্ক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—"চুপ্! এইখানে অপেক্ষা কর ; আমি ফিরে আসচি!"

ইভার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গ লন, কিন্তু দেখিলেন ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। তিনি একবার চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু পা নড়িল না। মৃতদেহের পাশে বসিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। সম্মুখে মৃত্যুর সে কী বীভৎস লীলা! রুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ভয়ের সে কী তাণ্ডব নৃত্য! তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল ; —ঘরের মধ্যে নির্ভয়ে গ্রহণ করিবার মতো যেন এতটুকু বাতাস নাই। ইচ্ছা হইতেছিল, একটা জানালা খুলিয়া দেন কিন্তু জানালার কাছে যাইবার সাহস হইল না—ঐ যে সার্সির ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে বাহিরের আকাশ—কী ভীষণ, কী রুদ্র,— যেন প্রলয়ের জন্য মাতিয়াছে! সমুদ্রে আজ এ কী আলোড়ন, কী গর্জ্জন! ইভা ভয়ে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন ;—এমনিতর আর একদিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন —"এ যে সেই! সেই মলডির আকাশ! সেই মলডির সমুদ্র! —সেই প্রলয়ের বিভীষিকা! হা ভগবান! রক্ষা করো।"

বলিতে বলিতে ইভা মূর্চ্ছাতুর হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

৩২

সেই দুর্ঘটনার পর হইতে দুই বৎসর কাটিয়াছে;—সে দিনগুলা যে কী কষ্টে গেছে তাহা ফ্র্যাঙ্ক আর ইভাই জানেন! উভয়কেই সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে—তাহাও আবার পৃথক ভাবে—একা, একা! কারণ ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন একস্থানে, ইভা আর একস্থানে। মধ্যে মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য দুইজনের দেখা হইত—সে কারাগারের অন্ধকার গৃহে!

সেইদিনই ফ্র্যাঙ্ক স্বপ্নাবিষ্টের মতো গিয়া একেবারে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন—তাহার পর বিচার, হাজত। বিচারে এ খুনী মামলার বিশেষ কিছু রহস্যভেদ করিবার ছিল না—একটা ঝগড়ার ফলে যে খুনটা হইয়া গেছে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। ফ্র্যাঙ্ক স্বেচ্ছায় খুন করেন নাই;—তাহার প্রমাণ ইভার সাক্ষীতেই পাওয়া গেল। তিনি বলিলেন, ফ্র্যাঙ্ক প্রথমে নিজেই বুঝিতে পারেন নাই যে বার্টি মরিয়া গেছে, তিনি ভাবিয়াছিলেন বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, তাই তাহাকে উঠাইবার জন্য বার বার পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

জনসাধারণ এই বিচার অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। যখন প্রকাশ পাইল বার্টি নিজের স্বার্থের জন্য ফ্র্যাঙ্কের চিঠি পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছে তখন সকলেরই মন ফ্র্যাঙ্কের প্রতি একটা সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। আর কোনো বিশেষ গোলযোগ রহিল না। দেড় মাসের মধ্যেই সব নিষ্পত্তি হইয়া গেল;—ফ্র্যাঙ্ক দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ড পাইলেন।

এই দুই বৎসর তাঁহার দিনের পর দিন যেন একটা বিষাদময় জাগ্রত স্বপ্নের মতো কাটিয়াছে,—চোখের সাম্‌নে কেবলই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা—সেই মৃত্যুবিবর্ণ মুখ, সেই রক্তাক্ত দেহ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিছুতেই তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইতে পারেন নাই, পড়িতে গেলে বইয়ের পাতার উপর তাহার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; লিখিতে গেলে তাহারই স্মৃতির কথা ছাড়া আর কিছুই লিখিবার খুঁজিয়া পান নাই; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কেবল তাহারই কথা মনে পড়িয়াছে;—রুদ্ধ কারাগার হইতে জানালা দিয়া যখন বাহিরের দিকে চাহিয়াছেন তখনই চোখে পড়িয়াছে সমুদ্রের উপকূলে সেই ক্ষুদ্র বাড়ীটি যেখানে তাহারই সহিত তিনি একত্রে শুইতেন, বসিতেন, খাইতেন, এবং যেখানে তিনি তাহাকেই হত্যা করিয়াছেন! কী ভয়ঙ্কর!

ইভা স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই—এ সময়টা ফ্র্যাঙ্কের কাছাকাছি থাকিবার জন্য তিনি পিতাকে অনেক অনুনয় করিয়াছেন, পিতাও ইভার স্বাস্থ্যের ভয়ে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। ইভার যে অমন স্বাভাবিক স্থিরতা তাহাও এখন স্নায়বিক উত্তেজনায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—এখন কেবলই তিনি চোখের সাম্‌নে নানারূপ ভয়ের দৃশ্য দেখেন—রক্তের দৃশ্য, বজ্রের শব্দ! এই কারণে আর্চিবল্‌ড কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই।

ইভা ফ্র্যাঙ্কের নিকটেই ছিলেন—মধ্যে মধ্যে কারাগারে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, চেষ্টা করিতেন তাঁহাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে,—আশান্বিত করিয়া তুলিতে;—বলিতেন বর্ত্তমানের পীড়নে কাতর হইয়া পড়িয়ো না, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বুক

রাখো। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিমর্ষতা কাটিত না ;—প্রতিবারই ইভা কারাগার হইতে নিরুৎসাহ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন।

ফ্র্যাঙ্ককে আশান্বিত করিতে না পারিলেও ইভা নিজে কিন্তু আশা হারান নাই—তিনি যে আশাতেই বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জীবনের এ অন্ধকার বেশি দিন নয়—ভবিষ্যৎ তাঁহাদের জন্য আনন্দ, আলোক বহন করিয়া আনিতেছে। তাঁহার মন বলিত, প্রতীক্ষা কর তাহারই আশায়, চাহিয়া থাক তাহারই অপেক্ষায়—আসিতেছে নবীন জীবন!

নবীন জীবন! সে কী সুখের! সকল দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয় নাচিয়া উঠিত সেই আনন্দের সুরে, সেই আনন্দের তালে!

কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এমন আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে? তাহার জীবনের যে দারুণ অভিজ্ঞতা তাহা তো নৈরাশ্যকেই বাড়াইয়া তোলে—তবে কেন এ আশা? 'না! না!' তাঁহার মন বলিয়া উঠিত—'না, না, আশা আছে।' ভবিষ্যৎ তাঁহার উজ্জ্বল, সুন্দর নিশ্চয়;—সে মলিন হইবার নয়! এমন কি, তাঁহার চোখের সামনে যখন নানারূপ বিভীষিকা খেলিয়া বেড়াইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, তখনও তিনি নিরাশ হইতেন না—অনাগত সুখের আশায় সমস্ত ভয় ও দুর্ভাবনাকে ঠেলিয়া রাখিতেন। কল্পনায় সুখের চিত্র আঁকিতে আঁকিতে সময় সময় তাঁহার মুখে আনন্দের রেখাও ফুটিয়া উঠিত;—যখন তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে হাতে একখানি ক্যালেণ্ডার লইয়া সেইদিনকার তারিখটা পেন্সিল দিয়া সজোরে কাটিয়া দিতেন, তখন তাঁহার সেই সুখের ভবিষ্যৎ ক্রমেই দূর হইতে নিকটে আসিতেছে ভাবিয়া, তাঁহার চিত্ত আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কখনো কখনো

তারিখগুলা তিনি জমাইয়া রাখিতেন—তারপর এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে ছয় সাত দিনের তারিখ একেবারে চাঁচিয়া ফেলিতেন—তাহাতে তাহার মনে হইত যেন দুঃখের সময়টা পশ্চাতে রাখিয়া সুখস্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন! সে কী আনন্দ!

৩৩

এতদিন পরে সত্যই একটার পর একটা করিয়া সে ভয়ঙ্কর দিনগুলা অতীতের গর্ভে চলিয়া গেছে। তাহারা আর ফিরিবে না —যেখানে গেছে সেইখানেই তাহাদের বিভীষিকাপূর্ণ অস্তিত্ব লইয়া চিরদিনের মতো থাকিয়া যাইবে; আর তাহাদের স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়া মনকে উৎপীড়িত করিবে না—এই ভাবিয়া ইভা এখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন—তাঁহার স্নায়বিক উত্তেজনাও কমিয়া গেছে—ভবিষ্যতের সুখের জন্য তাঁহার যে একটা অসহ্য অধীরতা ছিল তাহাও এখন আর তত প্রবল নাই—কারণ তিনি ফ্র্যাঙ্ককে লাভ করিয়া সুখী হইতে চলিয়াছেন।

ইভা ও তাঁহার পিতা এখন লণ্ডনে অত্যন্ত নির্জ্জনভাবে বাস করিতেছেন। ইভা এখন সুখী বটে কিন্তু তবুও এই বর্ত্তমানের সুখকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার মনে অতীতের সেই নিদারুণ স্মৃতি এখনও থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে—সে স্মৃতি যেন কিছুতেই নিজেকে লুপ্ত হইতে দিবে না! ফ্র্যাঙ্কও লণ্ডনে

আসিয়াছেন; সামান্য একটা চাকরী গ্রহণ করিয়া দিন গুজরান করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার উন্নতি হইবে—শীঘ্রই তাঁহার উপযুক্ত একটা চাকরী মিলিবার সম্ভাবনা আছে।

আর্চিবল্ড এখন আরো বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন—বাতে পঙ্গু! কিন্তু তবুও তাঁহার সে ইতিহাসচর্চ্চার বাতিক এখনও যায় নাই—সমস্ত দিন ধরিয়া বসিয়া এখনও তিনি বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যান। ইভা ফ্র্যাঙ্ককে বিবাহ করিতে চাহেন শুনিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কোনো বাধা দেন না। এখন যেন আর তাঁহার কিছুতেই আপত্তি নাই;—যাহা হয় হউক, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে যেন ইতিহাস-আলোচনায় কেহ না বাধা দেয়, ব্যস্ তাহা হইলেই হইল! তিনি বলিতেন—"বাপু! আমি বুড়া হইয়াছি—অতশত বুঝি না—ছেলেমেয়েরা যাহা ভালো বোঝে করুক!" আর্চিবল্ড যদিও বাহিরে এইরূপ নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করিতেন, কিন্তু অন্তরে, ইভার সহিত ফ্র্যাঙ্কের বিবাহের কথা শুনিয়া খুসী ছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন ফ্র্যাঙ্ক যত অপরাধই করিয়া থাকুন, আসলে তিনি অসৎ লোক নহেন—ইভা তাঁহার হাতে পড়িলে সুখী হইবে, আদর যত্ন পাইবে—আর এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারো দিন রাত কাছে কাছে থাকিবার মতো একটি লোক জুটিবে—একটি ক্ষুদ্র সঙ্গী!

সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কের সহিত ইভার বড় দেখা শুনা হইত না, কারণ ফ্র্যাঙ্ক কাজে ব্যস্ত থাকিতেন; কিন্তু রবিবারে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত। ইভা সমস্ত সপ্তাহটা ধরিয়া মনে মনে কেবল এই রবিবারটারই আলোচনা করিতেন—ফ্র্যাঙ্ক কখন আসিয়াছেন, কখন কোন কথাটি বলিয়াছেন, কেমন করিয়া

তাঁহার পানে চাহিয়াছেন সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া কেবল মনে মনে তাহারই তোলাপাড়া করিতেন,—এই একদিনের আনন্দকে তিনি সপ্তাহের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া তাহা অন্তরের সহিত উপভোগ করিতেন। ফ্র্যাঙ্কের উপর তাঁহার ভালোবাসা এখন যেন শত মুখে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার কেবলই মনে হয়—আহা সে বড় দুঃখী! তাঁহার সমস্ত দুঃখকে ভালোবাসার দ্বারা, সান্ত্বনা দ্বারা দূরীভূত করিবার জন্য ইভার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিত! ফ্র্যাঙ্ককে তিনি প্রথম ভালোবাসিয়াছিলেন তাঁহার বলিষ্ঠ দেহের সহিত তাঁহার অন্তরের যে নমনীয়তা ও দুর্ব্বলতার বৈষম্য তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া। এখন এ বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে তাঁহার বড় ভালো লাগে। এখন তিনি দেখেন ফ্র্যাঙ্ক এত বড় একটা জোয়ান পুরুষ হইয়াও অতীতের একটা স্মৃতির পীড়নে কী মর্ম্মান্তিক কাতর! তাঁহার হৃদয়ের এ বল নাই যে এই কাতরতার উর্দ্ধে উঠিয়া আবার তিনি নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে পারেন! ফ্র্যাঙ্কের এই শক্তির অভাব ইভাকে ভবিষ্যতের সুখে হতাশ করিতে পারিত না—বরঞ্চ তাহার মধ্যে তিনি যেন একটা আশ্বাস লাভ করিতেন।

ইভা, রমণী হইয়াও, জোর করিয়া অতীতকে ভুলিতে পরিয়াছিলেন—ভবিষ্যতের দিকে তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন এবং অসীম ধৈর্য্যের দ্বারা ও আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা সুখকে তিনি করায়ত্ত হইতে বাধ্য করিতেছিলেন! তিনি ভাবিতেন, নিরাশ হইবার কারণ কি? অতীতের সমস্ত দুঃখকে কি তাঁহারা অতিক্রম করিয়া আসেন নাই? ফ্র্যাঙ্ক যে পাপ করিয়াছেন এতদিনের মর্ম্মান্তিক অনুশোচনায় কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? তবে ভয়

কিসের? এখন যে ফ্র্যাঙ্কের অবসাদ আছে তাহা কিছু নয়—নিশ্চয় তাহা কাটিয়া যাইবে;—ফ্র্যাঙ্কের হৃদয়ের সকল গ্লানি নিশ্চয় তিনি দূর করিয়া দিতে পারিবেন—সে বিশেষ কিছু নয়।

এই বলিয়া ইভা বহুদিন ধরিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আশা দিয়াছেন;—প্রথমে মনকে স্বীকারই করিতে দিতেন না যে ফ্র্যাঙ্কের চিত্ত দিনের পর দিন ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে—ক্রমেই তিনি বেদনার গুরুভারে অবসাদের অতলে ডুবিয়া যাইতেছেন। কিন্তু অবশেষে একদিন আর পারিলেন না—আর নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু তাঁহাকে জোর করিয়া দেখাইয়া দিল যে যখন তিনি আশার উৎসাহে কথা কহেন তখন ফ্র্যাঙ্কের হৃদয় হইতে তাহা সমর্থনের জন্য কোন বাণী উঠে না, তিনি কেবল চুপ করিয়া থাকেন; আর মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদিয়া অতি সন্তর্পণে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে ইভা কোন্ সাহসে কেমন করিয়া নিজের মনকে বুঝাইবেন? তাঁহার আশার বাণী ফ্র্যাঙ্কের হৃদয় হইতে কেবলই যে নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি লইয়া ফিরিয়া আসে!

যখন এ কথা আর মনের কাছে কিছুতেই গোপন রহিল না যে ফ্র্যাঙ্ক কিছুতেই আশান্বিত হইতেছেন না, তখন একদিন ইভা দেখেন তাঁহার নিজের হৃদয়ও ভাঙিয়া গেছে—আর তাঁহার উৎসাহ নাই, আশা নাই। এতদিন যাহার মোহে ভুলিয়াছিলেন এখন মনে হইতে লাগিল তাহা মিথ্যা, স্বপ্ন! তবে তিনি কি করিবেন? হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের একটা তীব্র যাতনা উঠিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল;—মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

৩৪

এত দ্বিধা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজভাবে তাঁহাদের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল—তাহা যেন তাঁহাদের সম্মতি বা বাধার কোনো অপেক্ষা রাখিল না। এক বন্ধুর সাহায্যে ফ্র্যাঙ্কের এখন ভালো চাকরি জুটিয়াছে;—ইভাও মায়ের সম্পত্তি পাইবেন;—অর্থের দিক দিয়া আর কোনো ভাবনার কারণ রহিল না।

এখন প্রতি রবিবারের সমস্ত দিনটা ফ্র্যাঙ্ক ইভাদের বাড়ীতে কাটান—সেইখানেই আহারাদি করেন। তাঁহার সেই যে বিমর্ষ ভাব তাহা এখনো কাটে নাই—তিনি সর্ব্বদাই কেমন চুপ করিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর প্রায়ই তাঁহারা দুই জনে অনেকক্ষণ নিরালায় কাটাইতেন। সে সময়টা প্রথম প্রথম নানারূপ আলোচনায় কাটিয়া যাইত—ইভা যেন কি-এক সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া অসীম উৎসাহ ও আশার সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের মধুর কল্পনা ফ্র্যাঙ্কের চোখের সাম্‌নে চিত্রিত করিয়া তুলিতেন, ফ্র্যাঙ্কও তাহাতে মাঝে মাঝে সায় দিয়া যাইতেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই যেন তাঁহাদের মধ্যে একটা বিমর্ষ নীরবতা ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল—শেষে এমন হইয়া পড়িল যে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত চলিয়া যায় কাহারো মুখে কোনো কথা নাই, কোনো ভাষা নাই, কেবল উভয়ের হাতের উপর উভয়ে হাত রাখিয়া এক অসীম শূন্যতার পানে শুধু চাহিয়া থাকেন। হঠাৎ একমুহূর্ত্তে সে চমকও ভাঙিয়া যায়—হাত শ্লথ হইয়া আসে,—আর সাহস হয় না আবার সে হাত চাপিয়া ধরিতে;—সহসা

বার্টির মৃত্যুবিবর্ণ রক্তাক্ত মূর্ত্তি তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়—অমনি বাহুবন্ধন টুটিয়া যায়, সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে! ইভার তখনই মনে হয় যেন তিনিও সেই পাপকাজে—বার্টিকে হত্যা করায় সহায়তা করিয়াছেন। সেই চিন্তা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ঘনাইয়া উঠিয়া এমনি বুকের কাছে ঠেলিয়া আসে যে মনে হয় যেন এখনই নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিবে! তখন তাঁহারা ঘরের জানালা খুলিয়া দেন—শরীর শীতল করিবার জন্য জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া মুক্ত বাতাসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—চোখের সাম্‌নে সন্ধ্যার ধূসরতা জমিয়া উঠিতে থাকে;—ইভা সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ভয়ে ভয়ে ফ্র্যাঙ্কের বুকের উত্থান পতনের শব্দ শুনেন!

হায়, এখন সত্যই একটা ভয় তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে! এত ভালোবাসা, এত প্রেম—তবু একটা আতঙ্কে ইভার প্রাণ শিহরিয়া উঠিত! ফ্র্যাঙ্ক খুন করিয়াছেন! খুন! রাগের মাথায় এমন কাজও তিনি করিতে পারেন। কী ভয়ানক!

না, না—তিনি নিষ্ঠুর নন;—তেমন অবস্থায় পড়িলে কে না সে কাজ করিত! তাঁহার দোষ গুরুতর নয়—নয়! তবে কেন ভয়? এমনি করিয়া ইভা নৈরাশ্যের মধ্য হইতে আশার পানে চাহিয়া বুক বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইত। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি এত ভালোবাসেন, এত শ্রদ্ধা করেন—কিন্তু হায়, তবুও সেই যে কেমন একটা ভয় তাহা কিছুতেই যেন যায় না!

রবিবারগুলা এখন আর তেমন মধুর নয়—তাহার স্মৃতি লইয়া সমস্ত সপ্তাহটা এখন আর স্বপ্নের মতো কাটে না,—এখন

রবিবারের নাম মনে আসিলেই আতঙ্কে বুক শুকাইয়া যায়;—ইভা এখন ভয়ে ভয়ে রবিবারের প্রতীক্ষা করেন। এই শুক্র, এই শনি—উঃ! আবার সেই রবিবার! ঐ ফ্র্যাঙ্ক আসিতেছেন; ঐ শুনা যায় তাঁহার পদধ্বনি! অমনি বুক দুর দুর করিয়া উঠে! এত ভয় কিন্তু তবুও তো তাঁহার উপর ভালোবাসা কম হয় না!

এমনি ভয় লইয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁহারা দুইজনে হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া আছেন—কাহারো মুখে কোনো কথা নাই—উভয়েই নিস্তব্ধ। সমস্ত প্রকৃতিও আজ স্তব্ধ! যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের অপেক্ষা করিতেছে। আকাশ ভরিয়া মেঘ। ইভা আজ বড় বিষণ্ণ;—প্রকৃতির এই বিমর্ষ ভাব তাঁহার বিষণ্ণতাকে, তাঁহার আকুল নৈরাশ্যকে ক্রমশই বাড়াইয়া তুলিতেছে—তাঁহার প্রাণের মধ্যেও যেন একটা তুমুল ঝড় উঠিবার উপক্রম হইতেছে। আর পারিলেন না—একটা সান্ত্বনার জন্য ইভা উচ্ছ্বসিত হইয়া ফ্র্যাঙ্কের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—ভয়ের বাধা আর রহিল না। ফ্র্যাঙ্কের বুকে মুখ লুকাইতেই তাঁহার রুদ্ধ অশ্রুর উৎস যেন খুলিয়া গেল!

তারপর তিনি গুমরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর পারিনা ফ্র্যাঙ্ক! প্রকৃতির এ রুদ্র ভাব আর সয় না—আমাকে বড় কাতর করে তোলে। ঐ কালো কালো মেঘ দেখলে আমার প্রাণ যেন আঁৎকে ওঠে। ফ্র্যাঙ্ক, চল এ দেশ ছেড়ে পালাই—এ অন্ধকারে আর বাঁচিনে—চল ইটালি—সেখানে তবু আলো আছে, আলো!"

ফ্র্যাঙ্ক ইভাকে বুকের মধ্যে কেবল চাপিয়া ধরিলেন—সান্ত্বনার কোনো কথা কহিতে পারিলেন না। ইভা সে নীরবতা দেখিয়া

'আকুল হইয়া উঠিলেন, কান্নার স্বরে বলিতে লাগিলে—"ওগো অমন চুপ করে থেকোনা—কথা কও, কথা কও।"

ফ্র্যাঙ্ক ইভার এ কাতর আহ্বানে চেষ্টা করিয়াও তেমন উৎসাহের সহিত সাড়া দিতে পারিলেন না—বিমর্ষ ভাবে শুধু বলিলেন—"হাঁ, আমারও এ জায়গাটা ভালো লাগে না।"

তার পর আবার সব নিস্তব্ধ। কেবল একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতা ইভার বুকের মধ্যে গুমরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি আকুল ভাবে ফ্র্যাঙ্কের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন —"ফ্র্যাঙ্ক! এ দুর্গতি আর বহন করিতে পারিনে—সেই কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে—মনে আছে তোমার? সেই মল্‌ডির ঝড়, ঝঞ্ঝা, অন্ধকার!—সে ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকারের যেন শেষ নেই! প্রকৃতির সে রুদ্রতা যেন সেই দিন থেকে আমার বুকের উপর চেপে বসে আছে। সেই দিন থেকে আকাশের ঐ কালো কালো মেঘ দেখলেই মনে হয় যেন প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে—সেই দিন থেকে আমার শরীরও ভেঙেচে—সেই যে ভিজে বাড়ী ফিরলুম তাইতেই কেমন ঠাণ্ডা লাগে—প্রথমে বুঝতে পারিনি, কাউকে সে কথা বলিনি কিন্তু সেই থেকেই আমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে; —এত দিন ধরে—"

ফ্র্যাঙ্ক কোনো কথা কহিলেন না। মল্‌ডিতে কি যেন একটা করুণ ঘটনা ঘটিয়াছিল তারই একটা ক্ষীণ স্মৃতি ছায়ার মতো মনে জাগিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল।

ফ্র্যাঙ্ককে তখনও চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ইভার বুক নৈরাশ্যের আকুলতায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না—উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া

উঠিলেন। তাঁহার ভয়টা এই চারিদিককার স্তব্ধতায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—বুকের মধ্যে একটা উদ্দাম স্পন্দন জাগিয়া উঠিল।

চিত্তটা স্থির করিয়া লইবার জন্য ফ্র্যাঙ্ক কপালের উপর ধীরে ধীরে একবার হাত বুলাইয়া লইলেন। তাহার পর মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ, ইভা! তোমাকে একটা কথা বলব বলব মনে করচি—আজই এখনই বলতে চাই!"

ফ্র্যাঙ্কের কথার স্বরের অস্বাভাবিকতায় ইভা চমকিয়া উঠিলেন। অশ্রুর অন্তরাল হইতে অবাক হইয়া ফ্র্যাঙ্কের পানে চোখ তুলিয়া একবার চাহিলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—"কি কথা ফ্র্যাঙ্ক?"

—"কথা বড় গুরুতর—একটু মন দিয়ে শুনবে?"

—"বল। শুনব।"

—"আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলচি কি, তোমায় যদি আমি মুক্তি দি তাহলে ভালো হয় না কি?"

ইভা কথাটা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না—অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন—"কেন ও কথা বলচ ফ্র্যাঙ্ক?" তাঁহার ভয় হইতেছিল, বুঝিবা ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার মনের আতঙ্কের কথা টের পাইয়াছেন।

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"কেন বলচি? তোমার মঙ্গলের জন্যই বলচি। আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়িত করবার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি এখন ভগ্ন, জীর্ণ, স্থবির—আর তোমার তরুণ বয়স!"

ইভা মনের উৎকণ্ঠায় ফ্র্যাঙ্ককে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

তাঁহার মনে হইতেছিল তাঁহার যাহা কিছু আপনার আছে সব আজ হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"না, না। সে কথা শুনতে চাই না। আমিও তোমারই মতো জীর্ণ; ভগ্ন। আমি তোমার চিরদিনের দাসী—কেন আমায় পায়ে ঠেলচ? তোমারই সেবায় আমার জীবন ধন্য হবে। তুমি যখন ভগ্নোৎসাহ হবে—আমি তোমায় উৎসাহ দেব—তোমার চোখে যখন জল আসবে আমিই সে জল মোছাব—তোমার সকল দুঃখ সকল ব্যথা আমি বুক পেতে নেব—ফ্র্যাঙ্ক! সে কী সুখ! সে কী আনন্দ! সে কী গভীর প্রেমে আমাদের জীবন কাটবে।"

ইভার কথাগুলি ফ্র্যাঙ্কের ব্যথিত চিত্তে যেন পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিল। তন্দ্রার মতো একটা মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। ইভারও হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল—ফ্র্যাঙ্কের মনে আশার সঞ্চার করিতে গিয়া আবার যেন তাঁহার সেই সব হারানো সুখস্বপ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল। না, না, যায় নাই—সে সুখের দিন আবার আসিবে। ফ্র্যাঙ্ককে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেন—যাহা হয় হোক! তাঁহাকে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িতে পারেন না—তিনি গেলে যে জীবনের সব যায়!

ফ্র্যাঙ্ক আবেগকম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ইভা! তুমি অসীম করুণাময়ী! কিন্তু এত করুণার উপযুক্ত আমি নই। ভালো করে বিবেচনা করে দেখ—কথার কথা বলে উড়িয়ে দিও না। ভেবে দেখ, আমার হাতে পড়লে হয়ত তোমার অশেষ দুর্গতি হবে—জীবন মরুময় হয়ে উঠবে—এখনও সময় আছে—ভবিষ্যৎ জীবন এখনও আমাদের হাতে। এই বেলা

ভালো করে ভেবে দেখ। আমি তো পারি না, কিছুতেই পারি না ;—একেই তোমার জীবন অসহ্য করে তুলেচি তার উপর তোমায় গ্রহণ করে আর তোমার দুঃখ বাড়াতে চাইনে। আমার কোনো ক্ষোভ হবে না, তুমি অনায়াসে তোমার কথা ফিরিয়ে নিতে পার।”

—“ওগো না, না, আমি ফিরিয়ে নিতে চাইনে।” বলিয়া ইভা কাতরধ্বনি করিয়া উঠিলেন—“আমি সে কিছুতেই পারব না। কেন তুমি এসব কথা বলচ ? আমি বুঝতে পারচি না।”

ফ্র্যাঙ্ক সস্নেহে ইভার হাতখানি ধরিয়া তাঁহার মুখের পানে সপ্রেম দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—“কেন বলচি ? কারণ—কারণ এখন আমাকে তুমি ভয় কর।”

বৈদ্যুতিক স্পন্দনের মতো একটা বেদনা ইভার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। তিনি পাগলের মতো উদাস দৃষ্টিতে ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিলেন, প্রতিবাদের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—“না, না—ভয় করি না। শপথ করে বলচি ভয় করি না। কে বল্লে ভয় করি! কেন তুমি এ সন্দেহ করচ? আমার কী দেখে তোমার এ কথা মনে হচ্চে ? বিশ্বাস কর ফ্র্যাঙ্ক! আমি কথা দিচ্ছি—শপথ করে বলতে পারি তোমার সন্দেহ মিথ্যা—মিথ্যা! আমি ভয় করিনে।”

“হাঁ, হাঁ তোমার ভয় আছে!” ফ্র্যাঙ্ক ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন—“আমি বুঝতে পেরেচি তুমি ভয় কর—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু তবুও আমি বলি ভয়ের কোনো কারণ নেই, ইভা। আমি তোমার কাছে শিশুর মতো সরল, শান্ত, নিরীহ।

আমাকে তুমি যেমন চালাবে তেমনি চলব—তোমার উপর আর কখনো আমার রাগ হবেনা;—সে রাগ আমার গেছে। তোমার পায়ের তলায় এখন পড়ে থাকতে পেলে শুধু তোমার মুখের পানে চেয়ে নীরবে জীবনটা কাটিয়ে দিই।” বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক ইভার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া তাঁহার কোলে মাথাটি রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইভা বলিতে লাগিলেন—“তবে ফ্র্যাঙ্ক, ভয় কিসের? তাই যদি হয় তবে কেন আমি ভয় করতে যাব? কেন তবে তুমি আমায় মুক্তি দেবার কথা বলচ?”

—“কেন বলচি? তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনা;—আমি বুঝতে পারচি আমারই জন্যে তোমার জীবন অসুখী! সে খেদ আমি আর বহন করতে পারিনা। আমার বিশ্বাস তোমাকে যদি মুক্তি না দি—আমার সঙ্গে জড়িত করে রাখি, তাহলে চিরজীবনের মতো তোমার দুঃখের অন্ত থাকবেনা।”

ইভার বুকের ভিতরটা দুর দুর করিতে লাগিল—সমস্ত দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে তেমনি করিয়া সুস্পষ্ট ভাবে সকল ঘটনাগুলা তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

ইভা গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া স্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন—“শোনো ফ্র্যাঙ্ক! আমি যা বলি ভালো করে শোনো। আমার কিছুতেই মনে হয় না যে আমরা আরো দুঃখ পাব;—যা কপালে ছিল তা হয়ে চুকেবুকে গেছে। এমন কী করেচি যার জন্যে চিরজীবনটাই আমাদের একটা গুরুতর শাস্তি বহন করতে হবে? কিছু না! আমি আবার বলি—কিছু না। তবে কেন

আমাদের জীবনটাকে নষ্ট হতে দিচ্ছ? হাঁ স্বীকার করি, আমি এক সময় তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু তার জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করেচ—ব্যস, সে সব চুকে গেছে। বার্টিকে তুমি বন্ধু বলে জানতে, শেষে প্রকাশ হল সে একটা ঘোর বদমায়েস—তোমার সর্ব্বনাশ করেচে তাই তাকে হত্যা করলে। ব্যস, সেও চুকে গেছে। তার জন্যে আবার ভাবনা কিসের! যা হয়ে গেছে তার সঙ্গে সম্পর্ক কি? আমার জীবনের কোনোখানে তার কোন স্থান নেই। এই তো ব্যাপার! ফ্র্যাঙ্ক! ভেবে দেখ—এ সব কথা ভালো করে বিবেচনা করে দেখ—কল্পনায় দুঃখকে বাড়িয়ে তুলে জীবনটা দুঃখময় কোরো না। যা হয়েচে তা বিশেষ কিছু নয়। এখনও আমাদের শক্তি আছে—বয়স আছে—সত্যই আমরা বুড়ো হইনি। আবার আমরা নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে পারি—চল এ দেশ ছেড়ে চলে যাই—নূতন দেশে গিয়ে নূতন পথে জীবনের গতি ফেরাই। নূতন জীবন! ফ্র্যাঙ্ক, নূতন জীবন! হে আমার স্বামী, আমার দেবতা, আমার প্রিয়তম, আমার সর্ব্বস্ব!" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্কের মাথাটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার চক্ষু দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—অমন যে পাংশুবর্ণ মুখ তাহাতে ক্ষণেকের জন্য রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের চোখের পানে চোখ পড়িতে শিহরিয়া উঠিলেন, দেখিলেন তাঁহার সে কী উদ্বিগ্ন দৃষ্টি!

—"তুমি মানবী নও ইভা, তুমি দেবী! আমার মতো নরাধম তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করবার যোগ্য নয়। আমার পাপের অন্ত নেই। শোনো সত্য কথা!"

—"কী সত্য কথা ?"

—"বার্টি বদমায়েস নয়। সে সাধারণ লোক—দোষ তার সে দুর্ব্বলচিত্ত। সত্য কথা এই······শোনো ইভা—আমাকে বলতে দাও। আমি অনেক করে ভেবে দেখেচি—কারাগারে বসে বার বার করে আলোচনা করেচি—মরবার সময় আত্মরক্ষার জন্য সে যে সব কথা বলেচে সে সব আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ করে তলিয়ে দেখেচি—তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে সে যা বলেচে তা সত্যি!"

"সত্যি! ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! আত্মরক্ষার জন্য সে কী বলেচে তা আমি জানিনা—কিন্তু এখনও আবার সেই বার্টি! সেই বার্টির প্ররোচনা এখনও আমাদের মিলন ভাঙবার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে—হা অদৃষ্ট!" বলিয়া ইভা নৈরাশ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—"না ইভা তা নয়! ভুল কোরোনা। বার্টির প্ররোচনা আমাদের মিলন ভাঙচেনা—মিলন ভাঙচে আমার পাপ!"

—"তোমার পাপ ?"

—"হাঁ, আমার পাপ! সে আমাকে কিছুতেই ভুলতে দিচ্চেনা আমি কী কাজ করেচি ;—দিনরাত মনে জাগিয়ে রেখে দিয়েচে—আমি ভুলতে পারচিনা ; কিছুতেই পারচিনা! বার্টি অন্তিমকালে যা বলেছে তা মিথ্যা নয় ইভা, তা মিথ্যা নয়। সত্যই সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। তার কোনো দোষ নেই। সে বলত এতটুকু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সে জন্মাতে পারেনি—সে কি তার দোষ? সে যে সকল অপকর্ম্ম, হীনকাজ করেচে তার জন্যে সে নিজেকে আন্তরিক ঘৃণা করত। কিন্তু তবুও সে-সব না করে পারেনি—কি

করবে? না করলে যে উপায় ছিল না—অন্যরূপ করবার যে তার শক্তি ছিল না। আহা বেচারা সহায়হীন! আমি তাকে ক্ষমা করেচি—তার দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেচি। কে না দুর্ব্বল? আমরা সবাই দুর্ব্বল—আমিও ত দুর্ব্বল!"

ইভা চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হোক্! কিন্তু তুমি হলে তো তেমন কাজ কখনো করতে না।"

—"না, তা করতুম না বটে—আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। কিন্তু তবুও তো আমি দুর্ব্বল। আমার যখন রাগ হয় তখন আমার মতো দুর্ব্বল কেউ নয়। সে দুর্ব্বলতায় আমি কী পাপ কাজ করেচি দেখচ তো!—বার্টির চেয়ে সে কি কম?......আমি এখন জীর্ণ, ভগ্ন—তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই। ইভা, আমাকে ক্ষমা কর। হায়! আবার যদি বার্টিকে ফিরে পেতুম! এক সময় তাকে ভায়ের মতো ভালোবাসতুম—এখন আবার তাকে সেই রকম ভালোবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে—তার সব দোষ আমি ক্ষমা করেচি।"

ইভা বলিয়া উঠিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক! নির্ব্বোধের মতো তুমি এ সব কী বলচ? এ তোমার ছেলেমানুষি! পাগলামি!"

ফ্র্যাঙ্ক একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"না ইভা, এ পাগলামি নয়, এই হচ্ছে জীবনের সত্য কথা!"

ইভা কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"হোক্ জীবনের সত্য কথা! আমি সে সব বুঝিনা। আমি তোমার মতো অমন ভালোমানুষটি নই। যে আমাদের জীবনের সুখ নষ্ট করেচে সেই দুরাত্মাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না। আমি তাকে ঘৃণা করি—সে মৃত হলেও আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। কেন ঘৃণা করব না? সে মরেও আমাদের নিস্তার দেয়নি, তার স্মৃতি এখনও

আমাদের পশ্চাতে দিন রাত ফিরে ফিরে আমাদের উত্যক্ত করে তুলচে—তার প্ররোচনার ইঙ্গিতে এখনও তুমি কাজ করচ। কিন্তু সে হবেনা—হবেনা—আমি সে কিছুতেই করতে দেবনা।” বলিয়া ইভা মনের আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে, ছিলা ছিঁড়িয়া গেলে ধনুক যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে তেমনি করিয়া সোজা হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ফ্র্যাঙ্ককে দুই বাহু দিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি আর তোমাকে কিছুতেই ছাড়বনা। তুমি জোর করে যাবে? এই রইলুম ধরে, যাও দেখি?—এইখানে দাঁড়িয়ে দিনরাত তোমাকে আঁকড়ে থেকে দুজনে মরব, তবু তোমাকে ছাড়বনা—কিছুতেই তাকে দেবনা আমাদের পৃথক করতে। বেশ করেচ তাকে খুন করেচ। তুমি না মারলে আমি তাকে এমনি করে গলাটিপে মারতুম।” বলিয়া ইভা হাত দুইটার এমনি ভঙ্গি করিতে লাগিলেন যেন সত্যই তাহার গলা টিপিতেছেন।

তখন বাহিরে রাত্রির অন্ধকার অল্পে অল্পে ঘনাইয়া আসিতেছে।

অত্যধিক উত্তেজনায় ইভার দেহ অবশ হইয়া আসিতেছিল। ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি নিজেকে ইভার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সমস্ত দেহের দ্বারা অবলম্বন দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ইভা ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। ফ্র্যাঙ্ক তাঁহাকে ধরিয়া সোফায় বসাইলেন, তারপর তাঁহার পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে ডাকিলেন—“ইভা!”

ইভা সে ডাকের সাড়া দিলেন না। মেঘের দিক হইতে দৃষ্টি

না ফিরাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, দেখ কী মেঘ! যেন এখনই একটা বন্যায় বিশ্ব ভাসিয়ে দেবে।"

ফ্র্যাঙ্ক বলিলেন—"হাঁ, মেঘ করেছে বটে;—কিন্তু তাতে কি হয়েছে?"

ইভা গুমরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি আর সহ্য করতে পারি না—ঐ ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ আমাকে বড্ড পীড়িত করে তোলে। আমার বড় ভয় করচে। ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! রক্ষা কর, আশ্রয় দাও, কাছে সরে এসো।" বলিয়া ইভা ফ্র্যাঙ্ককে কাছে টানিয়া লইয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইতে লাগিলেন।

—"আমার বড় ভয় করচে। ওগো আমাকে ধর—আমাকে ঘিরে রাখ। ঐ এলো! এলো! আমার মাথার উপর পড়তে দিও না, দিও না। হে ভগবান মিনতি করি, দেখো আমার মাথার উপর যেন না পড়ে!"

ইভা কাল্পনিক বজ্রপাতের ভয়ে আকুল হইয়া চারিদিকে আশ্রয় খুঁজিতেছিলেন। দুই বাহু দিয়া ফ্র্যাঙ্ককে আঁকড়াইয়া কেবলই তাঁহার বুকের মধ্যে নিজেকে লুকাইতে লাগিলেন। ফ্র্যাঙ্ক কোনো বাধা না দিয়া তাঁহাকে তেমনি করিয়া বুকের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দিলেন।

হঠাৎ কোর্ত্তার পকেটে হাত ঠেকাতে ইভা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কী? পকেটে তোমার এ কী?"

ফ্র্যাঙ্ক ভয়কম্পিতস্বরে বলিলেন—"কৈ, কী?"

—"এই যে।"

—"ও কিছু না।" ফ্র্যাঙ্ক আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,

—"ও কিছু না—একটা শিশি—ও আমার চোখের ওষুধ! কদিন থেকে চোখটা একটু খারাপ হয়েছে।"

ইভা তাড়াতাড়ি সেটা বাহির করিয়া ফেলিলেন—গাঢ় নীল রঙের একটা ছোট শিশি, কাঁচের ছিপি আঁটা—কোনো নাম নাই।

—"এ চোখের ওষুধ? কৈ আমি তো জানতুম না তোমার চোখে—"

কথা শেষ হইতে না দিয়াই ফ্র্যাঙ্ক বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ চোখের ওষুধ! দাও ওটা আমাকে।"

ইভা শিশিটা হাতের মুঠার মধ্যে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"না, এ আমি তোমার হাতে দিচ্ছিনা। কেন তুমি অত চঞ্চল হচ্চ? ভয় নেই আমি ভাঙব না। এর কি কোনো গন্ধ আছে? আমি একবার খুলতে চাই—কিন্তু পারচি না, ছিপিটা বড় এঁটে গেছে।"

"ইভা! করচ কী! দাও, দাও, ফিরিয়ে দাও।" ফ্র্যাঙ্ক কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মিনতি করে বলচি, ফিরিয়ে দাও।" বলিতে বলিতে তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল। তিনি হাত বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"সত্যই বলচি ওটা আর কিছু নয়—চোখের ওষুধ। কোনো গন্ধ নেই। দাও আমার হাতে। এখনই ছিটিয়ে পড়ে কাপড় চোপড় দাগী হয়ে যাবে।"

ইভা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; পশ্চাৎ দিকে হাত লুকাইতে লাগিলেন। তারপর জোর করিয়া বলিলেন—"কখনোই না। এ চোখের ওষুধ নয়। তোমার চোখে কিছু হয়নি।"

—"হাঁ—সত্যি"—

—"না! তুমি আমার কাছে গোপন করচ। এ—এ আর কিছু—কেমন, নয় কি?"

—"ইভা! বলচি ফিরিয়ে দাও।"

—"আচ্ছা, চট্ করে কি এর কাজ হয়—না দেরী লাগে?"

—"ইভা! আবার বলচি দাও আমাকে।" ফ্র্যাঙ্ক ইতস্তত করিতে লাগিলেন; কেমন করিয়া ইভার হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

তিনি তাড়াতাড়ি ইভার পিঠের উপর হাত দিয়া তাঁহার হাত দুইটা ধরিতে গেলেন—কিন্তু যে হাতটা ধরিলেন সেটা ফাঁকা—ইভা মাথা ডিঙাইয়া তখন শিশিটা ফেলিয়া দিয়াছেন। মেঝের উপর ঝনাৎ করিয়া কাঁচ পড়িবার একটা শব্দ হইল। ফ্র্যাঙ্ক ছুটিয়া কুড়াইয়া লইতে গেলেন—কিন্তু ইভা দিলেন না—দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। বলিলেন—"থাক্ ফ্র্যাঙ্ক। কুড়িও না। ঐ দেখ—ভেঙে গেছে। এখন বল দেখি কেন তুমি ওটা সঙ্গে সঙ্গে রেখেছিলে?"

"তুমি যা ভাবচ তা নয় ইভা।" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক তখনও নিজেকে সমর্থন করিতে লাগিলেন।

ইভা বলিলেন—"ভালো। তবে শিশিটা কিসের জন্যে?"

ফ্র্যাঙ্ক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বারম্বার পীড়াপীড়িতে বলিয়া ফেলিলেন—"পান করতুম—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্তে পান করতুম—আজ রাত্রে।"

—"কিন্তু আর তো পারবে না।"

—"কেন? আবার তো কিনতে পারি।"

—"কিন্তু কেন তুমি আমাদের সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে চাও ফ্র্যাঙ্ক ?"

—"তোমারই সুখের জন্যে ইভা ! আমি এখনও তোমার পায়ে ধরে বলচি ইভা—আমাদের মধ্যে সব শেষ হতে দাও—কোনো বন্ধন আর রেখোনা। তাহলে আমি অনুভব করতে পারব যে আমার জন্যে তোমার জীবন আর অসুখী হয়ে নেই। তুমি এখনও সুখী হতে পারবে। আমার আশা গেছে—আমার জীবনের প্রত্যেক খুটিনাটি আমাকে সুখী হতে দেবেনা। আমার এই হতভাগ্য জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কেন মিছে কষ্ট পাও ?—আমাকে ত্যাগ কর ইভা, ত্যাগ কর। তাহলে তুমি সুখী হবে !"

—"না তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না—আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়তে পারব না—তুমি যে কথা বল্লে—আজ রাত্রে যে কাজ করবে বল্লে তাতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না।"

—"কিন্তু কেন তুমি ভাবচ ইভা যে শুধু তোমারই জন্যে আমি সে কাজ করতে যাচ্চি। আমার পাপ যে আমাকে তিষ্ঠতে দিচ্চে না ! তুমি কিছু মনে কোরোনা ;—দিনরাত ও শিশি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—কতবার ভেবেচি চুকিয়ে ফেলি, কিন্তু পারিনি—তোমার জন্যে পারিনি--তোমার কথা মনে হয়েছে আর পারিনি—তুমি যে আমায় ভালোবাস।"

—"শুধু ভালোবাসি ! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার জীবন—তুমি না থাকলে আমিও নেই।"

—"না ইভা, আমি না থাকলে তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে।"

—"কখনো নয়! আর কারো সঙ্গে নয়—শুধু তোমারই; শুধু তোমার সঙ্গে মিলন—সে তো অন্যরূপ হবার যো নেই—সে যে বিধিলিপি!"

—"অ্যাঁ—বিধিলিপি! বার্টি বলত—"

—"বার্টির নাম কোরোনা।"

তখন ঘোর বৃষ্টি নামিয়াছে,—ঘরের দরজা জানালায় বাহিরের ঝড় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

ইভা ভয়জড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"বাপরে! এ ঝড় বৃষ্টির কি অন্ত নেই?"

ফ্র্যাঙ্কও যন্ত্রচালিতের মতো বলিয়া গেলেন—"উঃ! জীবনের মধ্যে যেন ঝড় বৃষ্টির অন্ত নেই।"

শুনিয়া ইভা চমকিয়া উঠিলেন—ফ্র্যাঙ্কের মুখের পানে একবার বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর জড়িত কণ্ঠে বলিলেন,

—"অ্যাঁ, তুমিও একথা বলচ? কেন ফ্র্যাঙ্ক?"

ফ্র্যাঙ্ক চমকিত হইয়া উঠিলেন—যেন কেমন হতভম্ব হইয়া গেলেন, কথাটার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না। ইভা একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর ডাকিলেন—"ফ্র্যাঙ্ক!"

—"কি ইভা?"

—"আর আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পাবে না—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নয়। তোমার জন্যে আমার বড় ভয় হচ্চে।"

—"না ইভা, আর আমাকে বেঁধোনা—আজ এখনই আমাদের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাক!"

—"না, না, না, ওগো না! তুমি যেয়োনা। এস, আজকের এ মিলনকে আমরা অক্ষয় করে তুলি—যেন এ মিলনে আর মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছেদ না থাকে—ওগো আনো আমাদের নয়নে আজ জীবনব্যাপী তন্দ্রা—পাতো শয়ন—থাকুক বাহিরে ও ঝড় বৃষ্টি!"

—"ইভা!"

—"বেশ দুজনে থাকব! তুমি তো বল্লে তোমার জীবনের সমস্ত সুখ গেছে—আর তা ফিরে পাবে না—আমারও তো তাই! তা যাক্, সব যাক্!—আমাদের প্রণয় তো অক্ষুণ্ণ আছে! নেই কি ফ্র্যাঙ্ক?"

—"আছে বই কি ইভা!"

—"তবে আর কেন আমরা এ দুঃখের মাঝে জেগে থাকি ফ্র্যাঙ্ক! দাও একটি চুম্বন - তোমার কোলে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর তুমিও ঢুলে পোড়ো।"

"এ সব কী বলচ ইভা!" বলিয়া ফ্র্যাঙ্ক জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইভার সব কথা তিনি ভালো বুঝিতে পারিতে ছিলেন না।

ইভা উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সে শিশিটা আমি ভেঙেচি—আবার একটা তুমি আনো।"

ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কেন ইভা? এসব কী বলচ?"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন;—তাঁহার চোখে মুখে আনন্দের একটা উজ্জ্বলতা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফ্র্যাঙ্কের গলাটি দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া তিনি বলিতে

লাগিলেন—"দুজনের বুকে দুজনে মাথা রেখে মরা—সে কী আনন্দ ফ্র্যাঙ্ক! কী ফল এ জীবন রেখে? ঠিক বলেচ তুমি—এ জীবনে আর আমরা সুখী হতে পারব না। তবে কেন এ জীবন? চল এ জীবনকে অতিক্রম করে যাই—তারপর আছে অবিচ্ছিন্ন মিলন। সেই বেশ! ভয় কি? দুজনের বুকে দুজনে মাথা রেখে মরব! তার চেয়ে আনন্দের কী আছে! কয়েক ফোঁটা বিষ! দুজনে এক সঙ্গে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দেব;—তারপর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু! সে কী আনন্দ! কী আনন্দ!"

ফ্র্যাঙ্ক শুনিতে শুনিতে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, ইভা, না। এমন কথা মনেও এনো না।"

ইভা ফ্র্যাঙ্কের পায়ের তলায় পড়িয়া মিনতির স্বরে বলিতে লাগিলেন—"দুটি পায়ে পড়ি ফ্র্যাঙ্ক! বাধা দিয়ো না—আমাদের এ সুখে তুমি বাধা দিয়ো না। ভেবে দেখ দেখি, তার চেয়ে আমাদের আর কী আনন্দ হতে পারে—আমাদের এই মিলনে বিশ্বের চারিদিক সূর্য্যাস্তের গোলাপী রঙে ভরে যাবে—সোনায় রূপায় ঝলসে উঠবে। এর চেয়ে সৌন্দর্য্য আর কী চাও? ফ্র্যাঙ্ক সেই তো সুখ, সেই তো আনন্দ—জগতের লোক তো এই মিলনই আকাঙ্ক্ষা করচে—এই তো স্বর্গ!"

ইভার উচ্ছ্বাসবাণী তখনও ফ্র্যাঙ্ককে সম্পূর্ণ টলাইতে পারিতেছিল না বটে কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইভার কথায় তাঁহার একটা লোভ আসিতেছিল,—এ জীবনের পরপারে সে কী দৃশ্য ইভা দেখাইতেছেন! সেখানে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণ যে আপনি পাগল হইয়া উঠে! আর তাঁহার বাধা দিবার কোনো শক্তি

রহিল না—কল্পনা স্বর্গের দিকে উড়িয়াছে, কাহার সাধ্য রোধ করে! বরং ইচ্ছা হয় নীল আকাশে গা ভাসাইয়া সেইদিকে ছুটি!

ইভা ফ্র্যাঙ্ককে আর কোনো বাধা দিতে না দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যেখানে শিশিটা পড়িয়াছিল কে যেন সেইখানেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল। তিনি নত হইয়া সেইটা উঠাইয়া লইলেন। শিশিটা জানালার পর্দার উপর পড়িয়াছিল—সেই জন্য ভাঙে নাই—এক ফোঁটাও নষ্ট হয় নাই।

ইভা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দেখ, দেখ ফ্রাঙ্ক! শিশিটা ভাঙেনি—অটুট রয়েছে। এ কী ভাগ্যচক্রের লীলা!"

ফ্র্যাঙ্কও দাঁড়াইয়া উঠিলেন—তাঁহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া শিরায় শিরায় একটা কম্পন বহিয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে ছিপি খুলিয়া ইভা অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ফেলিলেন;—তাঁহার অধরপ্রান্ত একটা আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ফ্র্যাঙ্ক চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ইভা! ইভা!"

ইভা কোনো কথা কহিলেন না—শুধু হাত বাড়াইয়া শিশিটা ফ্র্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া দিলেন,—তাঁহার চিত্তে এতটুকু উদ্বেগ নাই,—মুখে হাসির রেখা! ফ্র্যাঙ্ক অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিলেন;—তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহারা আর এজগতের নহেন,—ইহারই মধ্যে সেই স্বর্গের পথে ভাসিয়া চলিয়াছেন! ফ্র্যাঙ্ক চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, মনে হইল বিশ্বের মাঝে কেহ কোথা নাই শুধু ইভা পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন! আর বিলম্ব নয়—ফ্র্যাঙ্ক এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন—।

তখন ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে দুইজনে